কালিকা পুরাণোক্ত
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা
পদ্ধতি
পণ্ডিত শ্রীরত্নেশ্বর তন্ত্রজ্যোতিষশাস্ত্রী
প্রণীত

কালিকাপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি

[আদি, আসল, পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র, ফর্দ্দমালা ও মুদ্রাদির চিত্রসহ বরাতবিহীন পুঁথি]

কাশ্যপগোত্রীয়

পণ্ডিত শ্রীরত্নেশ্বর তন্ত্রজ্যোতিষশাস্ত্রী সঙ্কলিত

ইউনাইটেড পাবলিশার্স

মোঃ—৯৮৩১৮৬৫৮৬৮
মোঃ—৯৯০৩১০০১৭০

৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৭০০০০৫

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, গ্রাউণ্ড ফ্লোর, শপ্ নং এ-১৯, এ-২৪

[মূল্য : ৭৫ টাকা

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্
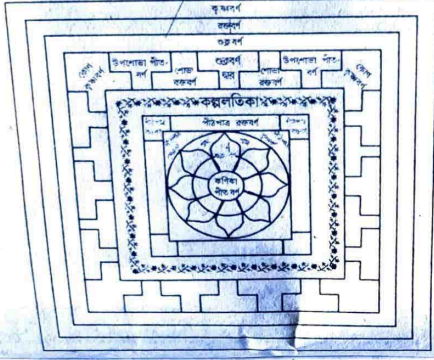
নিবেদন

জগন্মাতা শ্রীশ্রীমাহেশ্বরীর কৃপায় ও পূজনীয় ভূদেব ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া ''কালিকাপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি'' প্রকাশ করিতেছি। এ প্রচেষ্টা আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। তবে ভরসা এই যে, গ্রন্থখানি যাঁহাদের জন্য, তাঁহাদের কার্য্যোপযোগী হইলেই আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। পরিশেষে বক্তব্য, মুদ্রণজনিত এবং অন্য কোন ভুল প্রমাদের জন্য আমি ক্ষমার্হ। বারান্তরে উহা অবশ্যই সংশোধন করা হইবে।

ইতি—
আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
প্রকাশক

সূচীপত্র

॥ ওঁ রাম ॥

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতি

দেব্যাঃ গমনাগমনে যান কথন—রবিশশী গজারূঢ়াশনিভৌমস্তুরঙ্গমে। গুরৌ চ দোলায়াং বুধে নৌকা প্রকীর্ত্তিতা॥ গজে চ জলদা দেবী ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে। নৌকায়াং সর্ব্বসৌখ্যানি দোলায়াং মরণং ধ্রুবম্॥

কল্পারম্ভ

কল্পারম্ভ দিনে যজমান অথবা ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন করতঃ উত্তরাস্যে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া হস্তে কুশাঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়া আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক গন্ধাদির অর্চনা করিবে। যথা—"বং" মন্ত্রদ্বারা গন্ধাদি শোধন করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ, এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানেভ্যো পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ।" পরে নারায়ণাদির অর্চ্চনা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।" অনন্তর তাম্রপাত্রে আতপতণ্ডুল গ্রহণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

স্বস্তিবাচন*—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্॥" মন্ত্রপাঠ করিয়া আতপতণ্ডুল বিকিরণ করতঃ স্ববেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।" (যজু)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ গণানাত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়ানাত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধিনাত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে, বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" (ঋক্)—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যাদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরে দদাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা॥

* শূদ্র ও স্ত্রী পক্ষে সর্ব্বত্র কেবল "স্বস্তি" শব্দ প্রয়োগ হইবে। "পুণ্যাহং ওঁ ঋদ্ধি" এই শব্দ ও "ওঁ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। "ওঁ"-এর পরিবর্ত্তে "নমঃ" শব্দ প্রয়োগ হইবে।

ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রুবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নি স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ॥ ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতী। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি॥ ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি॥ ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু, বৃহদযশো নাবমিবারুহেম॥ ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্ প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেম্বভয়ং নো অস্তু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ পরে সর্ব্ববেদির পাঠ্য—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া সাক্ষমন্ত্র পাঠ্য।

সাক্ষ্যমন্ত্র—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহ ক্ষপাঃ। পবনো দিক্পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥" অনন্তর তাম্রাদিপাত্রে কুশ, তিল, ফল ও জলাদি গ্রহণ করিয়া বামহস্তে পাত্র ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণজানু ভূপাতিত করতঃ উত্তরাস্যে সঙ্কল্প করিবে।

* শারদীয়া দুর্গাপূজায়—গৌণ চান্দ্রমাস উল্লেখ্য, কৃষ্ণানবম্যাদিকল্পে সৌর ভাদ্রমাসে এবং পূজা কার্ত্তিকমাসে হইলেও সঙ্কল্পবাক্যে "আশ্বিনেমাসি" উল্লেখ করিতে হয়।

সঙ্কল্প—কৃষ্ণানবম্যাদিকল্পে*—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য শুক্লামহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীমহাদুর্গাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে—শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য এবং "করিষ্যে" এই বাক্যের পরিবর্ত্তে "করিষ্যামি" হইবে)। **প্রতিপদাদিকল্পে**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে প্রতিপদিতিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীমহাদুর্গাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে॥ **ষষ্ঠ্যাদিকল্পে**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যাস্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে॥" **সপ্তম্যাদিকল্পে**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে॥" **মহাষ্টম্যাদিকল্পে**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যাস্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে॥" **কেবল মহাষ্টমীকল্পে**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে॥" **কেবল মহানবমীকল্পে**—

"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধিকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে॥" অনন্তর পাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল ঈশানকোণে ফেলিয়া পাত্র উপুড় করিয়া দিয়া স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

সঙ্কল্পসূক্ত—(সাম)—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাংবিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্ বো দেব ওহতে॥" (যজু)—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি, দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥" (ঋক্)—"ওঁ যা গুঙ্গুর্য্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে॥" পরে এই উপুড় করা পাত্রের উপর "ওঁ সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধিরস্তু" মন্ত্রে পুষ্প দিবে। "ওঁ অস্তু" ইতি প্রতিবচন। "ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।" "ওঁ ভবতু" ইতি প্রতিবচন।

বরণ—যজমান যদি নিজে পূজা করিতে অসমর্থ বা অনধিকারী হয়েন, তবে অন্য ব্রাহ্মণগণকে পূজক ও তন্ত্রধারক পদে বরণ করিবেন। যজমান পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিয়া উত্তরাস্য ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিবেন—"ওঁ সাধুভবানাস্তাম্॥" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে" এবং আচমনাদি করিবেন। যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্॥" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ অর্চ্চয়ঃ॥" যজমান গন্ধপুষ্প বস্ত্রাঙ্গুরীয় যজ্ঞোপবীতাদি গ্রহণ করিয়া—"এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাঙ্গুরীয়যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজকব্রাহ্মণায় নমঃ" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে যজমান দক্ষিণহস্তে কিঞ্চিৎ আতপতণ্ডুল গ্রহণ করিয়া

বামহস্ত দক্ষিণহস্তোপরি দিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানুদেশে ধারণ করতঃ বরণবাক্য পাঠ করিবেন। **বরণবাক্য**—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য (শূদ্রপক্ষে— শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) আশ্বিনেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (শূদ্রপক্ষে— শ্রীঅমুকদাসঃ) মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি পূজাদিকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ভবন্তমহং বৃণে॥'' ব্রাহ্মণ বলিবেন— ''ওঁ বৃতোঽস্মি।'' যজমান বলিবেন—''ওঁ যথাবিহিত পূজাদিকর্ম্ম কুরু॥'' ব্রাহ্মণ বলিবেন—''ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি॥'' এই প্রকারে তন্ত্রধারকেরও বরণ করিবে।

তন্ত্রধারক বরণবাক্য—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি তন্ত্রধারককর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ভবন্তমহং বৃণে॥'' ব্রাহ্মণ বলিবেন— ''ওঁ বৃতোঽস্মি।'' যজমান বলিবেন—''ওঁ যথাবিহিত তন্ত্রধারককর্ম্ম কুরু।'' ব্রাহ্মণ বলিবেন—''ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।''

চণ্ডীপাঠ সঙ্কল্প—যিনি চণ্ডীপাঠ করিবেন, তিনিই উক্ত কর্ম্মের স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন। **স্বস্তিবাচন**—''ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূতচণ্ডীপাঠকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূতচণ্ডীপাঠকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন

শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূতচণ্ডীপাঠকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্॥'' অতঃপর স্ববেদোক্ত সূক্ত (পৃঃ ৬) পাঠ্য। অনন্তর সঙ্কল্প করিবে। **সঙ্কল্পবাক্য—কৃষ্ণানবম্যাদিকল্পে**— ''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যান্তিথাবারভ্য শুক্লামহানবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায়াং সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত ধনধান্যসুতান্বিতত্বকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতামনু' রিত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যস্য পঞ্চদশকৃতঃ পাঠ কর্ম্মাহং করিষ্যে॥ (পরার্থে—করিষ্যামি)। **প্রতিপদ্যাদিকল্পে**—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে প্রতিপদিতিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজায়াং সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত ধনধান্য-সুতান্বিতকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতামনু' রিত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যস্য নবকৃতঃ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে॥'' **ষষ্ঠ্যাদিকল্পে**—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজায়াং সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত ধনধান্যসুতান্বিতকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতামনু' রিত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্যস্য ত্রিকৃত্বঃ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে॥'' **সপ্তম্যাদিকল্পে**—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য

আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায়াং সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত ধনধান্যসুতান্বিতকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতামনু' রিত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্যস্য ত্রিকৃত্বঃ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে॥" **মহাষ্টম্যাদিকল্পে**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজায়াং সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তত্ব ধনধান্যসুতান্বিতকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতামনু' রিত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ পাঠ কর্ম্মাহং করিষ্যে॥" **কেবল মহাষ্টমীকল্পে**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজায়াং সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত ধনধান্যসুতান্বিতকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতামনু' রিত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে॥" **কেবল মহানবমীকল্পে**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজায়াং সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত ধনধান্যসুতান্বিতকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়'

ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতামনু' রিত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ পাঠকর্ম্মাহ করিষ্যে।" (পরার্থে সর্ব্বত্র—শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বা শ্রীঅমুকদাসস্য সঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজায়াং সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত ধনধান্যসুতান্বিতকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতামনু' রিত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্যস্য যৎ যৎকৃতঃ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি)॥ অনন্তর শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা মণ্ডপ শোধন করিবে।

পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র

সামবেদীয়। গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। **গোময়**—"ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥" **দুগ্ধ**—"ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্॥" **দধি**—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥" **ঘৃত**—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥" **কুশোদক**—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি॥" অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত একীকরণ করিবে।

যজুর্ব্বেদীয়। **গোমূত্র**—গায়ত্রীপাঠ্য। **গোময়**—"ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাঃ নিত্যপুষ্টাং করিষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়েশ্রিয়ম্॥" **দুগ্ধ**—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্ ভবা বাজ্যস্য সঙ্গথে॥" **দধি**—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥" **ঘৃত**—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥" **কুশোদক**—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥" অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া একীকরণ করিবে।

ঋগ্বেদীয়। **গোমূত্র**—গায়ত্রী। **গোময়**—"ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুত সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥" **দুগ্ধ**—"ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মতি। পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা॥" **দধি**—"ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমধুসঞ্চ দেবী, মিন্দ্রাবতোঽবসেনিহ্বয়েবঃ॥" **ঘৃত**—"ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হবিরশ্মিনাম॥" **কুশোদক**—"ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমুতয়ে আয়ুষে প্রজায়ৈ॥" একীকরণমন্ত্র—গায়ত্রীপাঠ্য। অনন্তর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

সামান্যার্ঘ্য—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া মণ্ডলে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া "ফট্" মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করতঃ মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে। পরে "হ্রীং" মন্ত্রে পাত্র জলপূর্ণ করিয়া—"ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া পাত্রস্থ জলে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করতঃ ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবগুণ্ঠনমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ অঙ্কুশমুদ্রায় "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া পরে পাত্রস্থ জলদ্বারা পূজোপকরণ ও নিজেকে অভ্যুক্ষণ করিবে। অর্তঃপর দ্বারপূজা করিবে।

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি

ধেনুমুদ্রা

যোনিমুদ্রা

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

অঙ্কুশমুদ্রা

দ্বারপূজা—জলদ্বারা "ফট্" মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করতঃ দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ॥" এইক্রমে "ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ অস্ত্রায় নমঃ। অশক্তপক্ষে "ওঁ দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ॥"

বিঘ্নাপসারণ—"হ্রীং" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিঘ্ন ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালিদ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিবে। পরে মাষভক্তবলি প্রদান করিবে।

মাষভক্তবলি—ভূমিতে স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি নূতন মৃৎপাত্রে বা কদলীপত্রে মাষকলাই, দধি, আতপচাউল একত্র করতঃ স্থাপন করিবে, পরে ভূতগণের আবাহন করিবে। যথা—"ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত ॥" অতঃপর "বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে শোধন, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ তে বসন্ত্যত্র ভূতলে। যে গৃহ্নন্তু ময়া দত্ত বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্যঃ পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্॥" অতঃপর কিছু অক্ষত বা শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন তাড়িতাঃ॥" মন্ত্রপাঠ করতঃ "ফট্" মন্ত্রে দশদিকে ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবে।

আসনশুদ্ধি—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া "ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া মণ্ডলোপরি আসন স্থাপন করতঃ আসন স্পর্শ করিয়া পাঠ্য, যথা—"অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥" (বামে) "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ॥" (দক্ষিণে) "ওঁ গণেশায় নমঃ।।" (মধ্যে) "ওঁ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যৈ নমঃ ॥" অতঃপর "ফট্" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা করতলদ্বয় শোধন করতঃ ছোটিকার (তুড়ি) দ্বারা দশদিগ্বন্ধন করিবে। পরে পুষ্পশুদ্ধি করিবে।

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে দেবীর আবির্ভাব চিন্তা করতঃ "পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হূঁ" মন্ত্রে পুষ্প স্পর্শ করিয়া—"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিবে।

ভূতশুদ্ধি—"রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্না-বর্ত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য ষট্চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোহ্বস্থিতাধোমুখ সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যাপ্তেজো বায়্বাকাশগন্ধরসরূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বা-চক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রবাক্পাণি-পাদপায়ুপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপশ্চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য দক্ষিণ নাসাপুটং ধৃত্বা যমিতি বায়ুবীজংধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, বামনাসাপুটং ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং

কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য দক্ষিণনাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং দগ্ধা তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মেন সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা তস্মাল্ললাটস্থচন্দ্রাদ্‌গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য্য লমিতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ় বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ সোঽহম্ ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং স্বস্থানে সংস্থাপ্য কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি চ যথাস্থানে সংস্থাপয়েৎ॥" পরে মাতৃকান্যাস করিবে।

মাতৃকান্যাস—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষির্গাত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি—"ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।" মুখে—"ওঁ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ।" হৃদি—"ওঁ মাতৃকা-সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।" গুহ্যে—"ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ।" পাদয়োঃ—"ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।" সর্ব্বাঙ্গে—"ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

অন্তর্মাতৃকান্যাস—ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয় সরসিজে তালুমূলে ললাটে। দ্বিপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে॥ বাসান্তে বালমধ্যে ড ফ ক ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং। হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি॥ অং আং ইং ঈং উং ঊং

ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কণ্ঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে॥ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে॥ বং শং ষং সং ইতি মূলাধারে। হং ক্ষং ইতি ভ্রূমধ্যে॥

বাহ্যমাতৃকান্যাস—ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং। ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং। বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥ অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং নমঃ (চক্ষুষোঃ), উং ঊং নমঃ (কর্ণয়োঃ), ঋং ৠং নমঃ (নাসোঃ), ৯ং ৡং নমঃ (গণ্ডয়োঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে) ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামোরুমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্‌ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষিণহস্তে), ষং নমঃ (হৃদয়াদিবামহস্তে), সং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদয়াদিবামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যুদরে), ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে)।

সংহারমাতৃকান্যাস—ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমৃদঙ্গটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম্। ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদিজঠরে), হং নমঃ (হৃদয়াদিবামপাদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষিণপাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদিবামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুল্‌ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামপাদমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণ-পাদাঙ্গুল্যগ্রে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঠং নমঃ (জানুনি), টং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে), ঞং নমঃ (বামকরাঙ্গুল্যগ্রে, ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (বামমণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্পরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (দক্ষিণমণিবন্ধে), খং নমঃ (কূর্পরে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), অং নমঃ (মুখে), অঃ নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ৣং নমঃ (বামগণ্ডে), ৯ং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), অং নমঃ (ললাটে)।

প্রাণায়াম—দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র "হ্রীং" ষোড়শবার জপদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। পরে উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ

করতঃ চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া, দ্বাত্রিংশৎবার জপদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিবে। পরে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিয়া উভয়নাসা রুদ্ধ করতঃ কুম্ভক করিবে এবং বামনাসা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া কুম্ভক করিয়া, দক্ষিণনাসায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ষোড়শ, কুম্ভকে চতুঃষষ্টি ও রেচক দ্বাত্রিংশৎবার করিতে হয়। অসমর্থ পক্ষে একবার করিলেও প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশক্ত পক্ষে ষোড়শবার স্থলে চারিবার, চতুঃষষ্টিবার স্থলে ষোড়শবার এবং দ্বাত্রিংশৎবার স্থলে আটবার জপ করিলেও সিদ্ধ হয়।

পীঠন্যাস—অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা হৃদয়ে ন্যাস করিবে। যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদীকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (দক্ষিণস্কন্ধে) ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। (বামস্কন্ধে) ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। (বামোরুমূলে) ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণোরুমূলে) ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। (মুখে) ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। (বামপার্শ্বে) ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। (নাভৌ) ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে) ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। (পুনর্হৃদয়ে) ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। (হৃৎপদ্মে) আং প্রভায়ৈ নমঃ, ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, উং জয়ায়ৈ নমঃ, এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওং

নন্দিন্যৈ নমঃ, ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, অং বিজয়ায়ৈ নমঃ। (মধ্যে) অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। (তদুপরি) ওঁ ব্রজনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ।। অতঃপর করাঙ্গন্যাস করিবে।

করাঙ্গন্যাস॥ যথা—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥ অঙ্গন্যাস—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥

ব্যাপকন্যাস—হস্তযুগল প্রসারিত করতঃ "হ্রীং" মন্ত্রে পাঁচ, সাত অথবা নয়বার শিরোদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিবে। অনন্তর ঋষ্যাদিন্যাস করিবে।

কূর্ম্মমুদ্রা

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীশ্রীদুর্গামন্ত্রস্য নারদঋষিঃ, গায়ত্রীছন্দঃ, শ্রীশ্রীদুর্গাদেবতা, মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায়াং বিনিয়োগঃ॥ (শিরসি) ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ গায়ত্র্যৈছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥

ধ্যান—কূর্ম্মমুদ্রায় সচন্দনপুষ্প গ্রহণ করতঃ দেবীর ধ্যান পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥ অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥ সুচারুদশনাং

তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্। ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥ মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাম্। ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ। তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেষু বিচিন্তয়েৎ॥ খেটকং পূর্ণচাপঞ্চপাশমঙ্কুশমেব চ। ঘণ্টাং বা পরশুং বাপিবামতঃ সন্নিবেশয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ। শিরচ্ছেদোদ্ভাবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্। হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্ত্রবিভূষিতম্॥ রক্তারক্তিকৃতাঙ্গশ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্। বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটিভীষণাননাম্॥ সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া। বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥ দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥ শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্॥ প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্। স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈ সন্নিবেশয়েৎ॥ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥ অষ্টাভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টয়েৎ। চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥" ধ্যান পাঠ করতঃ নিজ মস্তকোপরি পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

মানসপূজা—মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিদ্যুদ্বর্ণা কুণ্ডলিনীশক্তিকে চিন্তা করিয়া স্বীয় হৃৎপদ্মে দেবীকে রত্নবেদীকার উপর সংস্থিতা এইরূপ ভাবনা করতঃ যথাক্রমে কুণ্ডলিনী পাত্রস্থ বারিকে পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, সহস্রদলস্থিত সুধাকে আচমনীয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক অহিংসাদি নির্ম্মলগুণসকলকে পুষ্প, প্রাণবায়ুকে ধূপ, তেজস্বরূপ দীপ, অমৃতরূপ নৈবেদ্য, আকাশরূপ চামর, সূর্য্যরূপ দর্পণ, চন্দ্ররূপ ছত্র এবং অনাহতধ্বনিরূপ ঘণ্টা নিবেদন করিবে।

বিশেষার্ঘ্য—স্ববামে অধোমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করতঃ তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন করিয়া "ফট্" মন্ত্রে শঙ্খাদি অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া "নমঃ" মন্ত্রে পাত্রে গন্ধপুষ্প দূর্ব্বাক্ষতাদি স্থাপন করিবে। পরে বিলোমমাতৃকা পাঠ করতঃ জলদ্বারা শঙ্খ পূরণ করিবে। যথা—ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ৃং ৯ং ঋৃং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং। অনন্তর "হ্রীং" মন্ত্রে ত্রিভাগ পূরণ করতঃ শঙ্খাদিতে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। যথা—(ত্রিপদিকাতে) "ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" (শঙ্খে) "ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।" (জলে) "ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।" পরে অঙ্কুশমুদ্রার দ্বারা (১৫ পৃঃ), "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।" মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থাদির আবাহন কবতঃ জলে দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২২) করিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা (১৫ পৃঃ) "বৌষট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া জলে "এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দেবীর পূজা করিয়া মৎস্যমুদ্রায় (পৃঃ ১৫) আচ্ছাদন করতঃ মূলমন্ত্র "হ্রীং" আটবার জপ করিয়া "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করতঃ শঙ্খস্থ জল প্রোক্ষণীপাত্রে (কোশায়) কিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া ঐ জলদ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণসমূহ অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে পীঠপূজা করিবে।

গালিনীমুদ্রা

পীঠপূজা—পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা নির্ম্মিত অষ্টদলপদ্ম অথবা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া উক্ত মণ্ডলে পীঠদেবতাগণের আবাহন করিবে। যথা—"ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্যত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।।" পরে পূজা করিবে, যথা পীঠমধ্যে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদীকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। অগ্নিকোণে—"ধর্ম্মায়।" নৈর্ঋতে—"জ্ঞানায়।" বায়ুকোণে—"বৈরাগ্যায়।" ঈশানকোণে—"ঐশ্বর্য্যায়।" পূর্ব্বে—অধর্ম্মায়।" দক্ষিণে—অজ্ঞানায়।" পশ্চিমে—"অবৈরাগ্যায়।" উত্তরে—"অনৈশ্বর্য্যায়।" মধ্যে—"অনন্তায়, পদ্মায়, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।" পূর্ব্বাদি অষ্টকেশরে—"আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ।" মধ্যে—"অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ।" মণ্ডলমধ্যে—"ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট নমঃ।" অনন্তর নিশ্ছিদ্র ও সুন্দর কলস গ্রহণ করিয়া স্ববেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে।

ঘটস্থাপন (সামবেদীয়)—ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ্য—ওঁ মহিত্রীণামবরস্তুদুর্ক্ষ্যং মিত্রস্যার্যম্নঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ **ধান্য**—ওঁ ধানাবন্তং

করন্তিণমপূপবন্তমুকথিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ।। **ঘট**—ওঁ অবিশন্ কলশং সুতো, বিশ্বা অর্যন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ।। **জল**—ওঁ অ নো মিত্রাবরুণা, ঘৃতৈর্গব্যুতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু।। **পল্লব**—ওঁ অয়মুর্জ্জাবতো বৃক্ষ, উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।। **ফল**—ইন্দ্র নরোনেমধিতাহবন্তে যৎপার্য্যাযুন্‌জনে, ধিয়স্তা। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকাম্, আগোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।। **বস্ত্র**—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তৎ ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।। **সিন্দূর**—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং, হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্‌সু গৃভ্‌ণতে ।। **পুষ্প**—ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব।। **স্থিরীকরণ**—ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্।। কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—"ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি! গণৈঃ সহ।।"

যজুর্ব্বেদীয়।। ভূমি—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্যধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুংহ পৃথিবীং মাহিগুংসীঃ।। **ধান্য**—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।। **কলশ**—ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ।। জল—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋত সদন্যসি। বরুণস্য ঋত সদনমসি। বরুণস্য ঋত সদনমাসীদ। **পল্লব**—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো

জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি। ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম।। **ফল**—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিঃ প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বগুংহসঃ।। **বস্ত্র**—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।। **সিন্দূর**—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠাভিন্দন্নুর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।। **পুষ্প**—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্মইষাণ, সর্ব্বলোকম্ম ঈষাণ।। **স্থিরীকরণ**—ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পূরীষবাহনঃ।। কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি! গণৈঃ সহ।।

ঋগ্বেদীয়।। ভূমি—ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবা রক্ষন্তং পৃথিবীনো অভ্বাৎ। **ধান্য**—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।। **কলশ**—ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম্, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সোহস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি বিভর্ম্মি।। **জল**—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋত সদন্যসি। বরুণস্য ঋত সদনমসি। বরুণস্য ঋত সদনমাসীদ।। **পল্লব**—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।। **ফল**—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বগুংহসঃ।। **বস্ত্র**—ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ, স

উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। **সিন্দূর**—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠাভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমান। **পুষ্প**—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাঅহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম। ইষ্ণন্নিষাণামুম্মইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ঈষাণ। **স্থিরীকরণ**—ওঁ স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পূরীষবাহনঃ।। কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—''ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি! গণৈ সহঃ।।'' পরে মন্ত্রপাঠ সহকারে কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন করিবে।

কাণ্ডরোপণ মন্ত্র—কাণ্ড অর্থাৎ তীরকাঠি স্পর্শ করিয়া—''ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পুরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ ॥''

সূত্রবেষ্টন মন্ত্র—''ওঁ সূত্রমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং, সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগমস্রবন্তি মা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥''

বেদীশোধন—''ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা।।''

বিতানশোধন—''ওঁ উর্দ্ধ উ ষু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সবিতা যথাঞ্জভির্ব্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।।'' মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা বিতানশোধন করিবে। অতঃপর মুদ্রাদি প্রদর্শন করতঃ দেবীর আবাহন করিবে।

আবাহন—কূর্ম্মমুদ্রায় (পৃঃ ২২) পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২২) মূলমন্ত্র ''হ্রীং'' উচ্চারণপূর্ব্বক পুষ্পে দেবীর অবস্থান চিন্তা করিয়া পুষ্প ঘটে স্থাপন করিবে। অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আবাহন করিবে। যথা—''ভূর্ভুবঃস্বর্ভগবতিদুর্গে

আবাহনীমুদ্রা

স্থাপনীমুদ্রা

সন্নিধাপনীমুদ্রা

সন্নিরোধনীমুদ্রা

সম্মুখীকরণমুদ্রা

পরমীকরণমুদ্রা

পরিবারগণসহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনীমুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (স্থাপনীমুদ্রা), ইহসন্নিধেহি (সন্নিধাপনীমুদ্রা), ইহসন্নিরুধ্যস্ব (সন্নিরোধনীমুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণমুদ্রা)।'' অতঃপর ''হুং'' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা (পৃঃ ১৫) প্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস (পৃঃ ২২) ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—''ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে

পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িস্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব।।" অনন্তর গণেশাদি দেবগণের পূজা করিবে, যথা—"ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং,বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদ।।" এই ধ্যান পাঠ করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গণেশায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করতঃ প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ একদন্তং মহাকায়ঃ লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥" অনন্তর সূর্য্যের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণা-রুচিং ত্রিনেত্রম্।। ধ্যান পাঠ করিয়া "এষ গন্ধঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অনন্তর বিষ্ণুর পূজা করিবে। ধ্যান, যথা—"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট। কেয়ূরবান্কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।।" ধ্যান পাঠ করিয়া "এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অনন্তর শিবপূজা করিবে। ধ্যান, যথা—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং, পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ

স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং। বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥" এই ধ্যান পাঠ করিয়া "এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ॥" অনন্তর দুর্গাপূজা করিবে, যথা—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥" এই ধ্যান পাঠ করিয়া "এষ গন্ধঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—"ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥" পরে—"ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যো নমঃ, সর্ব্বেভ্যোদেবেভ্যো নমঃ, সর্ব্বাভ্যোদেবীভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

প্রধানপূজা—"ওঁ জটাজুটসমাযুক্তাং" (পৃঃ ২২) ইত্যাদি ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে, যথা—রজতাসন গ্রহণ করিয়া "বং" বীজদ্বারা প্রোক্ষণ (শোধন) করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রী দুর্গায়ৈ নমঃ" এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া 'ইদং রজতাসনং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিবে। এইরূপে—স্বাগত প্রশ্ন করিবে, যথা—"ওঁ দুর্গে দেবি স্বাগতং সুস্বাগতং, কুশলং তে", পরে শুদ্ধ জলদ্বারা পাদ্য গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ "বং" বীজদ্বারা সংস্কার করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎ পাদ্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ

সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।'' এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া ''এতৎ পাদ্যং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ''মন্ত্রে নিবেদন করিবে। এইরূপে ক্রমানুসারে—''ইদমর্ঘম্ (যজুর্ব্বেদীয়—এষোহর্ঘ্য)। ইদমাচমনীয়ম্। এষ মধুপর্কঃ। ইদং স্নানীয়জলম্। ইদং বস্ত্রম্। ইদং রজতাভরণম। এষ গন্ধঃ। এতৎ পুষ্পম্। এতৎ বিল্বপত্রমাল্যম্। এষ ধূপঃ। এষ দীপঃ। ইদং নেত্রাঞ্জনম্। এতৎ নৈবেদ্যম্। ইদং পুনরাচমনীয়ম্।'' এইরূপে ষোড়শোপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি দিবে। যথা—হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রদ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া, যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, হস্তে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করতঃ ''ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥'' মন্ত্রে দেবীর অধস্থিত বামহস্তে জপসমর্পণ করিবে। অনন্তর দেবীমাহাত্ম্য (চণ্ডী) পাঠ করতঃ আরত্রিকাদি* করিয়া ''ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে'' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া বিশেষার্ঘ্য ঘটের উপর স্থাপন করিয়া ''ওঁ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেবি ময়া সুকৃতদুষ্কৃতম্। তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং তৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥'' মন্ত্রে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিয়া ঘটে সমর্পণ করিবে। ইতি কল্পারম্ভ।

---

* আরত্রিকের (আরতি) বিধি—দীপ, জলপূর্ণ পাত্র (শঙ্খ), ধৌতবস্ত্র, (আম্রপল্লব বা বিল্বপত্রাদি) পল্লব ও চামর, এই সকল দ্রব্য দ্বারা আরতি করিতে হয়। প্রত্যেক দ্রব্য দেবতার পাদসমীপে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখে তিনবার এবং সর্ব্বাঙ্গে সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। শঙ্খদ্বারা আরত্রিককালে প্রত্যেক অঙ্গের আরতির পর শঙ্খ হইতে কিছু জল ভূতলে ফেলিবে। শিব ও সূর্য্যপূজায় শঙ্খবাদ্য নিষিদ্ধ, জলপূর্ণ কুশীদ্বারা আরতি করিবে। নিষিদ্ধ বাদ্য—দুর্গাপূজায় সানাই বা বংশীবাদ্য করিতে নাই। (দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মাধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ)।

বোধন—ষষ্ঠীতিথিতে সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষে দেবীর উদ্দেশ্যে বোধন করিবে। সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—''ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীবোধনকর্ম্মণি ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীবোধনকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীবোধনকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্॥'' পরে স্ববেদোক্ত সূক্ত (পৃঃ ৬) পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য (**কৃষ্ণানবমীবোধনে**—আশ্বিনেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ) আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূত বিল্ববৃক্ষাধিকরণক শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীবোধনকর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥'' পরে সূক্তপাঠান্তে (পৃঃ ৯) সামান্যার্ঘ্য (পৃঃ ১৪) স্থাপনান্তর ভূতশুদ্ধি (পৃঃ ১৭) ও ন্যাসাদি (পৃঃ ২১) করতঃ গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পাল ইত্যাদির পূজা করিয়া প্রাণায়াম (পৃঃ ২০) ও ''হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ'' ক্রমে করাঙ্গন্যাস (পৃঃ ২২) করিবে। অনন্তর দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২২) করিয়া মানসপূজা (পৃঃ ২৩) করতঃ বিশেষার্ঘ্য (পৃঃ ২৩) স্থাপনান্তর পুনরায় দেবীর ধ্যান পাঠ করিয়া ষোড়শোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। অতঃপর বিল্ববৃক্ষের ধ্যান করিয়া ''ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ'' মন্ত্রে বিল্ববৃক্ষের অর্চ্চনা করিবে, ধ্যান—''ওঁ চতুর্ভুজং বিল্ববৃক্ষং

রজতাভং বৃষস্থিতম্। নানালঙ্কারসংযুক্তং জটামণ্ডলধারিণম্॥ বরাভয়করং দেবং খড়্গখট্বাঙ্গধারিণম্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং শশীমৌলিত্রিলোচনম্॥'' তৎপরে বৃক্ষের ঈশানকোণস্থিত শাখা স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। **কৃষ্ণনবমী বোধনে পাঠ্য**—''ওঁ ইষে মাস্যাসিতে পক্ষে নবম্যামার্দ্রযোগতঃ। শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজা করোম্যহম্॥ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥ **ষষ্ঠীতিথিতে বোধনে পাঠ্য**—''ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।। ওঁ অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ। শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে। তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি, বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ॥ যথৈব রামেন হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥'' অতঃপর ''ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ'' (পৃঃ ২৮) মন্ত্রে কাণ্ডচতুষ্টয় স্থাপন করতঃ ''ওঁ সূত্রমানং'' (পৃঃ ২৮) মন্ত্রে সপ্তধাসূত্রে বেষ্টন করিবে। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে। **অচ্ছিদ্রাবধারণ**—''ওঁ কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীবোধনকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।'' **বৈগুণ্যসমাধান**—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য (কৃষ্ণনবমীবোধনে—আশ্বিনেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যান্তিথৌ) ষষ্ঠীতে—আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথৌ **অমুকগোত্রঃ** শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূত শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীবোধনকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুর্নামস্মরণমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।।'' পরে আমন্ত্রণ ও অধিবাস করিবে।

অথ আমন্ত্রণাধিবাস—প্রথমে স্বস্তিবাচনাদি করিবে, যথা—''ওঁ কর্ত্তব্যয়োরনয়োঃ। শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যামন্ত্রণাধিবাসকর্ম্মণোঃ ওঁ

পুণ্যাহম্'' ইত্যাদি। পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ৬) পাঠ করতঃ সঙ্কল্প করিবে, যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাঙ্গভূতবিল্ববৃক্ষাধিকরণক শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যামন্ত্রণাধিবাসকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥'' পরে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ৭) পাঠ্য। তৎপরে আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধাদি করতঃ গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া দেবীর ধ্যান করতঃ (পৃঃ ২২) দেবীর ও বিল্ববৃক্ষের পূজা করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে—''ওঁ মেরুমন্দর কৈলাসহিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥ ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোঽসি ময়াগচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥'' অতঃপর স্ববেদোক্ত অধিবাস মন্ত্রে—ঘটে, বিল্ববৃক্ষে, নবপত্রিকায়* দেবীপ্রতিমাতে দ্রব্যাদির ক্রমানুসারে** অধিবাস করিবে।

অধিবাস (সামবেদী) মহী—ওঁ মহিত্রীণামবরস্তুদুর্ক্ষ্যং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দূরার্ধষং বরুণস্য॥ ওঁ অনয়া মহ্যা সায়ুধবাহনপরিবারসহিত

***নবপত্রিকা—''রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িম্বৌ। অশোকমানকশ্চৈব ধান্যেতি নবপত্রিকা॥'' রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মানগাছ ও ধানগাছ। ইহাই নবপত্রিকা।**

****অধিবাস দ্রব্যাদির ক্রম—মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, সিদ্ধার্থ, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ ও প্রশস্তিপাত্র।**

শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু (এইরূপ সর্ব্বত্র)॥ **গন্ধ**—ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুদামুপস্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি, মনো দানায় চোদয়ন্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন॥ **শিলা**—ওঁ বিত্বদাপো ন পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠা, দুকথেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তং ত্বী গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ব্ববাহো জিগুরশ্বাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া॥ **ধান্য**—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুকথিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ। ওঁ অনেন ধান্যেন॥ **দূর্ব্বা**—ওঁ যজ্জায়থা অপূর্ব্বা, মঘবন্ বৃত্রহত্যায়। তৎ পৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্॥ ওঁ অনয়া দূর্ব্বয়া॥ **পুষ্প**—ওঁ পবমান বাশুহি, রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ শ্রোত্রে সুবীর্য্যম্॥ অনেন পুষ্পেন॥ **ফল**—ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমোধিতা হবন্তে যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকাম, অগোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন॥ **দধি**—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না॥ **ঘৃত**—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন॥ **স্বস্তিক**—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন॥ **সিন্দূর**—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণঃ হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥ ওঁ অনেন সিন্দূরেণ॥ **শঙ্খ**—ওঁ স সুম্নে যো বসূনাং, যো রায়ামানেতা য ইড়ানম্। সোমোষং সুক্ষিতীনাম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন॥ **কজ্জল**—ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে॥ ওঁ অনেন কজ্জলেন॥ **গোরোচনা**—ওঁ অধ জো অধ বাদিবো, বৃহতো রোচনাদধিঃ। অয়া বর্দ্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া॥ **সিদ্ধার্থ**

(শ্বেতসর্ষপ)—ওঁ এযো উষা অপূর্ব্ব্যা, ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন॥ **স্বর্ণ**—ওঁ তং গূর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো, দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন॥ **রৌপ্য**—ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য, যদ্বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন, মাং সং সৃজামসি॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন॥ **তাম্র**—ওঁ বণ্‌মহাঁ অসি সূর্য্য, বড়াদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম, মহ্না দেব মহাঁ অসি॥ ওঁ অনেন তাম্রেন॥ **চামর**—ওঁ বাত আবাতু ভেষজং শম্ভুময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনেন চামরেণ॥ **দর্পণ**—ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো, জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি॥ ওঁ অনেন দর্পণেন॥ **দীপ**—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ ওঁ অনেন দীপেন॥ **প্রশস্তিপাত্র**—ওঁ উদ্যল্লোঁকানরোচয়ঃ ইমাল্লোঁকান্নরোচয়ঃ। প্রজাভূতমরোচয়ঃ বিশ্বম্ভুতমরোচয়ঃ॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ॥ **মাঙ্গল্যসূত্র***—ওঁ সূত্রমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং, সুশর্ম্মাণমতিদিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ॥

যজুর্ব্বেদীয়।। মহী—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃগুংহ, পৃথিবীং মাহিগুংসীঃ। ওঁ অনয়া মহ্যা সায়ুধবাহনপরিবারসহিত শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু।। (এইরূপ সর্বত্র) **গন্ধ**—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং

*মাঙ্গল্যসূত্র— দেবীপ্রতিমার নাগপাশযুক্ত বামহস্তে বন্ধন করিতে হয়।

করীষিণীম। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।। ওঁ অনেন গন্ধেন।। **শিলা**—ওঁ প্রস্তরেণ পরিধীনা স্রুচা বেদ্যা চ বর্হিষা। ঋচে মাং যজ্ঞং নো সুগন্ধয়ে।। ওঁ অনয়া শিলয়া।। **ধান্য**—ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞম্, ধিনুহি যজ্ঞপতিং। ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।। ওঁ অনেন ধান্যেন।। **দূর্ব্বা**—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পুরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু, সহস্রেণ শতেন চ।। ওঁ অনয়া দূর্ব্বয়া।। **পুষ্প**—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চপত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্মইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ।। ওঁ অনেন পুষ্পেন।। **ফল**—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বগুঁহসঃ। ওঁ অনেন ফলেন।। **দধি**—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ।। ওঁ অনয়া দধ্না।। **ঘৃত**—ওঁ তেজোঽসি, শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।। ওঁ অনেন ঘৃতেন।। **স্বস্তিক**—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।। ওঁ অনেন স্বস্তিকেন।। **সিন্দূর**—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্যধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠাভিন্দন্নুর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।। অনেন সিন্দূরেণ।। **শঙ্খ**—ওঁ প্রতিশ্রুৎকায়া অর্ত্তনং, ঘোষায় ভষমন্তায় বহুবাদিনমনন্তায় মুকগুঁ শব্দায়াড়ম্বরাঘাতর্ম্মহসে বীণাবাদং, ক্রোশায় তৃণবধ্মংমবরম্পরায় শঙ্খধ্মং, বনায় বনপমন্যতেঽরণ্যায় দাবপম্।। ওঁ অনেন শঙ্খেন।। **কজ্জল**—ওঁ সমিদ্ধো অঞ্জন কৃদরং যতীনাং, ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো, দেবানাং বক্ষি প্রিয়মাসধস্থম্।। ওঁ অনেন কজ্জলেন।। **রোচনা**—ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে

রোচনাদিবি।। ওঁ অনয়া রোচনয়া।। **সিদ্ধার্থ**—ওঁ রক্ষহণো বো বল্গহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহণৌঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণৌ বো বলগহণোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণৌ বাং বল্গহণৌ উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহণৌ বাং বল্গহণৌ পর্য্যুহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্থঃ।। ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন।। **স্বর্ণ**—ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ওঁ অনেন কাঞ্চনেন।। **রৌপ্য**—ওঁ রূপেণ বো রূপমভ্যাগাং, তুথো বো বিশ্ববেদা বিভজতু। ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা, বি স্বঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষম্ যতস্ব সদস্যৈঃ।। ওঁ অনেন রৌপ্যেণ।। **তাম্র**—ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ, উতবভ্রুং সুমঙ্গলঃ। যে চেমাগুঁরুদ্রা অভিতো দিক্ষুশ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাগুঁ হেড়ঈমহে।। ওঁ অনেন তাম্রেণ।। **চামর**—ওঁ বাতো বা মনো বা, গন্ধর্ব্বঃ সপ্তবিগুঁশতিঃ তে অগ্রেঽশ্বমযুঞ্জস্তে অস্মিন্ জবমাদধুঃ।। ওঁ অনেন চামরেণ।। **দর্পণ**—ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।। ওঁ অনেন দর্পণেন।। **দীপ**—ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞগুঁ সমিমং দধাতু। বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ।। ওঁ অনেন দীপেন।। **প্রশস্তিপাত্র**—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বানুপদস্যনুপদে ত্বা, সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজোঽসি তেজসে ত্বা।। ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ।। **মাঙ্গল্যসূত্র**—ওঁ সূত্রমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তী মারুহেমা স্বস্তয়ে। ওঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ।।

ঋগ্বেদীয়॥ মহী—ওঁ মহীত্রীণামবরস্তু, দুৰ্ক্ষ্যং মিত্রস্যার্য্যম্ন। দুরাধর্ষং বরুণস্য। ওঁ অনয়া মহ্যা সায়ুধবাহনপরিবারসহিত শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (এইরূপ সর্ব্বত্র)॥ **গন্ধ**—ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুদামুপস্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ॥ ওঁ অনেন গন্ধেন॥ **শিলা**—ওঁ ইন্দ্রা পর্ব্বতা বৃহতো রথেন বামীরিষ আবহন্তং সুবিরাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া॥ **ধান্য**—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুযস্ব নঃ॥ ওঁ অনেন ধান্যেন॥ **দূর্ব্বা**—ওঁ যজ্জায়থা অপূর্ব্বা মঘবন্ বৃত্রহত্যায় তৎ পৃথিবীমপ্রথয় স্তদস্তভ্না উতো দিবম্॥ ওঁ অনয়া দূর্ব্বয়া॥ **পুষ্প**—ওঁ পবমানং ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন॥ **ফল**—ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যাযুন্জতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতাশ্রবশ্চকাম্, অগোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন॥ **দধি**—ওঁ দধিক্রাব্নোহকারিষঃ জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখা করৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না॥ **ঘৃত**—ওঁ ঘৃতবতি ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বি মধুদুঘে সুপেশষা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন॥ **স্বস্তিক**—ওঁ স্বস্তি সোমহয়ং সুতঃ পিবন্তস্য মরুতঃ। উত স্বরাজ্যেহশ্বিনা॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন॥ **সিন্দূর**—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্তমুক্ষিতম্।হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সুগৃভ্ণতে॥ ওঁ অনেন সিন্দূরেণ॥ **শঙ্খ**—ওঁ স সুম্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্ সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্॥ অনেন শঙ্খেন॥ **কজ্জল**—ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে॥ অনেন কজ্জলেন॥ **গোরোচনা**—ওঁ অদ্ধদবাহ্বা দিবো বৃহতো রোচনা দধি। আয়াবর্দ্ধস্বতন্বাগিরা মমাজাতা সুক্রতো পৃণ॥ অনয়া রোচনয়া॥ **সিদ্ধার্থ**—ওঁ এযো উষা অপূর্ব্বা ব্যুৎসতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন॥ **স্বর্ণ**—ওঁ তং গূর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে॥ ওঁ অনেন

রৌপ্য—ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বাবর্চ্চো গবামূত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সং সৃজামসি।। ওঁ অনেন রৌপ্যেণ।। **তাম্র**—ওঁ বন্মহাঁ অসি সূর্য্যবড়াদিত্য মহাঁঅসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহ্নাদেব মহাঁঅসি।। ওঁ অনেন তাম্রেণ।। **চামর**—ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদি প্রণ আয়ুংষি তার্ষৎ।। ওঁ অনেন চামরেণ।। **দর্পণ**—ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো, জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি।। ওঁ অনেন দর্পণেন।। **দীপ**—ওঁ মনোজুতির্জুযতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্ব। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবা ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ।। ওঁ অনেন দীপেণ।। **প্রশস্তিপাত্র**—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা অনুপদসি অনুপদে ত্বা সম্প্রদসি সম্পদে ত্বা তেজোহসি তেজসে ত্বা।। ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেন।। **মাঙ্গল্যসূত্র**—ওঁ সূত্রমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমনাগসমস্রবন্তী মারুহেমা স্বস্তয়ে।। ওঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেন।। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে। যথা **অচ্ছিদ্রাবধারণ**—"ওঁ কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাঙ্গভূতবিল্ববৃক্ষাধিকরণক শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যা-মন্ত্রণাধিবাসকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।।" প্রতিবচন—"ওঁ অস্তু।।" **বৈগুণ্যসমাধান**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ শ্রীঅমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাঙ্গভূতবিল্ববৃক্ষাধিকরণক শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যামন্ত্রণাধিবাসকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুর্নামস্মরণমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।।" পরে আরত্রিক করিবে।

সপ্তমীকৃত্যম্

সপ্তমীতে প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে বিল্ববৃক্ষের যথাশক্তি অর্চ্চনাদি করিয়া করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো। দেবৈর্গৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্যা দুর্গেতি বিশ্রুতিঃ॥" পরে "ওঁ ছিন্ধি ছিন্ধি ফট্ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে বায়ু ও নৈঋতকোণ ভিন্ন অন্যদিক হইতে যুগ্মফলশালিনী শাখা ছেদন করিয়া—"ওঁ পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ম্। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে। ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণ হেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ছেদিত শাখা নবপত্রিকাতে সংযুক্ত করিবে।

নবপত্রিকা স্নান—অতঃপর বাদ্যাদি সহকারে নদ্যাদিতে নবপত্রিকা লইয়া গমন করতঃ নবপত্রিকার আবাহন করিবে। যথা—"ওঁ বিল্বশাখাবাসিনি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে যথাযথ মুদ্রাদি (পৃঃ ২৯) প্রদর্শন করিয়া আবাহন করতঃ "ওঁ বিল্বশাখাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করতঃ সঙ্কল্প করিয়া তৈলহরিদ্রা ম্রক্ষিত করিয়া স্নান করাইবে। **সঙ্কল্পবাক্য**—*"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ*

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সপ্তজন্মার্জ্জিতপাপক্ষয়কামঃ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীং স্নাপয়িষ্যে (পরার্থে—স্নাপয়িষ্যামি)॥" **তৈল হরিদ্রা দানের মন্ত্র—(সাম)** "ওঁ শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেন্দিন্দ্রস্য ভক্ষত। বসুনি জাতে জনিমান্যোজসা, প্রতিভাগং ন দীধিমঃ।" **(ঋক ও যজু)**—"ওঁ কোঽসি কতমোঽসি, কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা। সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্যরাজন। ওঁ নানারূপ ধরে দেবি দিব্যবস্ত্রাবগুণ্ঠিতে। তবানুলেপমাত্রেণ তক্ষাঘাতো বিনশ্যতি॥" **স্নানমন্ত্র—রম্ভা**—"ওঁ কদলীতরুসংস্থাসি বিষ্ণোর্বক্ষস্থলাশ্রয়ে। নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চণ্ডনায়িকে।।" **কচ্চী**—"ওঁ কচ্চি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী। দুর্গারূপেণ সর্ব্বত্র স্নানেন বিজয়ং কুরু॥" **হরিদ্রা**—"ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়া। রুদ্ররূপাসি দেবি ত্বং সর্ব্বশান্তিং প্রযচ্ছ মে॥" **জয়ন্তী**—"ওঁ জয়ন্তি জয়রূপাসি জগতাং জয়কারিণি। স্নাপয়ামীহ দেবী ত্বাং জয়ং দেহি গৃহে মম॥" **বিল্ব**—"ওঁ শ্রীফল শ্রীনিকেতোঽসি সদা বিজয়বর্দ্ধনঃ। দেহি মে হিতকামাংশ্চ প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা॥" **দাড়িম্ব**—"ওঁ দাড়িম্ব্যঘবিনাশায় ক্ষুণ্ণাশায় সদা ভুবি। নির্ম্মিতা ফলকামায় প্রসীদ ত্বং হরপ্রিয়ে॥" **অশোক**—"ওঁ স্থিরা ভব সদা দুর্গে অশোকে শোকহারিণি। ময়া ত্বং পূজিতা দুর্গে স্থিরা ভব হরপ্রিয়ে॥" **মান—(মানগাছ)**—"ওঁ মানং মান্যেষু বৃক্ষেষু মাননীয়ঃ সুরাসুরৈ। স্নাপয়ামি মহাদেবীং মানং দেহি নমোঽস্তুতে॥" **ধান্য**—"ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥" অতঃপর নবপত্রিকা পূজামণ্ডপে আনিয়া দ্রব্যাদির ক্রমানুসারে মহাস্নান করাইবে।

মহাস্নান॥ শুদ্ধজলে—ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥ ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥ ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥ ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈর্ঋতিস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥ ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমামতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সুসংযতাঃ॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহু কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ওঁ ঋষয়োমুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাংগণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥ ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মাকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ওঁ সিন্ধুভৈরবশোণাদ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতা। সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥ ওঁ তক্ষকাদ্যাশ্চ যে নাগাঃ পাতালতলবাসিনঃ। সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥ **শঙ্খজলে**—ওঁ সর্ব্বেষামধিপো দেবঃ ঈশানো নাম নামতঃ। শূলপাণির্মহাদেবো ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুমাম্॥ **গঙ্গাজলে**—ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভম্। স্বর্গস্রোতস্তু বৈষ্ণব্যং স্নানং ভবতু তেন তে॥ **উষ্ণজলে**—ওঁ পরমং পবিত্রমুষ্ণং বহ্নিজ্যোতিঃসমন্বিতম্। জীবনং সর্ব্বপাপঘ্নং ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়াম্তিমাম্॥ **গন্ধোদক**—ওঁ গন্ধাঢ্যং শোভনঞ্চৈব শীতলং সুমনোহরম্। সর্ব্বপাপহরং বারি ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিমাম্॥ **শুদ্ধজলে**—

ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন উর্জ্জেদধাতন। মহেরণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্যা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ ওঁ শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (যজু—আপো) ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ॥ পরে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে (পৃঃ ১৩) গোময়াদি ক্রমে স্নান করাইবে। **মধু**—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ ওঁ মধুনক্তোমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ **কুশোদক**—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামশ্বিনোর্ভৈষজ্যেন তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসাভিষিঞ্চামি॥ **পুষ্পোদক**—ওঁ সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন বীর্যায়ান্নাদ্যায়াভিষিঞ্চামি। ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েন বলায় শ্রিয়ে যশসেঽভিষিঞ্চামি॥ **ফলোদক**—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃহানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ **মধু**—ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ॥ **ঘৃত**—ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা॥ **দুগ্ধ**—ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। **নারিকেলোদক**—ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং। **ইক্ষুরস**—ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। **দধি**—ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥ **তিলতৈল**—ওঁ হ্রাং অম্বিকায়ৈ নমঃ॥ **বিষ্ণুতৈল**—ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥ **শিশিরোদক**—ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥ **রাজদ্বারমৃদা**—ওঁ হ্রীং নমঃ॥ **চতুষ্পথমৃদা**—ওঁ হ্রুং নমঃ॥ **বৃষশৃঙ্গমৃদা**—ওঁ হ্রৈং নমঃ॥ **গজদন্তমৃদা**—ওঁ হ্রঃ নমঃ॥ **বেশ্যাদ্বারমৃদা**—ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥ **নদীর উভয়কুলমৃদা**—ওঁ হ্রীং শ্রীং নমঃ॥ **গঙ্গামৃদা**—ওঁ ঐং শ্রীং নমঃ॥ **সর্ব্বতীর্থমৃদা**—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নমঃ॥ **ইক্ষুরসসাগরোদক**—ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি তন্নশ্চণ্ডি প্রচোদয়াৎ॥ **সর্ব্বৌষধিমহৌষধী**—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ

শতবিচক্ষণাঃ। তাসামসিত্বমুত্তমারং কামায় সংহৃদে॥ **পঞ্চকষায়যুক্ত সহস্রধারাজল**—ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বস্রোতোনদাস্তথা। সর্ব্বৌষধিভিঃ পাপঘ্নাঃ সহস্রৈ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ওঁ লবণেক্ষুসুরাসর্পিদধিদুগ্ধজলৈস্তথা। সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ামি মহেশ্বরীম্॥ **ততো ঘটচতুষ্টয়েম্**—ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারাং রত্নধাতমম্॥১॥ ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়ব স্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥২॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে॥ নিহোত্বা সৎসি বর্হিষি॥৩॥ ওঁ শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (যজু—আপো) ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ॥৪॥ অনন্তর অষ্টকলসের দ্বারা স্নান করাইবে। **গঙ্গাজলপূরিতঘট**—ওঁ সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু। (মালবরাগো বিজয়বাদ্যম্)॥১॥ **বৃষ্টিজলপূরিতঘট**—ওঁ মরুতস্তামভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্। মেঘাম্বুপরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু (ললিতরাগো দুন্দুভিবাদ্যম্)॥২॥ **সরস্বতীজলপূরিতঘট**—ওঁ সারস্বত্যেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমে। বিদ্যাধরাস্তামভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেন তু (বিভাষরাগো দুন্দুভিবাদ্যম্)॥৩॥ **সাগরোদকপূরিতঘট**—ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ। সাগরোদক পূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু (ভৈরবরাগো ভীমবাদ্যম্) ॥৪॥ **পদ্মরজমিশ্রিতজলপূরিতঘট**—ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা। পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু (কোড়ারাগ ইন্দ্রাভিষেকবাদ্যম্)॥৫॥ **নির্ঝরোদকপূরিতঘট**—ওঁ হিমবদ্ধেমকূটাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ। নির্ঝরোদকপূর্ণেন যষ্ঠেন কলসেন তু (বরাড়ীরাগ শঙ্খবাদ্যম্)॥৬॥ **সর্ব্বতীর্থোদকপূরিতঘট**—সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরি। সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু [illegible]য়ঃ সপ্তখেচরাঃ

(বসন্তরাগ পঞ্চশব্দবাদ্যম্)॥৭॥ **শুদ্ধজলপূরিতঘট**—ওঁ বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোহস্তুতে (ধানসীরাগো বিজয়বাদ্যম্)॥৮॥ ইতি মহাস্নান। অতঃপর পত্রীপ্রবেশ সঙ্কল্প করিবে।

পত্রীপ্রবেশ॥ সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাঙ্গভূত গৃহমধ্যাধিকরণকপত্রীপ্রবেশ কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।" অতঃপর "ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদিযোগে ভূতগণের পূজা করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে মাষভক্তবলি (পৃঃ ১৬) দিয়া লাজ, চন্দন, সিদ্ধার্থ, দূর্ব্বা, কুশ ও অক্ষত লইয়া "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া ভূমিতে ছড়াইয়া ভূতাপসারণ করিবে। মন্ত্র—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বেশ্চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥" তদনন্তর নবপত্রিকাতে "ওঁ বিল্বশাখাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করতঃ দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২২) করিয়া দূর্ব্বাক্ষতাদি দেবীপ্রতিমার মস্তকে দিয়া নির্ম্মঞ্ছন করিবে। অতঃপর দেবীপ্রতিমার আসন ধারণ করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ চণ্ডিকে চল চল, চালয় চালয়, দুর্গে পূজালয়ং প্রবিশ্য। ওঁ প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। বলিং পূজাং যথাশক্ত্যাং গৃহাণ দাক্ষিচণ্ডিকে ॥ ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ সুমুখি সর্ব্বকল্যাণহেতবে॥ ওঁ ত্বং পরা পরমাশক্তিস্ত্বমেব হরবল্লভা।

ত্রৈলোকোদ্ধারহেতুস্তমবতীর্ণা যুগে যুগে॥” অনন্তর “ওঁ ঐং হ্রাং হ্রীং স্থাং স্থীং ত্বমম্বিকে স্থিরাভব” মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিয়া দেবীপ্রতিমার সম্মুখে অষ্টদলপদ্ম অথবা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর দেবীঘট এবং ঈশানকোণে অষ্টদলপদ্মের উপর গণেশঘট স্ববেদোক্ত মন্ত্রে (পৃঃ ২৬) স্থাপন করিয়া অঙ্কুশমুদ্রা (পৃঃ ১৫) যোগে মন্ত্রপাঠ সহকারে তীর্থাবাহন করিবে। যথা—“ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতাঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতাঃ সরাংসি চ নদাস্তথা। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষকারকাঃ॥ ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ অতঃপর ঘটে সপ্তমৃত্তিকাদি* নিক্ষেপ করতঃ দেবীঘটের পার্শ্বে মৃন্ময় বা তাম্রকুণ্ড স্থাপন করতঃ তদুপরি দর্পণ স্থাপন করিয়া প্রতিমার চতুর্দ্দিকে মন্ত্রপাঠ করতঃ কাণ্ডরোপণ (পৃঃ ২৮) ও সূত্রবেষ্টন (পৃঃ ২৮) করতঃ সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, দ্বারপূজা, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি (১৮-২২) করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস (পৃঃ ২২) করিয়া চক্ষুর্দ্দান করিবে।

চক্ষুর্দ্দান—কুশের অগ্রভাগ দ্বারা কজ্জল গ্রহণ করিয়া পুরুষদেবতার অগ্রে দক্ষিণনেত্রে, পরে বামনেত্রে এবং স্ত্রীদেবতার অগ্রে বামনেত্রে ও পরে দক্ষিণনেত্রে এবং ত্রিনেত্রবিশিষ্ট দেবতার পুরুষপক্ষে অগ্রে ঊর্দ্ধনেত্রে, পরে দক্ষিণনেত্রে এবং তৎপরে বামনেত্রে স্ত্রীদেবতার অগ্রে ঊর্দ্ধনেত্রে, পরে বামনেত্রে এবং তৎপরে দক্ষিণনেত্রে চক্ষুর্দ্দান করিবে। মন্ত্র, যথা—**ঊর্দ্ধনেত্রে**—“ওঁ কয়া নশ্চিত্র

*১। পর্ব্বতমৃত্তিকা, ২। গজদন্তমৃত্তিকা, ৩। বল্মীকমৃত্তিকা, ৪। নদীসঙ্গমমৃত্তিকা, ৫। দেবদ্বারমৃত্তিকা, ৬। রাজদ্বারমৃত্তিকা, ৭। গোষ্ঠমৃত্তিকা॥

আভূবদূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥” **দক্ষিণনেত্রে**—“ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থূষশ্চ॥” **বামনেত্রে**—“ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥” অতঃপর আবাহন করিবে।

আবাহন—কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করতঃ মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠপূজা করিয়া (পৃঃ ২৪-২৫) পুনরায় দেবীর ধ্যান মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পুষ্পে দেবীর অবস্থান চিন্তা করিয়া পুষ্প ঘটে স্থাপন করিবে। অতঃপর আবাহন্যাদিপঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন (পৃঃ ১৫) করতঃ দেবীর আবাহন করিবে। যথা—“ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃভগবতি দুর্গে স্বকীয়পরিবারসহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনীমুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (স্থাপনীমুদ্রা), ইহসন্নিধেহি (সন্নিধাপনীমুদ্রা), ইহসন্নিরুধ্যস্ব (সন্নিরোধনীমুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণমুদ্রা)।” প্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস (পৃঃ ২২) করতঃ “বং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৫) ও পরমীকরণমুদ্রা (পৃঃ ২৯) প্রদর্শন করিবে। অতঃপর নবপত্রিকাসহ প্রতিমা স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—“ওঁ আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি॥ ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে॥ ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগং গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ শারদীয়ামিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে। আজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্পবিনাশিনি॥ ওঁ সংসারার্ণবদুষ্পারে সর্ব্বমারনিকৃন্তিনি। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে

শঙ্করপ্রিয়ে ।। ওঁ যে দেবা যাশ্চ দেব্যশ্চ চলিতাযা চলন্তি হি। আবাহয়ামি তান্ সর্ব্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরি ।। ওঁ প্রাণান্ রক্ষ যশো রক্ষ পুত্রদারা ধনং সদা। সর্ব্বরক্ষাকারী যস্মাৎ ত্বং হি দেবি জগৎপ্রিয়ে ।। ওঁ প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেহস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্। মেনানন্দকরে দেবি সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ।। আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে হরবল্লভে।। ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেহপি চ। কৈলাসশিখরাদ্দেবি বিন্ধ্যদ্রের্হিমপর্ব্বতাৎ।। ওঁ আগত্য বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিম্। স্থাপিতাসি ময়া দেবি পূজয়ে ত্বাং প্রসীদ মে ।। ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি! গণৈঃ সহ।। ওঁ দেবি ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী। পত্রিকাসু সমস্তাসু সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ।। ওঁ পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুরনায়িকে। পল্লবে সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে ।। ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেহপি চ। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব।। ওঁ চণ্ডি ত্বং চণ্ডরূপাসি সুরতেজো মহাবলে। প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেহস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্ ।।" অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কুশ ও পুষ্পাদি দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করতঃ প্রতিমার মস্তকে দেবতার মূলমন্ত্র "হ্রীং" অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিমার মস্তক হইতে পাদপীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা দেবীপ্রতিমার হৃদয় অথবা কপোল স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীদুর্গায়াঃ প্রাণাঃ ইহপ্রাণাঃ ।। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীদুর্গায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ।। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীদুর্গায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহস্থিতাণি ।। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীদুর্গায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুস্তক্‌শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ অতঃপর লেলিহানমুদ্রায় প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ্য—"ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহমাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ ।। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।। ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদ্বোমসদব্জা গোজা ঋতজ্বা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।। ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনামি বিশ্বা।। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ।। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিবন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মাহমৃতাৎ স্বাহা ।।" অতঃপর গায়ত্রী পাঠ্য। এই প্রকারে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, মহাসিংহ, মহিষাসুর ইত্যাদিরও চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। পরে দেবীপ্রতিমাতে ষড়ঙ্গন্যাস করতঃ মূলমন্ত্রে (হ্রীং) তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। অতঃপর গণেশঘটে গণেশের ধ্যান পাঠ করতঃ যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া সূর্য্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গার পঞ্চোপচারে পূজা করতঃ (পৃঃ ৩০) প্রধান পূজা আরম্ভ করিবে।

প্রধান পূজা—প্রথমে দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২২) পাঠ করিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া, মন্ত্রসহকারে যথাযথ উপচারসকল ক্রমানুসারে নিবেদন করিবে। **আসন**—"বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ" মন্ত্রে আসন শোধন করিয়া, "এতদধিপতয়ে দেবায় ও শ্রীবিষ্ণবে

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি

নমঃ, সম্প্রদানায় ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥'' **নিবেদনমন্ত্র**—''ওঁ আসনং গৃহ্ন চার্ব্বঙ্গি চণ্ডিকে পরমেশ্বরি। ভজস্ব জগতাং মাতঃ স্থানং মে দেহি চণ্ডিকে॥'' **স্বাগতম**—''ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম। আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমম্॥'' **পাদ্য**—''ওঁ পাদ্যং গৃহ্ন মহাদেবি সর্ব্বদুঃখাপহারকম্। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥'' **অর্ঘ্য**—''ওঁ দূর্ব্বাক্ষতসমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথাপরম্। শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে॥ ওঁ নানাতীর্থোদ্ভবং বারি চন্দনেন সুবাসিতম্। গৃহাণার্ঘ্যমিদং দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥'' **আচমনীয়**—''ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥ ওঁ ইমা আপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতা। আচাময় মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥'' **মধুপর্ক**—''ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥'' **স্নানীয়জল**—''ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্। স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং দেবি গৃহ্যতাম্॥'' **বস্ত্র**—''ওঁ বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতম্। বাসো দেবি সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ বরবর্ণিনি॥ ওঁ তন্তুসন্তানসন্নদ্ধং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা। দুর্গে দেবি ভজ প্রীতিং বাসস্তে পরিধীয়তাম্॥'' **আভরণ**—''ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানুসমপ্রভাঃ। গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরি॥'' **গন্ধ**—''ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্॥'' **পুষ্প**—''ওঁ পুষ্পং মনোরমং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্ম্মিতম্। হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবি দত্ত প্রগৃহ্যতাম্॥'' **ধূপ**—''ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥'' **দীপ**—''ওঁ অগ্নিজ্যোতি রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব

চ। জ্যোতিষামুত্তমো দুর্গে দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥'' **নেত্রাঞ্জন**—''ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। চক্ষুষামঞ্জনং হৃদ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥'' **নৈবেদ্য**—''ওঁ আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং নানাদ্রব্যসমন্বিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥'' **ফলমূলাদিনৈবেদ্য**—''ওঁ ফলমূলানি সর্ব্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধীনি গৃহ্ন দেবি মমার্চিতম্॥'' **রচনা**—''ওঁ নানাফলসমাযুক্তাং নানাবর্ণপ্রপূরিতাম্। রচনাং তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরি॥'' **অন্ন**—''ওঁ অন্নং চতুর্ব্বিধং দেবি রসৈঃ ষড়ভিঃ সমন্বিতম্। উত্তমং প্রাণদং চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ॥'' **পরমান্ন**—''ওঁ গব্যসর্পিঃসমাযুক্তো নানামধুরসংযুতঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা পায়সং প্রতিগৃহ্যতাম্॥'' **পিষ্টক**—''ওঁ অমৃতৈঃ রচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্ম্মিতম্। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ॥ **মধু**—''ওঁ কুবেরেণ পুরাদত্তং রত্নপাত্রপ্রপূরিতম্। অক্ষয়ং সর্ব্বদা দেবি ত্বয়েদং মধু গৃহ্যতাম্॥'' **মোদক**—''ওঁ মোদকং স্বাদসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্ম্মিতম্। সুরম্য মধুরং ভোজ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥'' **লড্ডুক**—''ওঁ লড্ডুকং ষড়রসৈর্যুক্তং দুগ্ধখণ্ডাদি নির্ম্মিতম্। সুমিষ্টং মধুরং দেবি গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥'' **পানার্থজল**—''ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি সুমনোহরম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥'' **তাম্বুল**—''ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥'' **অষ্টোত্তরশতদূর্ব্বা**—''ওঁ নমস্তে সর্ব্বগে দেবি নমস্তে সুখমোক্ষদে। দূর্ব্বাঃ গৃহাণ দেবি তাং মাং নিস্তারয় সর্ব্বতঃ॥'' **শ্রীফলপত্রমাল্য**—''ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং মহাদেবপ্রিয়ং সদা। পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরি॥'' **পুষ্পমাল্য**—''ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতম্। শ্রীযুক্তং শোভনং মাল্যং গৃহাণ পরমেশ্বরি॥'' **শঙ্খাভরণ**—''ওঁ

মহোদধিসমুদ্ভূতাঃ সর্ব্বদেবীপ্রিয়াঃ সদা। ময়া নিবেদিতাঃ শঙ্খবলয়া ভূষণায় তে॥" **স্বর্ণাভরণ**—"ওঁ স্বর্ণাদীনামলঙ্কারং ভূষাণানামনুত্তমম্। হারকুণ্ডলকেয়ূরনূপুরাদি গৃহাণ মে॥" **সিন্দূর**—"ওঁ রঞ্জনং সর্ব্বলোকানাং শ্রিয়া পরময়াযুতম্। সিন্দূরতিলকং তেহস্তু ললাটতটমণ্ডলম্॥" **বাদ্য**—"ওঁ আনন্দজনকং দেবী শক্রাদিনাং জয়প্রদম্। উৎসাহজনকং রম্য বাদ্যং তব নিবেদিতম্॥" পরে—"ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি তন্নোশ্চণ্ডি প্রচোদয়াৎ" মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবে। পরে সিন্দূরতিলক দিবে ও দর্পণ প্রদর্শন করিবে। পরে শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুর ও দেবীঘটে শিবের যথাশক্তি পূজা করিবে। অতঃপর ক্রমানুসারে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ধ্যান পাঠ করতঃ যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। যথা—**কার্ত্তিকের ধ্যান**—"ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥ দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্। প্রসন্নবদনং দেবং সর্ব্বসেনাসমাবৃতম্॥" ধ্যান করিয়া "ওঁ কার্ত্তিকেয় ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ কাং কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—"ওঁ কার্ত্তিকেয় নমস্যামি গৌরীপুত্রং সুতপ্রদম্। ষড়াননং মহাভাগ দৈত্যদর্পনিসূদনম্॥" **গণেশের ধ্যান**—"ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং, লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥" ধ্যান করিয়া "ওঁ গাং গণপতি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ গাং গণেশায় নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া—"ওঁ একদন্ত মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে॥

লক্ষ্মীর ধ্যান—"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্য্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাম্। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণে তু॥" ধ্যান করিয়া "ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥" **সরস্বতীর ধ্যান**—"ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ, কুচভরণমিতাঙ্গি সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ, সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নমঃ॥" ধ্যান করিয়া "ওঁ ঐং সরস্বতী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—"ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥" অনন্তর "ওঁ মহাসিংহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ" মন্ত্রে সিংহের পূজা করিয়া মহিষাসুর, নাগপাশ, মূষিক, ময়ূর, জয়া ও বিজয়ার আবাহন করতঃ পূজা করিবে। অতঃপর নবপত্রিকা পূজা করিবে।

নবপত্রিকা পূজা—"ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। রম্ভারূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে॥" "ওঁ কচ্চ্যাধিষ্ঠাত্রি কালিকে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ কচ্চ্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ

মহিষাসুরযুদ্ধেষু কষ্টীভূতাসি সুব্রতে। মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে॥" "ওঁ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রি দুর্গে ইহাগচ্ছ" মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি উমারূপাসি সুব্রতে। মম বিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ন প্রসীদ মে॥" "ওঁ জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রি কার্ত্তিকী ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্ত্তিকৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ নিশুম্ভশুম্ভমথনে সেন্দ্রৈর্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি ত্বমস্মাকং বরদা ভব॥" "ওঁ বিল্বাধিষ্ঠাত্রি শিবে ইহাগচ্ছ" মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষ বিল্বরূপে নমোঽস্তুতে॥" "দাড়িম্যাধিষ্ঠাত্রি রক্তদন্তিকে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ দাড়িম্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—"ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে। উমাকার্য্যং কৃতং যস্মাদস্মাকং বরদা ভব॥" "ওঁ অশোকাধিষ্ঠাত্রি শোকরহিতে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকরহিতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—"ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষো অশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মান্নামশোকং সদা কুরু॥" "ওঁ মানাধিষ্ঠাত্রি চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ মানাধিষ্ঠাত্র্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবী মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্ন প্রসীদ মে॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ধান্যাধিষ্ঠাত্রি মহালক্ষ্মী ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর "ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া—"ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব মনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর আবরণদেবতাগণের পূজা করিবে।

আবরণদেবতাগণের পূজা—"ওঁ আবরণদেবতা ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। এইক্রমে অন্যান্য আবরণদেবতার পূজা করিবে। যথা—"ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ, ওঁ ভূতরক্ষিণি কবচায় হুং নমঃ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি অস্ত্রায় ফট্ নমঃ॥" অনন্তর জয়া, বিজয়া ও অস্ত্রাদির পূজা করিবে। যথা—"ওঁ জং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ বিং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ কীং কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রীং প্রীত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ মং মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ খড়্গায় নমঃ, ওঁ পাশায় নমঃ, ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ, ওঁ চাপায় নমঃ, ওঁ শরায় নমঃ॥" অতঃপর লোকপালগণের পূজা করিবে।

লোকপাল পূজা—পূর্ব্বে—"ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে পীতবর্ণায় বজ্রহস্তায় ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ॥ অগ্নিকোণে—ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে রক্তবর্ণায় শক্তিহস্তায় ছাগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে কৃষ্ণবর্ণায় দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ॥ নৈর্ঋতে—ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে ধূম্রবর্ণায় খড়্গাহস্তায় অশ্ববাহনায় সপরিবারায়

নমঃ॥ পশ্চিমে—ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে শুক্লবর্ণায় পাশহস্তায় মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ॥ বায়ুকোণে—ওঁ বাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ধূম্রবর্ণায় অঙ্কুশহস্তায় মৃগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ॥ উত্তরে—ওঁ কাং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে শুক্লবর্ণায় নরবাহনায় গদাহস্তায় সপরিবারায় নমঃ॥ **ঈশানে—ওঁ হাং** ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শুক্লবর্ণায় বৃষবাহনায় শূলহস্তায় সপরিবারায় নমঃ॥ **উর্দ্ধে—ওঁ** আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে রক্তবর্ণায় হংসবাহনায় সপরিবারায় নমঃ॥ **অধঃ—ওঁ** হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে গৌরবর্ণায় চক্রহস্তায় গরুড়বাহনায় সপরিবারায় নমঃ॥" অনন্তর বলিপ্রদান করতঃ মূলমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপসমর্পণ করিয়া "ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর স্তবকবচাদি পাঠ করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও ভোগাদি নিবেদন করিয়া আরত্রিকাদি করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—ওঁ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রাণ্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ এষ সচন্দনগন্ধপুষ্পাঞ্জলি সায়ুধবাহন পরিবারসহিত শ্রীশ্রীভগবতীদুর্গায়ৈ নমঃ॥ ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্। হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে॥ এষ পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি। ওঁ কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎকৃতং ময়া। জ্ঞানাজ্ঞানং কৃতং পাপং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্॥ এষ পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্—ওঁ ঐং দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্। সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি মদাম্বিকাম্। মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্। বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥ সর্ব্বদেবময়ী দেবী সর্ব্বলোকভয়াপহাম্। ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্॥ বিন্ধ্যস্থাং বিশ্বনিলয়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীম্। যোগিনীং যোগমায়াঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥ ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরামীশ্বরপ্রিয়াম্। প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রঃ শৃণুয়াদ বাপি ভক্তিতঃ। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মোদতে দুর্গয়া সহ॥ ইতি মৎস্যসূক্তে শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীদুর্গাকবচম্—ওঁ ঈশ্বর উবাচ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ। স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ॥ ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে। গোপনীয় প্রযত্নেন সাবধানাবধারয়॥ উমাদেবী শিরং পাতু ললাটং শূলধারিণী। চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী॥ সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্ব্বসাধিনী। জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা॥ অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহু বজ্রধারিণী। কণ্ঠং পাতু মহাদেবী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্॥ হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী। কটীং ভগবতী দেবী দ্বাবুরূ বিন্ধ্যবাসিনী। মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী॥ এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে। রক্ষং মাং সর্ব্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥ ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যা ফলপ্রদম্॥ যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থ ফলং লভেৎ। যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নান্ ন কুত্রচিৎ॥ ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে। রণে রাজকুলে বাপি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥ সর্ব্বত্র পূজ্যমাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥ ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে শ্রীশ্রীদুর্গাকবচং সমাপ্তম্। ইতি সপ্তমীকৃতম্।

বলিপ্রকরণ

ছাগবলিবিধি—সুলক্ষণ ছাগপশুকে স্নান করাইয়া দেবীর সম্মুখে পূর্ব্বাস্যে রাখিয়া উত্তরাস্যে পূজক "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে পশুকে অবলোকন করতঃ কুশবারি দ্বারা পশুকে প্রোক্ষণ করিবে। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীৎ, তেনাযজন্ত স এতাং লোকমজয়দ্ যস্মিন্নগ্নিঃ, স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি, পিবৈতা অপঃ॥ ওঁ বায়ুঃ পশুরাসীৎ, তেনাযজন্ত, স এতাং লোকমজয়দ্ যস্মিন্ বায়ু, স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়দ্, যস্মিন্ সূর্য্যঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ। ওঁ বাচস্তে শুন্ধামি, ওঁ প্রাণস্তে শুন্ধামি, ওঁ চক্ষুস্তে শুন্ধামি, ওঁ শোত্রস্তে শুন্ধামি, ওঁ নাভিস্তে শুন্ধামি, ওঁ মেঢ্রস্তে শুন্ধামি, ওঁ পায়ুস্তে শুন্ধামি, ওঁ চরিত্রাংস্তে শুন্ধামি॥ ওঁ মনস্তে আপ্যায়তাম্॥ ওঁ বাক্ চ আপ্যায়তাম্। ওঁ প্রাণস্তে আপ্যায়তাং, ওঁ চক্ষুস্তে আপ্যায়তাং, ওঁ শ্রোত্রস্তে আপ্যায়তাম্। ওঁ যত্তে ক্রুরং যদাস্থিতং, ওঁ তত্তে আপ্যায়তাং, ওঁ তত্তে নিষ্ঠ্যায়তাং তত্তে শুধ্যতু সুমহোভ্যঃ॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ পশুরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং ছাগপশুং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা॥" অনন্তর পশুকে স্পর্শ করিয়া অঙ্গশোধন করিবে। মন্ত্র, যথা—"ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমাত্মনে হুঁকারায় ত্রিমূর্ত্তয়ে॥" পরে পশুর শৃঙ্গে সিন্দুর প্রদান করতঃ "ওঁ ছাগপশবে নমঃ" মন্ত্রে পশুর পাদ্যাদিক্রমে পূজা করিয়া পশুর বিভিন্ন অঙ্গে পূজা করিবে। যথা,

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি

মস্তকে—ওঁ রুধিরবদনায়ৈ নমঃ", ললাটে—"ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ", কর্ণদ্বয়ে—"ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ", চক্ষুর্দ্বয়ে—"ওঁ চন্দ্রাদিত্যাভ্যাং নমঃ", মুখে ও নাসিকায়—"ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ", জিহ্বাতে—"ওঁ অগ্নয়ে নমঃ", গ্রীবাতে—"ওঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ", চতুষ্পাদে—"ওঁ মহাভৈরব্যৈ নমঃ", উদরে—"ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ", পুচ্ছে—"ওঁ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ", সর্ব্বাঙ্গে—"ওঁ রুধিরবদনায়ৈ নমঃ॥" অতঃপর পশুকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—"ওঁ শিরঃ পুনাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং বিষ্ণুঃ পুনাতু তে। পৃষ্ঠং পুনাতু বৈকুণ্ঠঃ কবচং তে জনার্দ্দনঃ॥ গুহ্যং পুচ্ছন্তু পবনো জঙ্ঘাপাদৌ মহেশ্বরঃ। এবং সমস্ত গাত্রাণি পুনাতু পুরুষোত্তমঃ॥ ওঁ ছাগত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণম্॥ ওঁ চণ্ডিকা প্রীতিদানেন দাতুরাপদ্‌বিনাশিনে। চামুণ্ডা বলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥" পরে পশুকে শিবরূপী চিন্তা করিয়া "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং" মন্ত্রে মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিবে। যথা—"ওঁ এতস্মৈ ছাগপশবে নমঃ" মন্ত্রে পশুকে প্রোক্ষণ করতঃ "এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বহ্নয়ে নমঃ, সম্প্রদানায় শ্রীশ্রীভগবতীদুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীপ্রীতিকামঃ ইদং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)॥" অতঃপর পশুর মস্তকে জল দিয়া কর্ণে মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—"ওঁ হিলি হিলি কিলি কিলি বহুরূপধরায়ৈ হুঁ হুঁ ফেঁ ফেঁ ইমং ছাগপশুং স্বর্গংপ্রদর্শয়

উৎসর্গবাক্য পাঠ করতঃ ঐ সমাংস রুধির উৎসর্গ করিবে। উৎসর্গ বাক্য—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) দশবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীপ্রীতিকামনয়া এষ সমাংসছাগরুধিরবলিঃ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং কৌষিকি রুধিরেণাপ্যায়তাম্।।" অনন্তর পশুর ছিন্ন মস্তকোপরি জ্বলন্ত ঘৃতবর্ত্তিকা স্থাপন করতঃ উক্ত সপ্রদীপ ছিন্নশীর্ষ দেবীকে নিবেদন করিবে। উৎসর্গবাক্য—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যাঃ দর্শনাভিবন্দনস্পর্শন পূজনস্নপনতর্পণজনিত পূর্ব্বপুণ্যাধিক পুণ্যপ্রাপ্তি কামনয়া এষ সপ্রদীপছাগশীর্ষবলিঃ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ।" পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—ওঁ জয় ত্বং সর্ব্বভূতেশে সর্ব্বভূতসমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্ব্বভূতেভ্যো বলিং ভুঙ্খ নমোঽস্তুতে।। পরে খড়্গাস্থ রুধির গ্রহণ করিয়া—"ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা। স মে বশ্যতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ।। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা।।" মন্ত্রে ললাটে তিলক করিবে।

মহিষবলি বিধি—উত্তরাস্যে উপবেশন করতঃ মহিষবন্ধন স্তম্ভ স্পর্শ করিয়া পাঠ্য—ওঁ স্তম্ভ ত্বং শিবরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূরা। দেব্যা দৃষ্টি প্রদানেন সদাত্বমচলো ভব।। ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্‌ব্রহ্মা স্তম্ভাগ্রে চ মহেশ্বরঃ। স্তম্ভমধ্যে স্বয়ং বিষ্ণুস্তস্মাত্বমচলো ভব।। ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুহিমবাংশ্চ যথাচলঃ। যথাচান্যে মহীধ্রাশ্চ তথাত্বমচলো ভব।। ওঁ স্তম্ভ ত্বং *বিষ্ণুরূপোঽসি পার্ব্বত্যানন্দবর্দ্ধন। ভক্তিতঃ* পূজয়ামি ত্বাং পশুবন্ধনহেতবে।।" পরে "ওঁ স্তম্ভায় নমঃ" পাদ্যাদিক্রমে স্তম্ভের পূজা করিবে। অনন্তর পশুর বন্ধন নিমিত্ত নূতন পাশরজ্জু গ্রহণ করিয়া "ওঁ পাশায় নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদিক্রমে পূজা করিয়া পাঠ্য—"ওঁ পাশ ত্বং বরুণজ্জাতঃ সদা বরুণদৈবতঃ। অতস্ত্বাং পূজয়ামীহ শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।।" অতঃপর পাশদ্বারা মহিষকে স্তম্ভে বন্ধন করিবে। মন্ত্র, যথা—"ওঁ মেধ্যাকার স্তম্ভমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডরূপিণং পশুং বন্ধয় বন্ধয়, সশৃঙ্গ সর্ব্বাবয়বসহিতং পশুং বন্ধয় বন্ধয় হুং ফট্ স্বাহা।।" মন্ত্রে বন্ধন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—"ওঁ মহিষত্বং মহাবীরঃ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ। কুমতিং সর্ব্বপাপশ্চ মম শত্রুংশ্চ নাশয়।।" পরে মহিষের স্নানের নিমিত্ত জলে—"ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী। কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরব সাগরাঃ। মহিষস্য পশোঃ স্নানে সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।।" মন্ত্রে তীর্থের আবাহন করিয়া সহস্রধারা দ্বারা মহিষকে স্নান করাইবে। মন্ত্র, যথা—"ওঁ হ্রীং নিখিলপাপক্ষয়ায় ব্রহ্মবীজস্বরূপায় দিব্যতেজসে নমঃ। ওঁ ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং হুঁ হুঁ বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিত বিগ্রহায়ৈ মহিষরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং মহিষং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা।।" অনন্তর পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা পশুকে বেষ্টন করতঃ শৃঙ্গে হরিদ্রাক্ত সূত্রদ্বারা আলতা বাঁধিয়া সিন্দূর ও গলদেশে রক্তপুষ্পের মাল্য দিয়া মন্ত্র পাঠ্য—"পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে হুঙ্কারায় ত্রিমূর্ত্তয়ে নমঃ।। ওঁ শিরঃ পুনাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং বিষ্ণুঃ পুনাতু তে। পৃষ্ঠং পুনাতু বৈকুণ্ঠো জঠরঞ্চ হুতাশনঃ।। গুহ্যং পুচ্ছঞ্চ পবনে জঙ্ঘাপাদৌ মহেশ্বরঃ। এবং সমস্ত গাত্রেষু পুনাতু ত্বং জনার্দ্দন।। ওঁ জলদসদৃশবর্ণং চারুবিস্তীর্ণকর্ণং, ধরণীধরসমাঙ্গং দীর্ঘতীক্ষ্ণাগ্রশৃঙ্গম্। বলিমিমমুপনীতং চণ্ডি মেধ্যং গৃহীত্বা, ভগবতি মম নিত্যং রাজলক্ষ্মীং

বিধেহি॥ ওঁ কুরু মম রিপুনাশং কামঋদ্ধিঞ্চ সিদ্ধিং, হর হর মমদুঃখং সর্ব্বপাপং কুবুদ্ধিম্। ভবতারণবরেণ্যৈ পূজিতাধিষ্ঠিতা ত্বা, ভগবতি ফলদা ত্বং সর্ব্বযজ্ঞব্রতানাম্॥'' অতঃপর মহিষের অঙ্গে ''ন্যাস'' করিবে। যথা—নাসাদ্বয়ে—''ওঁ অং নমঃ, ওঁ আং নমঃ।'' চক্ষুদ্বয়ে—''ওঁ ইং নমঃ, ওঁ ঈং নমঃ।'' পৃষ্ঠে—''ওঁ ঋং নমঃ, ওঁ ঋৃং নমঃ।'' দন্তপঙক্তিতে—''ওঁ ঌং নমঃ ওঁ ৡং নমঃ।'' গণ্ডদ্বয়ে—''ওঁ এং নমঃ, ওঁ ঐং নমঃ।'' পুচ্ছে—''ওঁ ওং নমঃ, ওঁ ঔং নমঃ॥'' ললাটে—''ওঁ অং নমঃ।'' জিহ্বাতে—''ওঁ অঃ নমঃ। দক্ষিণ পদদ্বয়ে—''ওঁ কং খং গং ঘং ঙং নমঃ॥'' বামপাদদ্বয়ে—''ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং নমঃ॥'' জঙ্ঘাদ্বয়ে—''ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং নমঃ॥'' পার্শ্বদ্বয়ে—''ওঁ তং থং দং ধং নং নমঃ।'' পৃষ্ঠে—''ওঁ পং ফং বং ভং মং নমঃ।'' হৃদয়ে—''ওঁ যং রং লং বং নমঃ।'' উদরে—''ওঁ শং ষং সং নমঃ।'' গলদেশে—''ওঁ হং লং নমঃ।'' মস্তকে—''ওঁ ক্ষং নমঃ।' পরে ''ওঁ মহিষপশবে নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদিক্রমে মহিষের পূজা করিয়া ''ওঁ যমায় নমঃ'' মন্ত্রে তদধিপতির পূজা করিবে। পরে করপুটে পাঠ্য—''ওঁ মহিষ ত্বং মহাবীর মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণম্॥ ওঁ চণ্ডিকাপ্রীতিদানেন দাতুরাপদ্বিনাশনে। চণ্ডিকাবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥ যথা বাহং ভবান্ দ্বেষ্টি যথা বহসি চণ্ডিকাম্। তথা মম রিপুন্ হংসি শুভং বহ লুলাপক॥ ওঁ যমস্য বাহনং ত্বং হি বর রূপধরোঽব্যয়ঃ। আয়ুর্ব্বিত্তং যশো দেহি কাসরায় নমো নমঃ॥'' পরে মহিষকে শিবরূপী চিন্তা করিয়া ''ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং'' মন্ত্রে মহিষের মস্তকে পুষ্প প্রদান করতঃ উৎসর্গ করিবে। উৎসর্গ বাক্য, যথা—''বিষ্ণুরোঁ

তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শতবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ ইমং মহিষপশুং যমদৈবতং হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)॥'' উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে মহিষের মস্তকে জল দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য, যথা—''ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পশুং সৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। প্রোষিতঃ পার্ব্বতীপ্রীত্যৈ মমাত্মানঞ্চ তারয়ঃ॥'' অনন্তর খড়্গের পূজা করিয়া (পৃঃ ৬২) খড়্গ গ্রহণ করতঃ ''হ্রীং কালি কালি বিকটদংষ্ট্রে স্ফেং স্ফেং ফেৎকারিণি খাদয় খাদয় ছেদয় ছেদয় সর্ব্বান্ দুষ্টান্ মারয় মারয় লুলাপক খড়্গো ছিন্দি ছিন্দি কিলি কিলি চিকি চিকি পিব পিব রুধিরং স্ফৌং স্ফৌং কিরি কিরি কালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং মহিষং মোহামোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা॥'' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া মহিষের গ্রীবাদেশে খড়্গ স্পর্শ করাইবে। পরে মন্ত্রপাঠ করিয়া মহিষকে পাশরজ্জু বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে। মন্ত্র, যথা—''ওঁ যজ্ঞার্থং বন্ধনস্থোঽসি মুক্তয়ে মোচিতো ময়া। দেব্যাঃ প্রীতিঃ সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশূত্তম॥ ওঁ শিরঃ পুচ্ছাদিমেঢ্রেষু পাদয়ো জঙঘয়োস্তথা। উদরে পৃষ্ঠদেশে ত্বাং মুঞ্চন্তু পশুদেবতাঃ॥ ওঁ খড়্গঘাতোদ্ভবং দুঃখং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। তৎক্ষমস্ব মহাভাগ গন্ধর্ব্বলোকমাপ্নুহি॥'' অনন্তর স্তম্ভের (যূপকাষ্ঠের) পূজা (পৃঃ ৬৩) করিয়া স্বয়ং অথবা অসামর্থ্য পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা এক আঘাতে ছেদন করিবে। অনন্তর মৃৎ অথবা তাম্রপাত্রে জল, সৈন্ধব, শর্করা ও মধু দিয়া ঐ পাত্রে রুধির গ্রহণ করতঃ দেবীর অগ্রভাগে স্থাপনপূর্ব্বক উৎসর্গবাক্য পাঠ করতঃ রুধির উৎসর্গ করিবে। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শতবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীপ্রীতিকামনয়া এষ মহিষরুধিরবলিঃ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং কৌষিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্॥" পরে কুশদ্বারা ঐ রুধির চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে বিভিন্ন দেবতাকে উৎসর্গ করিবে। যথা, অগ্নিকোণে—"ওঁ বিদারিকায়ৈ নমঃ", নৈর্ঋতে—"ওঁ পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ", বায়ুকোণে—"ওঁ পূতনায়ৈ নমঃ", ঈশানে—"ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ॥" অনন্তর ছিন্নশীর্ষের উপরে জ্বলন্ত ঘৃতবর্ত্তিকা স্থাপনপূর্ব্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠ করতঃ উৎসর্গ করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যাঃ দর্শনাভিনন্দন-স্পর্শনাভিপূজনস্নপনতর্পণজনিত পূর্ব্বপুণ্যাধিক পুণ্যপ্রাপ্তিকামনয়া এষ সপ্রদীপ মহিষশীর্ষবলিঃ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ॥"পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—"ওঁ জয় ত্বং সর্ব্বভূতেশে সর্ব্বভূত সমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্ব্বভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে॥" ইতি মহিষ বলিবিধি।

কুষ্মাণ্ডাদিবলি—কুষ্মাণ্ডাদি সিন্দূরচর্চ্চিত করিয়া "বং এতস্মৈ কুষ্মাণ্ডবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে শোধন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুষ্মাণ্ডবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করতঃ—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ, সম্প্রদান্যৈ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ॥" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠ করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীপ্রীতিকামঃ ইমং কুষ্মাণ্ডবলিং (কদলী—ইমং কদলীবলিং, ইক্ষু—ইমমিক্ষুবলিং, আদা—ইমমাদ্রকবলিং, লেবু—ইমং জম্বীরবলিং) বনস্পতিদৈবতং হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)॥"

বলিবিঘ্ন শান্তি—এক আঘাতে বলিদান করিতে হয়। অন্যথায় বহুবিধ দোষের কারণ হয়। এক আঘাতে বলি ছিন্ন না হইলে তাদৃশ সমাংস রুধির দেবীকে নিবেদন করিতে নাই। দোষশান্তি নিমিত্ত বিঘ্ন বলির মাংস দ্বারা সহস্রহোম, একমাষা পরিমাণ স্বর্ণদান এবং দুর্গামন্ত্র সহস্র জপ করিতে হয়। পরন্তু কলিযুগে চতুর্গুণ। অতঃপর পুনর্ব্বার অন্য বলি দিয়া তাহার সমাংস রুধির দেবতাকে নিবেদন করিতে হইবে। ইতি বলিপ্রকরণ।

মহাষ্টমীকৃত্যম্

নিত্যাক্রিয়াদি সমাপনান্তে স্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন (পৃঃ ৬) করিয়া সামান্যার্ঘ্য (পৃঃ ১৪) স্থাপনান্তে ন্যাসাদিকর্ম্ম (পৃঃ ১৮-২২) সমাপন করিয়া দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৫) পাঠ করতঃ মূলমন্ত্রে দর্পণ প্রতিবিম্বে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া দেবীকে মুখপ্রক্ষালনার্থ উষ্ণোদক সহিত দন্তকাষ্ঠ (প্রাদেশপরিমিত বিল্বকাষ্ঠ) নিবেদন করিবে। মন্ত্র, যথা—"ওঁ আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চং প্রজাপশুবসুনি চ। ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ বিদ্যাঞ্চ তন্নো ধেহি বনস্পতে। ইদমুষ্ণোদকসহিতদন্তকাষ্ঠং হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।" অতঃপর মহাস্নানের সঙ্কল্প করিয়া

দর্পণ প্রতিবিম্বে মহাস্নান সম্পাদন করিবে। সঙ্কল্প, যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য) অষ্টসহস্রবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গাধিকরণকস্থিতিকামঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীং স্নাপয়িষ্যে (পরার্থে—স্নাপয়িষ্যামি)॥” অতঃপর সামান্যপদ্ধতিতে গণেশাদিপঞ্চদেবতার পূজা (পৃঃ ৩০) করিয়া দেবীর ধ্যান করতঃ আবাহন ব্যতীত সপ্তমীপূজার ক্রমে দেবীর পূজা করিবে। অতঃপর আবাহন ব্যতীত সপ্তমীপূজার ক্রমে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতির পূজা করিয়া নবপত্রিকা ও আবরণ পূজা (পৃঃ ৫৫-৫৭) করিয়া ক্রমানুসারে অষ্টশক্তি, চতুঃষষ্টিযোগিনী, ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তি ও অস্ত্রাদির আবাহন করিয়া যথার্থ মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে।

অষ্টশক্তিপূজা—মণ্ডলমধ্যে পূর্ব্বদলে—“ওঁ উগ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভা। সা মে সদাস্তু বরদা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। আগ্নেয়দলে—“ওঁ প্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং প্রচণ্ডগণসংস্থিতে। সর্ব্বানন্দকরে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। দক্ষিণদলে—“ওঁ চণ্ডোগ্রে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতাভয়প্রদা। দেবী ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু বরদা ভব সর্ব্বদা॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। নৈর্ঋতে—“ও চণ্ডনায়িকে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডনায়িকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ যা সিদ্ধিরিতিনাম্না চ দেবেশবরদায়িনী। কলিকল্মষনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাম্॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পশ্চিমে—“চণ্ডে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ দেবী চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডারিবিজয়প্রদে। ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দুর্গে নিত্যং মে বরদা ভব॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। বায়ব্যদলে—“ওঁ চণ্ডবতি ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডবত্যৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ যা সৃষ্টিস্থিতিসংহার গুণত্রয় সমন্বিতা। যা পরা শক্তয়স্তস্যৈ চণ্ডবত্যৈ নমো নমঃ॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। উত্তরে—“ওঁ চণ্ডরূপে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ চণ্ডরূপাত্মিকা চণ্ডা চণ্ডনায়কনায়িকা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ঈশানে—“ওঁ অতিচণ্ডিকে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ অতিচণ্ডিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ বালার্কারুণনয়না সর্ব্বদা ভক্তবৎসলা। চণ্ডাসুরস্যমথিনী বরদাহস্তচণ্ডিকা॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

চতুঃষষ্টিযোগিনীপূজা—“ওঁ চতুঃষষ্টিযোগিন্য ইহাগচ্ছত” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে। এইক্রমে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ” বীজ প্রত্যেক নামের আদিতে যোগ করিয়া পূজা করিবে। যথা—“রৌদ্র্যৈ, গৌর্য্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, নারসিংহ্যৈ, কালিকায়ৈ, চামুণ্ডায়ৈ, শিবদূত্যৈ, বারাহ্যৈ, কৌশিক্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, শাঙ্কর্য্যৈ, জয়ন্ত্যৈ, সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, কপালিন্যৈ, মেধায়ৈ, শিবায়ৈ, শাকম্ভর্য্যৈ, ভীমায়ৈ, শান্তায়ৈ, ভ্রামর্য্যৈ, রুদ্রাণ্যৈ, অম্বিকায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যৈ, স্বাহায়ৈ, স্বধায়ৈ,

অপর্ণায়ৈ, মহোদর্য্যৈ, ঘোররূপায়ৈ, মহাকাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, ভয়ঙ্কর্য্যৈ, ক্ষেমঙ্কর্য্যৈ, উগ্রচণ্ডায়ৈ, প্রচণ্ডায়ৈ, চণ্ডোগ্রায়ৈ, চণ্ডনায়িকায়ৈ, চণ্ডায়ৈ, চণ্ডবত্যৈ, চণ্ড্যৈ, মহামোহায়ৈ, প্রিয়ঙ্কর্য্যৈ, বলবিকিরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, মনোন্মথন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, উমায়ৈ, তারায়ৈ, মহানিদ্রায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, শৈলপুত্র্যৈ, চণ্ডিকায়ৈ, চণ্ডঘণ্টায়ৈ, কুষ্মাণ্ডে, স্কন্দমাত্র্যৈ, কাত্যায়ন্যৈ, কালরাত্র্যৈ, মহাগৌর্য্যৈ, চণ্ডিকায়ৈ। অতঃপর হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ।'' মন্ত্রে একত্রে কোটিযোগিনীর পূজা করিবে।

ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিপূজা—অনন্তর দেবীর ঈশানকোণে—''ওঁ ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছ'' মন্ত্রে আবাহন করিয়া—''ওঁ গৌরীং চন্দ্রমুখীং পীনা অক্ষমালাবিভূষণা। কমণ্ডলুধরা বামে ব্রহ্মাণী হংসমাস্থিতা॥'' ধ্যান করতঃ ''হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা কবিয়া—''ওঁ চতুর্ম্মুখীং জগদ্ধাত্রী হংসারূঢ়াং বরপ্রদাম্। সৃষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং ত্বাং নমাম্যহম্॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ মাহেশ্বরি ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ''ওঁ ত্রিশূলডমরুহস্তা জটাজুটেনমণ্ডিতা। মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া শঙ্করস্য সদাপ্রিয়া॥'' ধ্যান করতঃ ''হ্রীং শ্রীং ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ বৃষারূঢ়াং শুভাং শুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্। মাহেশ্বরী নমামদ্য সৃষ্টিসংহারকারিণীম্॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অগ্নিকোণে—''ওঁ কৌমারি ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া—''ওঁ পীতবস্ত্রপরীধানাং রক্তমাল্য বিভূষণা। শিখিপৃষ্ঠাং সমারূঢ়া কৌমারীস্কন্দরূপিণী॥'' ধ্যান করত ''হ্রীং শ্রীং ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরবাহনাম। শক্তিহস্তাং সিতাঙ্গীং ত্বাং নমামি বরদাং সদা॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ বৈষ্ণবি ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন

করিয়া—''ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শিরশ্চন্দ্রেনভূষিতা। দুষ্টদৈত্যাপহাদেবী বৈষ্ণবীবনমালিনী॥'' মন্ত্রে ধ্যান করতঃ ''হ্রীং শ্রীং ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীম্। স্থিতিরূপাং খগেন্দ্রস্থাং বৈষ্ণবীং ত্বাং নমাম্যহম্॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। নৈর্ঋতে— ''ওঁ বারাহি ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া—''ওঁ বরাহরূপিণী দুর্গা প্রচণ্ডামুণ্ডধারিণী। অক্ষদংষ্ট্রা গর্জ্জমানা শূকরিণ্যর্দ্ধকারিকা॥'' মন্ত্রে ধ্যান করতঃ ''হ্রীং শ্রীং ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরাম্। শুভদাং পীতবসনাং বারাহীং ত্বাং নমাম্যহম্॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ নারসিংহি ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া—''ওঁ লোলজিহ্বাবলোন্মত্তা নানাভরণভূষিতা। ভিন্দন্তি কপিশোর্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা॥'' মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ''হ্রীং শ্রীং ওঁ নারসিংহ্যৈ নমঃ॥'' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্। শুভাং শুভপ্রদাং শুভ্রাং নারসিংহীং নমাম্যহম্॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। বায়ুকোণে—''ওঁ ইন্দ্রাণি ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া—''ওঁ সহস্রাক্ষী গজারূঢ়া হেমাভা বজ্রধারিণী। ইন্দ্রশক্তিসমাখ্যাতা ইন্দ্রাণীরূপমাস্থিতা॥'' মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ''হ্রীং শ্রীং ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ ইন্দ্রাণীং গজকুম্ভস্থাং সহস্রনয়োজ্জ্বলাম্। নমামি বরদাং দেবীং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া—''ওঁ গর্ত্তাক্ষী ক্ষামদেহা চ ক্ষামকুক্ষী চ ভয়ঙ্করী। লোহিতাসুররক্তৈশ্চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী॥'' মন্ত্রে ধ্যান করতঃ ''হ্রীং শ্রীং ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমালিনীং মুণ্ডালোপশোভিতাম্। অট্টাট্টহাসমুদিতাং নমাম্যাত্মবিভূতয়ে॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

পদ্মমধ্যে—"ওঁ চণ্ডিকে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ কাত্যায়নী দশভূজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্। প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদা ত্বাং নমাম্যহম্॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "হ্রীং শ্রীং ওঁ নবদুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অতঃপর "ওঁ জয়ন্ত্যাদ্যা ইহাগচ্ছত" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া 'হ্রীং শ্রীং ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। এইক্রমে পূজা করিবে, যথা—"হ্রীং শ্রীং ওঁ মঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, কপালিন্যৈ, দুর্গায়ৈ, শিবায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যৈ, স্বাহায়ৈ, স্বধায়ৈ॥ অতঃপর অস্ত্রপূজা করিবে।

অস্ত্রপূজা—"ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং প্রথমো নির্ম্মিতস্ত্বং পিনাকিনা। শূলাৎ সারং সমাকৃষ্য কৃত্বা মুষ্টিগ্রহং শুভম্॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ খড়্গায় নমঃ" মন্ত্রে খড়্গের পূজা করিয়া—"ওঁ অসিবির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তুতে॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ সুদর্শনচক্রায় নমঃ" মন্ত্রে চক্রের পূজা করিয়া—"ওঁ চক্রং ত্বং বিষ্ণুরূপোঽসি বিষ্ণুপাণৌ সদাস্থিতঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং সুদর্শন নমোঽস্তুতে॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ তীক্ষ্ণবাণায় নমঃ" মন্ত্রে তীক্ষ্ণবাণের পূজা করিয়া—"ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠোঽসি দৈত্যসেনানিসূদনঃ। ভয়েভ্যঃ সর্ব্বতো রক্ষ তীক্ষ্ণবাণ নমোঽস্তুতে॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ শক্তয়ে নমঃ" মন্ত্রে শক্তির পূজা করিয়া—"ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং গুহস্য চ বিশেষতঃ। শক্তিরূপেণ সর্ব্বত্র রক্ষাং

কুরু নমোঽস্তুতে॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ খেটকায় নমঃ" মন্ত্রে খেটকের পূজা করিয়া—"ওঁ যষ্টিরূপেণ খেটত্বং বৈরিসংহারকারকঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং মম রক্ষাং কুরুষ্ব চ॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ পূর্ণচাপায় নমঃ" মন্ত্রে পূর্ণচাপের পূজা করিয়া—"ওঁ সর্ব্বায়ুধমহামাত্র সর্ব্বদেবারিসূদন। চাপ মাং সর্ব্বতো রক্ষ সাকং সায়কসত্তমৈঃ নমঃ॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ নাগপাশায় নমঃ" মন্ত্রে নাগপাশের পূজা করিয়া—"ওঁ পাশত্বং নাগরূপোঽসি বিষপূর্ণো বিষোদরঃ। শত্রূণাং দুঃসহো নিত্যং নাগপাশ নমোঽস্তুতে॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ" মন্ত্রে অঙ্কুশের পূজা করিয়া—"ওঁ অঙ্কুশোঽসি নমস্তুভ্যং গজানাং নিয়মঃ সদা। লোকানাং সর্ব্বরক্ষার্থং বিধৃতঃ পার্ব্বতী করে॥' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে ঘণ্টার পূজা করিয়া—"ওঁ হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ। সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ পরশবে নমঃ" মন্ত্রে পরশুর পূজা করিয়া—"ওঁ পরশো ত্বং মহাতীক্ষ্ণ সর্ব্বদেবারিসূদনঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং শত্রূন্ক্ষয় নমোঽস্তুতে॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ দুর্গায়ৈ সর্ব্বায়ুধধারিণ্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠানি যানি যানি ত্রিপিষ্টপে। তানি তানি দধত্যৈ তে চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে "এষ পুষ্পাঞ্জলি হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অতঃপর "ওঁ কিরীট্যাদিদেব্যঙ্গপ্রত্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে "ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হূং ফট্ নমঃ" মন্ত্রে সিংহের পূজা করিয়া—"ওঁ আসনশ্চাসি দুর্গায়া নানালঙ্কারভূষিতম্। মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশ সিংহাসন নমোঽস্তুতে॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অনন্তর "ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ" মন্ত্রে মহিষাসুরের

পূজা করিয়া—“ওঁ মহিষ ত্বং মহাবীর সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ। বিনাশায় মমশত্রূন্ ধর্ম্মরাজপদালয় ॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে “ওঁ বটুকা ইহাগচ্ছত” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ” বীজের দ্বারা প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা—“হ্রীং শ্রীং ওঁ সিদ্ধপুত্রবটুকায় নমঃ এবং জ্ঞানপুত্রবটুকায়, সহজপুত্রবটুকায়, সময়পুত্রবটুকায়।” অনন্তর “ওঁ ক্ষেত্রপালা ইহাগচ্ছত” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “হ্রীং শ্রীং ওঁ” বীজের দ্বারা প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা—“হ্রীং শ্রীং ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ এবং ত্রিপুরঘ্নায় ক্ষেত্রপালায়, অগ্নিজিহ্বায় ক্ষেত্রপালায়, অগ্নিবেতালায় ক্ষেত্রপালায়, কালায় ক্ষেত্রপালায়, করালায় ক্ষেত্রপালায়, একপাদায় ক্ষেত্রপালায়, ভীষণায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥” অতঃপর “ওঁ ভৈরবাঃ ইহাগচ্ছত” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা, পূর্ব্বে—“ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ, রুরবে ভৈরবায়। দক্ষিণে—চণ্ডায় ভৈরবায়, ক্রোধায় ভৈরবায়। পশ্চিমে—উন্মত্তায় ভৈরবায়, ভয়ঙ্করায় ভৈরবায়। উত্তরে—কপালিনে ভৈরবায়, ভীষণায় ভৈরবায়। মধ্যে—সংহারিণে ভৈরবায়।” পরে “ওঁ সূর্য্যাদিনবগ্রহা ইহাগচ্ছত” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “ওঁ সূর্য্যায় গ্রহায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে। এইক্রমে পূজা করিবে, যথা—“সোমায় গ্রহায়, মঙ্গলায় গ্রহায়, বুধগ্রহায়, বৃহস্পতয়ে গ্রহায়, শুক্রায় গ্রহায়, শনৈশ্চরায় গ্রহায়, রাহবে গ্রহায়, কেতবে গ্রহায় ॥” পরে সপ্তমীপূজার ক্রমে লোকপালগণের (পৃঃ ৫৭) পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপসমর্পণ করতঃ ভোগ নিবেদন ও আরত্রিকান্তে দেবীমাহাত্ম্য পাঠাদি করিবে। ইতি মহাষ্টমীকৃত্যম্।

সন্ধিপূজা

অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে আচমনাদি করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপনান্তে ভূতশুদ্ধি (পৃঃ ১৭) করতঃ “হ্রীং” বীজের দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা, **করন্যাস**—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ **অঙ্গন্যাস**—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥ অনন্তর ধ্যান পাঠ করতঃ মানসপূজা (পৃঃ ২৩) করতঃ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। **ধ্যান**—(কালিকাপুরাণোক্ত) “ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্ব্বাহুসমন্বিতাম্। খট্টাঙ্গ চন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতি দক্ষিণে করে॥ বামে চর্ম্মঞ্চ পাশঞ্চ উর্দ্ধোধোভাবতঃ পুনঃ। দধতীং মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মবরাম্বরা॥ কৃশাঙ্গী দীর্ঘদংষ্ট্রা চ অতিদীর্ঘাতিভীষণা। লোলজিহ্বা নিম্নরক্তনয়না নাদভৈরবা॥ কবন্ধাবাহনাপীন বিস্তারশ্রবণাননা॥” (মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত)—“ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। বিচিত্রা-খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥ দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা। নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥” পরে পুনরায় ধ্যান পাঠ করতঃ আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা (পৃঃ ২৯) প্রদর্শন করতঃ আবাহন করিবে। যথা—“ওঁ হ্রীং

চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনীমুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (স্থাপনীমুদ্রা), ইহসন্নিধেহি (সন্নিধাপনী মুদ্রা), ইহসন্নিরুধ্যস্ব (সন্নিরোধনী মুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণ মুদ্রা)।'' পরে ''হ্রীং ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিয়া, পঞ্চোপচারে অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। যথা—''ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ, ভীষণায়ৈ, চণ্ড্যৈ, কর্ত্র্যৈ, হর্ত্র্যৈ, বিধায়িন্যৈ, করালায়ৈ, শূলিন্যৈ।'' অনন্তর অন্যান্য দেবতার পূজা করিবে। যথা—''ওঁ অস্ত্রেভ্যো নমঃ।'' এইক্রমে—''ভূষণেভ্যো, নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ, চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো, অষ্টনায়িকাভ্যো, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো, ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যো, প্রতিমাস্থদেবতাভ্যো, সর্ব্বেভ্যোদেবেভ্যো।।'' অতঃপর নবমীদণ্ডে বলিদান (পৃঃ ৬০) দিয়া অষ্টোত্তরশত প্রদীপ উৎসর্গ করিবে। যথা—''বং'' মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ''এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যো অষ্টোত্তরশতসংখ্যকদীপেভ্যো নমঃ'' মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া—''এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। অনন্তর ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া মূলমন্ত্র ''হ্রীং'' যথাশক্তি জপ করতঃ জপ সমর্পণ করিয়া দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ আরত্রিকাদি করিয়া প্রণাম করিবে। ইতি সন্ধিপূজা।

অর্দ্ধরাত্রি পূজা—যে দিন অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীতিথি প্রাপ্তি হয়, আচারানুসারে সেই অর্দ্ধরাত্রে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিতে হয়। যথা—প্রথমে আসনে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ করতঃ সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ও সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি সমাপনান্তে ''হ্রীং'' বীজদ্বারা প্রাণায়াম ও করাঙ্গন্যাসাদি করিবে। পরে দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৪) পাঠ করিয়া মানসপূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতঃ পঞ্চোপচারে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া, পুনরায় দেবীর ধ্যান পাঠ করিয়া ''হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। পরে যথাশক্তি উপচার দ্বারা উগ্রচণ্ডাদি অষ্টনায়িকা, চতুঃষষ্টিযোগিনী, কোটিযোগিনী, নবপত্রিকা, অস্ত্রাদির ও ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তি প্রভৃতির পূজা করিবে। পরে আচারানুসারে বলিদান, ভোগ নিবেদন ও আরত্রিকাদি করিবে। ইতি অর্দ্ধরাত্রি পূজা।

মহানবমীকৃত্যম্

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে যথাবিধি দেবীকে উষ্ণোদক সহিত প্রাদেশপরিমিত অপামার্গ (আপাং) দন্তকাষ্ঠ—''ওঁ আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চ প্রজাপশুবসূনি চ। ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নো ধেহি বনস্পতে।। ইদমুষ্ণোদকসহিতদন্তকাষ্ঠং হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।।'' মন্ত্রে নিবেদন করতঃ ন্যাসাদি ও অর্ঘ্যস্থাপনাদি করিয়া মহাস্নান সম্পন্ন করিবে। মহাস্নানে বিশেষ সঙ্কল্পবাক্য—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য)

ধনপুত্রবিবর্দ্ধনযজ্ঞশতফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাপ্রীতিকামোবা শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীং স্নাপয়িষ্যে (পরার্থে—স্নাপয়িষ্যামি)।।'' পরে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া (পৃঃ ৫১) প্রতিমাস্থ দেবতাগণের পূজা করিয়া সপ্তম্যষ্টমী বিহিত প্রণালীতে আবাহন ব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজা করিবে।

নবপত্রিকাপূজা—''ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—''ওঁ দুর্গেদেবী সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। রম্ভারূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।।'' ''ওঁ কচ্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—''ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধেষু কচ্বীভূতাসি সুব্রতে। মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে।।'' ''ওঁ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—''ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি উমারূপাসি সুব্রতে। মম বিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে।।'' ''ওঁ জয়ন্ত্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—''ওঁ নিশুম্ভশুম্ভমথনে সেন্দ্রৈর্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি ত্বমমস্মাকং বরদা ভব।'' ''ওঁ বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—''ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষ বিল্বরূপো নমোঽস্তুতে।।'' ''ওঁ দাড়িম্যধিষ্ঠাত্র্যৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—''ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে। উমাকার্য্য কৃতং যস্মাদ অস্মাকং বরদা ভব।।'' ''ওঁ অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকরহিতায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। ''ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষ অশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মান্মামশোকং সদা কুরু।।'' ''ওঁ মানাধিষ্ঠাত্র্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবী মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে।।'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা।।'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর ''নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া—''ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি।।'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর আবরণদেবতাগণের পূজা করিবে।

আবরণদেবতাগণের পূজা—''ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। এইক্রমে অন্যান্য আবরণদেবতারও পূজা করিবে। যথা—''ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ, ওঁ ভূতরক্ষিণি কবচায় হুং নমঃ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।।'' অনন্তর জয়া বিজয়া ইত্যাদি ও অস্ত্রাদির পূজা করিবে। যথা—''ওঁ জং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ বিং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ কীং কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রীং প্রীত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ [illegible] মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ খড়্গায় নমঃ, ওঁ পাশায় নমঃ, ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ, ওঁ চাপায় নমঃ, ওঁ শরায় নমঃ।।''

অষ্টশক্তিপূজা—পূর্ব্বদলে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভা। সা মে সদাস্তু বরদা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। আগ্নেয়দলে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ প্রচণ্ড পুত্রদে নিত্যং প্রচণ্ডগণসংস্থিতে। সর্ব্বানন্দকরে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। দক্ষিণদলে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতাভয়প্রদা। দেবি ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু বরদা ভব সর্ব্বদা।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। নৈর্ঋতে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডনায়িকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ যা সিদ্ধিরিতিনাম্না তু দেবেশবরদায়িনী। কলিকল্মষনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাম্।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পশ্চিমে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডারিবিজয়প্রদে। ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দুর্গে নিত্যং মে বরদা ভব।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। বায়ব্যদলে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডবত্যৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ যা সৃষ্টিস্থিতিসংহার গুণত্রয় সমন্বিতা। যা পরাঃ শক্তয়স্তস্যৈ চণ্ডবত্যৈ নমো নমঃ।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। উত্তরে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ চণ্ডরূপাত্মিকা চণ্ডী চণ্ডনায়কনায়িকা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ঈশানে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ অতিচণ্ডিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ বালার্করুণনয়না সর্ব্বদা ভক্তবৎসলা। চণ্ডাসুরস্যমথিনী বরদাত্মতিচণ্ডিকা।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে চতুঃষষ্টিযোগিনীর পূজা করিবে।

চতুঃষষ্টিযোগিনীপূজা—“হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে। এইক্রমে—“হ্রীং শ্রীং ওঁ” বীজ প্রত্যেক নামের আদিতে যোগ করিয়া পূজা করিবে। যথা—চণ্ডিকায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, গৌর্য্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, কৌমার্য্যৈ, ভৈরব্যৈ, দুর্গায়ৈ, নারসিংহ্যৈ, কালিকায়ৈ, চামুণ্ডায়ৈ, শিবদূত্যৈ, বারাহ্যৈ, কৌশিক্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, শাঙ্কর্য্যৈ, জয়ন্ত্যৈ, সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, করালিন্যৈ, মেধায়ৈ, শিবায়ৈ, শাকম্ভর্য্যৈ, ভীমায়ৈ, শান্তায়ৈ, ভ্রামর্য্যৈ, রুদ্রাণ্যৈ, অম্বিকায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যৈ, স্বাহায়ৈ, স্বধায়ৈ, অপর্ণায়ৈ, মহোদর্য্যৈ, ঘোররূপায়ৈ, মহাকাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, ভয়ঙ্কর্য্যৈ, ক্ষেমঙ্কর্য্যৈ, উগ্রচণ্ডায়ৈ, প্রচণ্ডায়ৈ, চণ্ডোগ্রায়ৈ, চণ্ডনায়িকায়ৈ, চণ্ডায়ৈ, চণ্ডবত্যৈ, চণ্ড্যৈ, মহামোহায়ৈ, প্রিয়ঙ্কর্য্যৈ, বলবিকিরণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ, মনোন্মথন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, উমায়ৈ, তারায়ৈ, মহানিদ্রায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, শৈলপুত্র্যৈ, চণ্ডঘণ্টায়ৈ, কুষ্মাণ্ডে, স্কন্দমাত্র্যৈ, কাত্যায়ন্যৈ, কালরাত্র্যৈ, মহাগৌর্য্যৈ, বিজয়ায়ৈ।। হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ।

ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিপূজা—অনন্তর দেবীর ঈশানকোণে—“ওঁ গৌরী চন্দ্রমুখী পীনা অক্ষমালাবিভূষণা। কমণ্ডলুধরা বামে ব্রহ্মাণী হংসমাস্থিতা।।” ধ্যান করতঃ “হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ চতুর্ম্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসারূঢ়াং বরপ্রদাম্। সৃষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং তাং নমাম্যহম্।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। “ওঁ ত্রিশূলডমরুহস্তা জটাজুটেনমণ্ডিতা। মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া শঙ্করস্য সদাপ্রিয়া।।” ধ্যান করতঃ “হ্রীং শ্রীং ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ বৃষারূঢ়াং শুভাং শুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্। মাহেশ্বরীং নমাম্যদ্য সৃষ্টিসংহার কারিণীম্।।” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অগ্নিকোণে—“ওঁ পীতবস্ত্রপরীধানাং রত্নমাল্যবিভূষণা। শিখিপৃষ্ঠাং সমারূঢ়াং কৌমারীস্কন্দরূপিণীং।।” ধ্যান করতঃ “হ্রীং শ্রীং ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া—“ওঁ কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরবাহনাম্।

শক্তিহস্তাং সিতাঙ্গীং ত্বাং নমামি বরদাং সদা।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শিরশ্চন্দ্রেনভূষিতা। দুষ্টদৈত্যাপহাদেবী বৈষ্ণবীবনমালিনী।।" মন্ত্রে ধ্যান করতঃ "হ্রীং শ্রীং ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীম্। স্থিতিরূপাং খগেন্দ্রস্থাং বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহম্।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। নৈর্ঋতে—"ওঁ বরাহরূপিণী দুর্গা প্রচণ্ডামুণ্ডধারিণী। অক্ষদংষ্ট্রা গর্জ্জমানা শূকরিণ্যর্দ্ধকারিকা।।" মন্ত্রে ধ্যান করতঃ "হ্রীং শ্রীং ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরাম্। শুভদাং পীতবসনাং বারাহীং ত্বাং নমাম্যহম্।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ লোলজিহ্বাবলোন্মত্তা নানাভরণভূষিতা। ভিন্দন্তি কপিশোর্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা।।" মন্ত্রে ধ্যান করিয়া "হ্রীং শ্রীং ওঁ নারসিংহ্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্। শুভাং শুভপ্রদাং শুভ্রাং নারসিংহীং নমাম্যহম্।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। বায়ুকোণে—"ওঁ সহস্রাক্ষী গজারূঢ়া হেমাভা বজ্রধারিণী। ইন্দ্রশক্তিসমাখ্যাতা ইন্দ্রাণীরূপমাস্থিতা।।" মন্ত্রে ধ্যান করিয়া "হ্রীং শ্রীং ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ ইন্দ্রাণী গজকুম্ভস্থাং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাম্। নমামি বরদাং দেবীং সর্ব্বদেব নমস্কৃতাম্।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ গর্ত্তাক্ষী ক্ষামদেহা চ ক্ষামকুক্ষী ভয়ঙ্করী। লোহিতাসুররক্তেশ্চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী।।" মন্ত্রে ধ্যান করতঃ "হ্রীং শ্রীং ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমালাপশোভিতাম্। অট্টাট্টহাসমুদিতাং নমাম্যাত্মবিভূতয়ে।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পদ্মমধ্যে—"হ্রীং শ্রীং ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ কাত্যায়নীং দশভূজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্। প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং নমাম্যহম্।।" মন্ত্রে প্রণাম

করিবে। "হ্রীং শ্রীং ওঁ নবদুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে "এষ পুষ্পাঞ্জলি হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অনন্তর "হ্রীং শ্রীং ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। এইক্রমে পূজা করিবে, যথা—"হ্রীং শ্রীং ওঁ মঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, কপালিন্যৈ, দুর্গায়ৈ, শিবায়ৈ, ক্ষমায়ৈ ধাত্র্যৈ, স্বাহায়ৈ, স্বধায়ৈ।।" অতঃপর অস্ত্রপূজা করিবে।

অস্ত্রপূজা—"ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং প্রথমো নির্ম্মিতস্ত্বং পিনাকিনা। শূলাৎ সারৎ সমাকৃষ্য কৃত্বা মুষ্টিগ্রাহং শুভম্।। মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ খড়্গায় নমঃ" মন্ত্রে খড়্গের পূজা করিয়া—"ওঁ অসির্ব্বিসশনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তুতে।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ সুদর্শনচক্রায় নমঃ" মন্ত্রে চক্রের পূজা করিয়া—"ওঁ চক্রত্বং বিষ্ণুরূপোঽসি বিষ্ণুপাণো সদাস্থিতঃ। দেবীহস্তস্থিতঃ নিত্য সুদর্শন নমোঽস্তুতে।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ তীক্ষ্ণবাণায় নমঃ" মন্ত্রে তীক্ষ্ণবাণের পূজা করিয়া—"ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠোঽসি দৈত্যসেনানিসূদনঃ। ভয়েভ্যঃ সর্ব্বতো রক্ষ তীক্ষ্ণবাণ নমোঽস্তুতে।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ শক্তয়ে নমঃ" মন্ত্রে শক্তির পূজা করিয়া—"ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং গুহস্য চ বিশেষতঃ। শক্তিরূপেণ সর্ব্বত্র রক্ষাং কুরু নমোঽস্তুতে।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ খেটকায় নমঃ" মন্ত্রে খেটকের পূজা করিয়া—"ওঁ যষ্টিরূপেণ খেটত্বমরিসংহারকারকঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং মম রক্ষাং কুরুষ্ব চ।।" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। "ওঁ পূর্ণচাপায় নমঃ" মন্ত্রে পূর্ণচাপের পূজা করিয়া—"ওঁ সর্ব্বায়ুধমহামাত্র

সর্ব্বদেবারিসূদনঃ। চাপ মাং সর্ব্বতো রক্ষ সাকং সায়কসত্তমৈঃ ॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ নাগপাশায় নমঃ'' মন্ত্রে নাগপাশের পূজা করিয়া—''ওঁ পাশ ত্বং নাগরূপোঽসি বিষপূর্ণ বিষোদরঃ। শত্রূণাং দুঃসহো নিত্যং নাগপাশ নমোঽস্তুতে ॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ'' মন্ত্রে অঙ্কুশের পূজা করিয়া—''ওঁ অঙ্কুশোঽসি নমস্তুভ্যং গজানাং নিয়মঃ সদা। লোকানাং সর্ব্বরক্ষার্থং বিধৃতঃ পার্ব্বতীকরে ॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে ঘণ্টার পূজা করিয়া—''ওঁ হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ। সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিবঃ ॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ পরশবে নমঃ'' মন্ত্রে পরশুর পূজা করিয়া—''ওঁ মহাতীক্ষ্ণঃ পরশত্বং সর্ব্বদেবারিসূদন। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং শত্রূনক্ষয় নমোঽস্তুতে॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ''ওঁ সর্ব্বায়ুধধারিণ্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া—''ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠানি যানি যানি ত্রিপিষ্টপে। তানি তানি দধত্যৈ তে চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ ॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে ''এষ পুষ্পাঞ্জলি হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অতঃপর ''ওঁ কিরীটাদিভ্যোদেব্যঙ্গপ্রত্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে ''ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ'' মন্ত্রে সিংহের পূজা করিয়া—''ওঁ আসনঞ্চাসি দুর্গায়া নানালঙ্কারভূষিতম্। মেরুশৃঙ্গপ্রতিকাশ সিংহাসন্ নমোঽস্তুতে ॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অনন্তর ''ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ'' মন্ত্রে মহিষাসুরের পূজা করিয়া—''ওঁ মহিষ ত্বং মহাবীর সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক। বিনাশয় মমশত্রূন্ ধর্ম্মরাজপদালয় ॥'' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে ''হ্রীং শ্রীং ওঁ'' বীজের দ্বারা প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা—''হ্রীং শ্রীং ওঁ সিদ্ধপুত্রবটুকায় নমঃ এবং জ্ঞানপুত্রবটুকায়, সহজপুত্রবটুকায়,

সময়পুত্রবটুকায়।'' অনন্তর ''হ্রীং শ্রীং ওঁ'' বীজের দ্বারা প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে, যথা—''হ্রীং শ্রীং ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ'' এবং ''ত্রিপুরঘ্নায় ক্ষেত্রপালায়, অগ্নিজিহ্বায় ক্ষেত্রপালায়, অগ্নিবেতালায় ক্ষেত্রপালায়, কালায় ক্ষেত্রপালায়, করালায় ক্ষেত্রপালায়, একপাদায় ক্ষেত্রপালায়, ভীষণায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।'' অতঃপর অষ্টভৈরবের পূজা করিবে। যথা—''ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ, রুরবে ভৈরবায়, চণ্ডায় ভৈরবায়, ক্রোধায় ভৈরবায়, উন্মত্তায় ভৈরবায়, ভয়ঙ্করায় ভৈরবায়, কপালিনে ভৈরবায়, ভীষণায় ভৈরবায়, সংহারায় ভৈরবায়।'' পরে ''ওঁ সূর্য্যায় গ্রহায় নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিবে। এইক্রমে পূজা করিবে। যথা—''সোমায় গ্রহায়, মঙ্গলায় গ্রহায়, বুধায় গ্রহায়, বৃহস্পতয়ে গ্রহায়, শুক্রায় গ্রহায়, শনৈশ্চরায় গ্রহায়, রাহবে গ্রহায়, কেতবে গ্রহায়।'' পরে সপ্তমীপূজার ক্রমে লোকপালগণের (পৃঃ ৫৭) পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপসমর্পণ করতঃ ভোগ নিবেদন ও আরত্রিকান্তে দেবীমাহাত্ম্য পাঠাদি করিবে। অতঃপর স্ববেদোক্ত হোম করতঃ কুমারীপূজা করিবে।

কুমারীপূজা—পূজামণ্ডপে কুমারীকে আনয়ন করতঃ নববস্ত্র পরিধান করাইয়া পুষ্পমাল্য ও সিন্দূরাদির দ্বারা শোভিত করিয়া আসনে বসাইবে। পরে স্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন* করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে

* স্বস্তিবাচনে বিশেষবাক্য—''বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূত কুমারীপূজাকর্ম্মণি।

শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাদিকর্ম্মণঃ পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীশ্রীকুমারীপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥" সঙ্কল্পান্তে সূক্তপাঠ করতঃ কুমারীর ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্। নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্॥ চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্। ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিনীম্॥" ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। যথা—রজতাসন অর্চ্চনা করিয়া—"ঐং হ্রীং শ্রীং হুং হেসৌঃ অমুককুমার্য্যৈ নমঃ।" যথা—(অমুকস্থলে—কুমারীর বয়সানুসারে* নামোল্লেখ হইবে)। এইক্রমে অন্যান্য উপচার সকল নিবেদন করিবে। অতঃপর কুমারীর ষড়ঙ্গপূজা করিবে। যথা—"ঐং হ্রীং শ্রীং হেসৌঃ কুলকুমারীকে হৃদয়ায় নমঃ, হৈং রৈং হ্রীং শ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা নমঃ, শ্রীং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ, ঐং কুলবাগীশ্বরী কবচায় হুং নমঃ, ঐং কুলেশ্বরী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ, হ্রীং অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।।" অতঃপর আবরণদেবতাগণের পূজা করিবে। যথা—"ওঁ সপরিবারায় বালভৈরবায় নমঃ, ওঁ ঐং সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ, ওঁ ঐং হ্রীং জয়ায়

---

* একবর্ষীয়া কুমারীর নাম—সন্ধ্যা, এইরূপ দ্বিবর্ষীয়া কুমারী—সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়া—ত্রিধামূর্ত্তি, চতুর্ব্বর্ষীয়া—কালিকা, পঞ্চবর্ষীয়া—সুভগা, ষড়বর্ষীয়া—উমা, সপ্তবর্ষীয়া—মালিনী, অষ্টবর্ষীয়া—কুব্জিকা, নবমবর্ষীয়া—কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষীয়া—অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়া—রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়া—ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া—মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া—পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া—ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী—অম্বিকা নামে অভিহিত হয়। কুমারী যে পর্য্যন্ত ঋতুমতী না হয়, তদবধি তাহাদিগকে পূজা করা চলে।

উত্তরবক্ত্রায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ, ওঁ ঐং কালিকে দক্ষবক্ত্রায় নমঃ। অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করতঃ জপ সমর্পণান্তে প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ নমামিকুলকামিনীং পরমভাগ্যসন্দায়িনীং, কুমারীং রতিচাতুরীং সকলসিদ্ধিদানন্দিনীম্। প্রবালগুটিকাস্রজাং রজতরাগবস্ত্রান্বিতাং হিরণ্যতুল্যভূষণাং ভুবনবাক্‌কুমারীং ভজে।।" অতঃপর দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করতঃ কুমারীকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইবে।

দক্ষিণাবাক্য—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীমহাপূজাদিকর্ম্মপরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামনয়া কৃতৈতৎ কুমারীপূজাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে অমুককুমার্য্যৈ (কুমারীর নাম উল্লেখ্য) তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।।" **অচ্ছিদ্রাবধারণ**—"ওঁ কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূত কুমারীপূজাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।।" প্রতিবচন—"ওঁ অস্তু॥" **বৈগুণ্যসমাধান**—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূত কুমারীপূজাকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।।" অনন্তর দেবীর স্তবপাঠ করিবে। স্তব, যথা—"ওঁ আয়ুর্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাশ্চ দেহি মে॥ ওঁ ভগবতি ভয়োচ্ছেদে ভবতারিণি কামদে। শঙ্করি কৌশিকি ত্বং হি কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে।। ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতি

সুরনায়িকে। কুলদ্যোতকরে দেবি জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে।। ওঁ রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে ত্বং প্রচণ্ডবলনাশিনি। রক্ষ মাং সর্ব্বতো দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তুতে।। ওঁ দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভনিবারিণি। ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব।। ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্করপ্রিয়ে। মহিষোসৃঙ্মদোন্মত্তে প্রণতোঽস্মি প্রসীদ মে।। ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্। হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারী হরপ্রিয়ে।। ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি। ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।। ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী। আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে।। ওঁ আয়ুর্দ্দদাতু মে কালি পুত্রান্ দেহি সদাশিবে। ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম।। ওঁ শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরি। হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ পাতু কালিকা।। ওঁ আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারণম্। বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্।। ওঁ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠা চ লক্ষ্মীস্তস্য সদাস্থিরা। প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্য ত্বং মস্তকোপরি।। ওঁ ধনোঽহং কৃতোকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম। অগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মমালয়ম্।। ওঁ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয়বাসিনি। গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরু মে সদা।। ওঁ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে। ভুক্ত্বা ভোগান্ বরং দত্ত্বা কুরু ক্রীড়া যথাসুখম্।। ওঁ রাজদ্বারে মহাঘোরে দেবদ্বারে চ পর্ব্বতে। সর্ব্বতঃ রক্ষ মাং দেবি দুর্গে দুর্গে নমোঽস্তুতে।।''

অতঃপর **মূলমন্ত্রে** পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করতঃ *প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—''ওঁ* মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি। যৎপূজিতং ময়া পরিপূর্ণং তদস্তু মে।। ওঁ গ্রহীতুং শারদীপূজাং মর্ত্তমণ্ডলসংস্থিতাম্।। চণ্ডিকে ত্বাং

নমামাদ্য স্বয়মর্ঘ্যং প্রগৃহ্যতাম্।। ওঁ কায়েন মনসাবাচা ত্বত্তো নান্য গতির্ম্মম্। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দৃষ্টি ত্বং পরমেশ্বরি।।'' অতঃপর অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ দেবীর পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যথা—''ওঁ ইতঃপূর্ব্ব প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎকৃতং যৎস্মৃতং যদুক্তং যদনুষ্ঠিতং তৎসর্ব্বং শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীচরণাম্বুজে সমর্পয়ামি।। অনন্তর দক্ষিণান্ত করিবে।

দক্ষিণা—যথাসাধ্য দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনা করিবে। যথা—''বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্য রজতখণ্ডায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্য রজতখণ্ডায় নমঃ, এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিবে। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।।'' **পূজক দক্ষিণা**—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি পূজককর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে পূজকব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।। **তন্ত্রধারক দক্ষিণা**—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি তন্ত্রধারককর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং

অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে তন্ত্রসাধক ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।।'' **অচ্ছিদ্রাধারণ**—''ওঁ কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।।'' প্রতিবচন—''ওঁ অস্তু।।'' **বৈগুণ্যসমাধান**—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেহস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।।'' ''ওঁ বিষ্ণু'' মন্ত্র দশবার জপ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য, যথা—''ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদিবা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্‌বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতিশ্রুতিঃ।। ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্মং জানতা বাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ।। ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ।।'' পরে হস্তে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিয়া—''ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিং তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।। ওঁ এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু।।'' মন্ত্রে ভূমিতে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিবে। ইতি নবমীকৃত্যম্।

সামবেদীয় হোম—(কুশণ্ডিকা) চতুর্হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ কেশতুষাঙ্গারবর্জ্জিত গোময়াদিলিপ্তস্থলে বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া কুশাসনে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবে। হোমকার্য্যে মাথায় উষ্ণীষ (পাগ্‌ড়ি) বন্ধন ও তিলকাদি দ্বারা ললাট শোভিত করিবে। অনন্তর দক্ষিণজানু ভূপাতিত করিয়া উত্তরদিকে অভ্যুক্ষণার্থ কুশকুসুম সহিত জলপাত্র স্থাপন করিবে। কোশার পশ্চিমে উত্তরাগ্র করিয়া কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত ঐ কুশের প্রাদেশপরিমিত একটি কুশ বামহস্তে লইয়া ঐ হস্ত চিৎভাবে ভূমিতে রাখিবে। পরে দক্ষিণহস্তের

অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠার দ্বারা গৃহীত কুশমূলে রেখাকরণ করিবে। রেখাকরণের অগ্রে পাতিত বালুকার উপরি দ্বাদশাঙ্গুলিপ্রমাণ কুশ নৈর্ঋতকোণ হইতে পূর্ব্বমুখ করিয়া পাতিত করিবে। পরে একবিংশতি অঙ্গুলি প্রমাণ অপর একটি কুশ উত্তরাস্য করিয়া স্থাপন করিবে। পরে সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণ আর একটি কুশ দ্বিতীয় রেখার চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে প্রথম রেখার গাত্র সংলগ্ন করতঃ উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে ও উহার উত্তরসীমা হইতে পূর্ব্বমুখ করিয়া একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখিবে। পরে পূর্ব্বক্রমে সাত অঙ্গুলি আর একটি কুশ প্রথম সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে ও ঐ কুশের উত্তর হইতে পূর্ব্বাগ্র করিয়া প্রাদেশপরিমিত আর একটি কুশ রাখিবে। তৎপরে আর একটি সাত অঙ্গুলি কুশ দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরাগ্র করিয়া ঐ কুশের উত্তর হইতে পূর্ব্বমুখ করিয়া আর একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখিয়া দিবে। এই প্রকারে সজ্জিত করিলে রেখাকরণের কালে সেই কুশের মাত্র মন্ত্রপাঠ সহকারে রেখা টানিলেই কার্য্য সহজ হইবে। কেহ কেহ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণপূর্ব্বক কুশদ্বারা এককালেই রেখা টানিয়া থাকেন। পরে মন্ত্র পাঠ করিয়া স্পষ্টীকৃত করেন। রেখাকরণ মন্ত্র, যথা—দ্বাদশঙ্গুলি পূর্ব্বমুখী রেখা—''ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা।।১।।'' তন্মূল হইতে একবিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত উত্তরমুখী রেখা—''ওঁ রেখেয়ং অগ্নির্দেবতাকা লোহিতবর্ণা।। ২।।'' প্রথম রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুলি-অন্তরিত প্রাদেশ-পরিমিত পূর্ব্বাভিমুখী রেখা—''ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতির্দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা ।। ৩ ।।'' পুনর্ব্বার অন্য সপ্তাঙ্গুলি-অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্ব্বাভিমুখী রেখা—''ওঁ রেখেয়মিন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।। ৪ ।।'' উহা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্ব্বাভিমুখী রেখা—

''ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা।। ৫ ।।'' তৎপরে ঐ পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকাকণা) গ্রহণপূর্ব্বক—''প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।।'' মন্ত্রে অরত্নিপরিমিত (কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পর্যন্ত) দূরস্থানে ঈশানকোণে ফেলিয়া পূর্ব্বস্থাপিত কোশার জলে রেখা অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে নিকটে স্থাপিত অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—''ওঁ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।।'' মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত অগ্নি হইতে কিয়দংশ নৈর্ঋতকোণে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অগ্নি মন্ত্রপাঠ সহকারে স্থণ্ডিলের উপর দক্ষিণাবর্ত্তে তৃতীয় রেখার উপর আত্মাভিমুখ করিয়া রাখিবে। যথা—''প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোম্।।'' তৎপরে পূর্ব্বস্থাপিত বামকর তুলিয়া করযোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—''ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।। ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রণীত সর্ব্বকর্ম্মসু।।'' পরে ''ওঁ অগ্নে ত্বং বলদনামাসি'' মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ—''ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।'' ধ্যান পাঠ করিয়া ''ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ'' মন্ত্রে আবাহন করিয়া —''এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, ইদং হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে স্বাহা।'' মন্ত্রে পূজা করিবে। প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত

সমিধ আহুতি দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবে। যথা—পূর্ব্বস্থাপিত জলপাত্র হইতে জলধারা দিয়া বহ্নির উত্তর হইতে দক্ষিণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে স্থণ্ডিল হইতে অরত্নি পরিমিত দূরে জলধারা দিয়া কয়েকগাছি সাগ্রকুশ আস্তৃত করিয়া ব্রহ্মার আসন করিবে। যজমান কর্তৃক বৃত ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মা হয়েন,তবে আসনের পূর্ব্বপার্শ্বে পশ্চিমাস্যে দাঁড়াইয়া বামকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আস্তৃত আসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যদি উপরোক্ত বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারূপে না হয়েন, তবে তৎপরিবর্ত্তে নারায়ণশিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া লইবেন এবং হোতা মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—''প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্ত পরাবসুঃ।।'' মন্ত্রপাঠ করিয়া কুশটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে জলস্পর্শ করতঃ বামপদের উপর দক্ষিণপদ রাখিয়া উত্তরমুখে পূর্ব্বরক্ষিত আসন জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—''প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ।।'' প্রতিবচন—''ওঁ সীদামি।।'' তৎপরে উত্তরাস্য ব্রহ্মাস্থাপনপূর্ব্বক হোতা কতিপয় কুশ দ্বারা বিনামন্ত্রে ব্রহ্মাকে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে এবং ''এতৎ কুশপত্রম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।'' মন্ত্রে কুশ ও কুসুমদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর হোতা পূর্ব্বাগ্রে উপবেশন করিয়া অযজ্ঞীয় ভাষাদি কথনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্রহ্মা যদি বৃত ব্রাহ্মণ হয়েন, তিনিও মন্ত্র পাঠ করিবেন—''প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞীয়বাগ্‌বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুলে।।'' অনন্তর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া অধোমুখ দক্ষিণহস্তের উপরি বামহস্ত বিপরীতভাবে আত্মাভিমুখ করিয়া

মাটিতে রাখিয়া ভূমিজপ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"পরমেষ্ঠিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজাম্যহমিদং ভদ্রং সুমঙ্গলম্। পরাসপত্নান্ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্॥" অনন্তর দক্ষিণহস্তে কতিপয় কুশ লইয়া অগ্নির উত্তরদিক হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে মন্ত্রপাঠ সহকারে তৃণাদিমার্জ্জন ও শোধন করিবে। যথা—"কৌৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষষ্ঠেহহনি অগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তব॥ ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণাপর্ব্বণা বয়ম্। জীরাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োহগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তব॥ ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্ ত্বমাদিত্যামাবহতাং হ্যশ্মস্যগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তব॥" অনন্তর সম্মার্জ্জনী কুশসমূহ ঈশানকোণে ফেলিয়া ছিন্নমূল সামানাগ্র কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূর্ব্বোত্তর দিকে তিনটি পূর্ব্বাগ্র কুশ স্থাপন ও তাহার নিম্নে আবার ঐরূপ কুশ পূর্ব্বমুখ করতঃ রাখিয়া উপরিস্থ কুশের মূলদেশ আবরণ করিবে এবং পুনরায় আর একটি কুশ দ্বারা ঐরূপ উপরিস্থ কুশের মূলদেশ আবরিত করিয়া দিবে। অনন্তর অগ্নিকোণের ঊর্দ্ধস্থান হইতে নৈঋতকোণের নিম্নভাগ যাবৎ পূর্ব্বে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল, সেইরূপ পূর্ব্বমুখী করিয়া পঞ্চদশসংখ্যক কুশ প্রদান করিবে। পরে নৈঋতেকোণের ঈষৎ উত্তরে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নক্রমে তিনগাছি কুশ রাখিবে। অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে ঈশানকোণস্থ কুশের মূল আবরণপূর্ব্বক অধঃক্রমে বায়ুকোণ যাবৎ দ্বাদশটি কুশ সাজাইয়া দিবে। পরে পূর্ব্বাদিদিকক্রমে দশদিকে আতপ তণ্ডুল প্রক্ষেপ করিবে। যথা—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায়

স্বাহা, ওঁ নৈঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা॥" অতঃপর খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুর ইহাদের কোন একটি কাষ্ঠের প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ গ্রহণ করিয়া প্রজাপতিদেবতাকে মনে মনে চিন্তা করিয়া হোতা কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবে। অতঃপর আস্তৃত কুশ হইতে দুইগাছি সাগ্রকুশ লইয়া তাহা অপর একটি কুশদ্বারা পবিত্র বন্ধন করিয়া প্রাদেশপরিমিত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে নখ ব্যতীত ছেদন করিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রর্দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ॥" অনন্তর ঐ পবিত্র বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্র সহকারে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ ঘৃতের পাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষি পবিত্রর্দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতেস্থঃ॥" অতঃপর সেই ঘৃতপাত্রে হোমার্থ ঘৃত স্থাপন করতঃ পাত্রের উপর দক্ষিণকর অধোমুখ করিয়া বামকর দক্ষিণকরের উপরে দিয়া অধোমুখভাবে পবিত্রের অগ্রদেশ দক্ষিণকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিবে এবং পশ্চাদ্ভাগ বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যংদেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎ পুনাত্বছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥" মন্ত্রে তদ্দ্বারা আহুতি দিবে। পরে পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত আলোড়নপূর্ব্বক ঐরূপভাবে পবিত্রদ্বারা ঘৃত বহ্নিতে অমন্ত্রক আহুতি দিবে। তৎপরে পবিত্রটি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া জলের ছিটা দিবে এবং অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ঘৃতপাত্রের তলদেশ জলদ্বারা মার্জ্জন করিয়া আজ্যসংস্কার করিবে।

স্রুক, স্রুব প্রভৃতিও ঐভাবে সংস্কার করিবে। অতঃপর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া বামজানু উন্নত করতঃ বহ্নির চতুর্দ্দিকক্রমে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। অগ্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে নৈঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণ যাবৎ গৃহীত জলাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া জলধারা দিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অন্বমংস্থা॥" পুনর্ব্বার ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমে নৈঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ যাবৎ জলধারা দিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমংস্থা॥" পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ যাবৎ জলধারা দিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। "ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্থা॥" পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে জলধারায় অগ্নিকে বেষ্টন করিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সবিতার্দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু॥" অতঃপর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া করযোড়ে পাঠ্য—"ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে তানি তানি মামবন্তু॥" অনন্তর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া উপরে দক্ষিণহস্ত এবং নিম্নে বামহস্ত রাখিয়া, ফল, পুষ্প ও কুশ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিরূপাক্ষ জপ করিবে। যথা—"পরমেষ্ঠির্ঋষিঃ রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে গৃহান্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ

সন্নিহিতানি তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ সত্যং যত্তে দ্বাদশপুত্রাস্তে ত্বাং সংবৎসরে সংবৎসরেণ কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্যমুপয়ন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্মহং মনুষ্যেষু। ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুপত্বাপধাবামি। জপন্তং মা মা প্রতিজাপীর্জ্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীস্ত্বাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি, তন্মে রাধ্যতাং, তন্মে সমৃধ্যতাং, তন্মে উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু তুথো মাং বিশ্বেদেবা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু শাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽনুজানাতু। তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে শ্বাত্রায় প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ॥" অনন্তর গৃহীত কুশ ঈশানকোণে ফেলিয়া ফল ও পুষ্প ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবে। অতঃপর প্রকৃতকর্ম্ম করিবে।

প্রকৃতকর্ম্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকসঙ্কল্পিত) বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজা-কর্ম্মাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মণি ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গাশিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে স্বাহা॥" ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য বিল্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥" অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিলমিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরাগ্রে কুশোপরি স্থাপন করতঃ একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকছন্দ বায়ুর্দেবতা

মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ হোমের পর হুতশেষ (হাতঝাড়া) পাত্রান্তরে রাখিবে। পরে সঙ্কল্পিত বিল্বপত্রের অর্চ্চনা করিবে। যথা—"বং এতাভ্যঃ সাজ্যবিল্বপত্রেভ্যো নমঃ। এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবায় নমঃ। সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ॥" অতঃপর "ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী" ইত্যাদি মন্ত্রে এক একটি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করিবে। পরে পুনরায় মহাব্যাহৃতিহোম করতঃ একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশপ্রমাণ কুশ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া উদীচ্যকর্ম্ম করিবে।

উদীচ্যকর্ম্ম—প্রথমে প্রায়শ্চিত্তহোমের সঙ্কল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে॥" অতঃপর "বিধুনামক অগ্নির নামকরণ ও আবাহনাদি করিবে। যথা—ওঁ "অগ্নেত্বং বিধুনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীণাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নি সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" অতঃপর "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে স্বাহা।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক

অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম (পৃঃ ৯৯) করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥" পরে পুনরায় মহাব্যাহৃতিহোম (পৃঃ ৯৯) করিয়া একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া নবগ্রহহোম করিবে।

নবগ্রহহোম॥ রবিগ্রহ—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েণ সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা॥ ১॥ **সোমগ্রহ্**—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা। ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা॥ ২॥ **মঙ্গলগ্রহ**—ওঁ অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা॥ ৩॥ **বুধগ্রহ**—ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আদাশুষে বহাত্বমদ্যা দেবা উষর্ব্বুধঃ স্বাহা। ইদং বুধগ্রহায় স্বাহা॥ ৪॥ **বৃহস্পতিগ্রহ**—ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রা অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জনৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা। ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় স্বাহা॥ ৫॥ **শুক্রগ্রহ**—ওঁ শুক্রস্তেঽন্যদ্ যজতস্তেঽন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন, ভদ্রা তে পূষন্নিহরাতিরস্তু স্বাহা। ইদং শুক্রগ্রহায় স্বাহা॥ ৬॥ **শনিগ্রহ**—ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা। ইদং শনিগ্রহায়

স্বাহা ॥ ৭ ॥ **রাহুগ্রহ**—ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা। ইদং রাহুগ্রহায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ **কেতুগ্রহ**—ওঁ কেতুং কৃণন্নকেতবে পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা॥ ইদং কেতুগ্রহায় স্বাহা ॥ ৯॥ পরে দিক্‌পালহোম করিবে।

দিক্‌পালহোম॥ ইন্দ্র—ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হুবে হুবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্ হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রমিদং হবির্ম্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ **অগ্নি**—ওঁ অগ্নিদূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা ॥ ২ ॥ **যম**—ওঁ নাকে সুপর্ণমুপস্থং পতন্তিং হৃদা বেনন্তোঽভ্যচক্ষতত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভূরণ্যং স্বাহা ॥ ৩॥ **নৈর্ঋত**—ওঁ বেখাহি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্তং পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিদদামি স্বাহা ॥ ৪ ॥ **বরুণ**—ওঁ আ নো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈর্গব্যুতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু স্বাহা ॥ ৫ ॥ **বায়ু**—ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ স্বাহা॥ ৬॥ **কুবের**—ওঁ ক্কেয়থ ক্কেদসি পুরুত্রাচিদ্ধিতে মনঃ। অলর্ষিযুধ্ম খজকৃৎ পুরন্দর, প্রগায়ত্রা অগাসিষুঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ **ঈশান**—ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুমো অদুগ্ধা ইধ ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থূষঃ স্বাহা ॥ ৮॥ **ব্রহ্ম**—ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাৎ, রিমিতং সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্যবিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চবিবঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ **অনন্ত**—ওঁ চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্‌থ্যমিন্দ্রং, গিরো বৃহতীরভ্যনূষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্ত্যং জরমানঃ দিবে স্বাহা ॥ ১০॥ অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতাগণের হোম করিবে।

প্রত্যক্ষদেবতা হোম—নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ গণেশায় স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় স্বাহা। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ মহিষাসুরায় স্বাহা। ওঁ নাগপাশায় স্বাহা। ওঁ মূষিকায় স্বাহা। ওঁ ময়ূরায় স্বাহা। ওঁ জয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ বিজয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ লোকপালগণেভ্যো স্বাহা। ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো স্বাহা। ওঁ উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তিভ্যো স্বাহা। ওঁ চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো স্বাহা। ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো স্বাহা। ওঁ বিল্ববৃক্ষায় স্বাহা। ওঁ অস্ত্রেভ্যো স্বাহা। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা। ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ শিবায় স্বাহা। ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা॥

অতঃপর মহাব্যাহৃতিহোম করতঃ (পৃঃ ৯৯) একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণজানু ভূপাতিত করতঃ জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। যথা—‘‘প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্ন পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদতু॥’’ মন্ত্রপাঠ করিয়া হস্তস্থিতজলদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিবেষ্টন করিয়া, পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া স্থণ্ডিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে জলধারা দিবে। যথা—‘‘প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অন্বমংস্থা॥ পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নির পশ্চিমদিক হইতে দক্ষিণদিক দিয়া উত্তরদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবে। যথা—‘‘প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অন্বমংস্থা॥’’ পুনরায় মন্ত্রপাঠ সহকারে জলাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ

অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমকোণ হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জলধারা দিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থা।।" অনন্তর উত্তান হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কতিপয় কুশ গ্রহণ করতঃ প্রতিবারই মন্ত্রপাঠ সহকারে তিনবার কুশের অগ্র, মধ্য এবং মূলদেশ ঘৃতাক্ত করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়োর্দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্তুবয়ঃ।।" অতঃপর ঐ কুশগুলি জলে অভ্যুক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে আহুতি দিয়া দর্ভজুটিকাহোম করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রোর্দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশুনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।।" অনন্তর "মৃড়" নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি মৃড়নামাগ্নয়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া ধ্যান পাঠ করতঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা—"ওঁ এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা।।" অনন্তর ফলপুষ্পযুক্ত প্রচুর ঘৃত গ্রহণ করিয়া (পরার্থে—যজমানসহিত) দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ সহকারে আহুতি দিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দো ইন্দ্রোর্দেবতা যশস্কামস্য যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি, বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা।।" অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা—

বামহস্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া "বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" মন্ত্রে কুশবারি দ্বারা শোধন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" মন্ত্রে পুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া—"এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠ করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ হোমকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে।" মন্ত্রে দক্ষিণান্ত করিয়া—"ওঁ চতুর্ব্বদনসদ্মস্থ চতুর্ব্বেদ কুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ।। ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবকঃ। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে।। ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে।।" মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করিবে। অনন্তর কুশবারি দ্বারা "ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে স্থণ্ডিলের ঈশানকোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে গাত্রে যথাযথ স্থানে তিলক ধারণ করিবে। যথা—ললাটে—ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। কণ্ঠে—ওঁ জমদগ্নে ত্র্যায়ুষম্। বাহুমূলে—যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্। হৃদয়ে—ওঁ তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্। পরে "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে জলদ্বারা অগ্নির বিসর্জ্জন করতঃ "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভবঃ" মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি দিবে। অনন্তর দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে।

দক্ষিণাবাক্য—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা

কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং অনুকল্পং রৌপ্যখণ্ডং বা হরীতকী ফলং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে॥” অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, যথা—“কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-কর্ম্মাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু॥” প্রতিবচন—“ওঁ অস্তু॥” পরে বৈগুণ্যসমাধান করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গ-ভূতহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নাম স্মরণমহং করিষ্যে।” অতঃপর “ওঁ বিষ্ণুঃ” মন্ত্র দশবার জপ করিয়া ভগবৎ প্রণাম করিবে। যথা—“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥” পরে শান্ত্যাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি সামবেদীয়হোম প্রয়োগ।

অথ যজুর্ব্বেদীয়হোম—প্রথমে বালুকাদ্বারা হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া গোময়াদি দ্বারা শুদ্ধ করতঃ কুশবারি দ্বারা তিনবার মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর স্থণ্ডিলে পূর্ব্বাগ্র তিনটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তিনবার উৎকর (বালুকা) গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করিবে। অনন্তর কাংস্যপাত্রে অভাবে নূতন মৃৎপাত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া উক্ত অগ্নি হইতে “ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ” মন্ত্রে কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিবে। অতঃপর স্থণ্ডিলের উপর মন্ত্রপাঠ সহকারে আত্মাভিমুখে অগ্নি স্থাপন করিবে। যথা—“ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন॥” অনন্তর করযোড়ে পাঠ্য—

“ওঁ সর্ব্বতুঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানাগ্নি প্রণীত সর্ব্বকর্ম্মসু॥” অনন্তর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি পূর্ব্বাগ্র কুশ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মার আসন স্থাপন করতঃ ব্রহ্মা বরণ করিবে। যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রহ্মত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।” ব্রহ্মা বলিবেন—“ওঁ বৃতোঽস্মি।” কর্ত্তা বলিবেন—“যথাবিহিত ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু।” ব্রহ্মা বলিবেন—“যথাজ্ঞানং করবাণি।” যদি উপরোক্তরূপে বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হয়েন, তবে নারায়ণশিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া হোতা “ওঁ অহে দৈধিষব্যোদূতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ, যেঽস্মাৎপাকতরঃ॥” মন্ত্রে নারায়ণশিলাকে পূর্ব্বস্থাপিত আসনে স্থাপন করিবে। অনন্তর উক্ত আসন হইতে একগাছি কুশ গ্রহণ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ করিয়া “ওঁ নিরস্তঃ পাপমাসহ তেন বয়ং দিষ্ম” মন্ত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ ইদমহং বৃহস্পতে সদনে সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিত্রা, তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি, তদ্বায়বে, তৎ পৃথিব্যৈ॥” অনন্তর অগ্নির উত্তরভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপন করিয়া অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা অগ্নির ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে কুশ আস্তৃত করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণদিক হইতে যথাক্রমে আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল আসাদন করিবে। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, তিনগাছি সম্মার্জ্জন কুশ, তিনগাছি উপযমন কুশ,

প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি সমিধ, স্রুব, ঘৃত আতপতণ্ডুল ও পূর্ণপাত্র। এইসকল দ্রব্য আসাদন করিয়া পবিত্রছেদনার্থ পূর্ব্বস্থাপিত প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি কুশ ''ওঁ পবিত্রেস্থো বৈষ্ণব্যৌ'' মন্ত্রে নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া ''ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতেস্থঃ'' মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলে অভ্যুক্ষিত করিয়া উক্ত পাত্রে স্থাপন করতঃ প্রণীতাপাত্রের কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহস্তের উপর প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসকল অভ্যুক্ষণ করিয়া প্রণীতাপাত্রের নিকট প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। অনন্তর সম্মুখে আজ্যস্থালী স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্ব্বাসাদিত ঘৃত স্থাপন করিবে। পরে স্থণ্ডিল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার ঘৃতপাত্র বেষ্টন করিয়া স্থণ্ডিলে নিক্ষেপ করিবে। পরে স্রুব গ্রহণ করিয়া উহা অগ্নিতে অধোমুখে প্রতপ্ত করিয়া সম্মার্জ্জন কুশ দ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত সমার্জ্জন করিয়া ঐ কুশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণীতাপাত্রের জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ও পূর্ব্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে প্রোক্ষণীপাত্রের পবিত্র গ্রহণ করিয়া ও পাত্রটির কিঞ্চিৎ ঘৃত উঠাইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—''ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসুব উৎপুণাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥'' অনন্তর পূর্ব্বসংগৃহীত প্রাদেশপ্রমাণ কুশ গ্রহণ করতঃ প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র হইতে সপবিত্র জল লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে এবং সম্মুখীকরণ করিবে। যথা—''ওঁ এষোহদেবঃ প্রদিশোহনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহ জাতঃ স উ গর্ভেহন্তঃ স এবঃ জাতঃ স জনিষ্যমান প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।'' পরে ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। যথা—''ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়।

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়॥'' প্রত্যেক আহুতির শেষে স্রুবলগ্ন ঘৃত অগ্নির উত্তরে রক্ষিত পাত্রে রক্ষা করিয়া প্রকৃতকর্ম্ম করিবে।

প্রকৃতকর্ম্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবে। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুকসঙ্কল্পিত) বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গীভূত হোমকর্ম্মণি। ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গাশিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে স্বাহা॥ ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিল্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥'' অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিলমিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরাগ্র কুশোপরি স্থাপন করতঃ একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। যথা—''প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥'' তিনটি মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিয়া—''প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা॥'' মন্ত্রে একবার আহুতি দিবে। অনন্তর ''ওঁ অগ্নে ত্বং বলদনামাসি'' মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া—''ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীণাঙ্গজঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোহগ্নিঃ সপ্তার্চ্চি শক্তিধারকঃ॥'' ধ্যান পাঠ করিয়া ''ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু,

মমপূজাং গৃহাণ।'' মন্ত্রে আবাহন করিয়া—''এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে স্বাহা।'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সমিধের অর্চ্চনা করিবে। যথা—''বং এতাভ্যো সাজ্যবিল্বপত্রেভ্যো নমঃ। এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবায় নমঃ, সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ।।'' অতঃপর ''*জয়ন্তী মঙ্গলাকালী*'' ইত্যাদি মন্ত্রে এক একটি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করিবে। পরে মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশ ঘৃতাক্ত করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবে। হোমান্তে হুতশেষ (হাতঝাড়া) পাত্রান্তরে রক্ষা করিবে। পরে উদীচ্যকর্ম্ম করিবে।

উদীচ্যকর্ম্ম—প্রথমে ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। যথা—''ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং স্বঃ। ওঁ ভূভুর্বঃস্বঃ স্বাহা, ইদং ভূভুর্বঃস্বঃ।।'' অনন্তর প্রায়শ্চিত্তহোমের সঙ্কল্প করিয়া ''বিধু'' নামক অগ্নির আবাহন করতঃ প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় তন্নোঽগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।'' পরে ''ওঁ অগ্নেত্বং বিধুনামাসি। ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং *গৃহাণ।।*'' মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ ও আবাহন করিয়া ধ্যান করতঃ পূজা করিবে। যথা—''ওঁ *পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীণাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ* সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চি শক্তিধারকঃ।। এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ *বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ,* এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে স্বাহা।।'' অনন্তর পাঁচটি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। যথা—''বামদেব্যঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নিবরুণৌদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অব যাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্দেবান্ প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্।। ১।। বামদেব্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নিবরুণৌদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নেঽবমো ভবতী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো বুষ্ঠৌ। অব যক্ষ্ণো বরুণগুঁ বরানো ব্রীহি মৃড়ীকগুঁ সুহবো এ এধি স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্।। ২।। ওঁ প্রজাপতির্ঋষিবৃহতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্ব ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজগুঁ স্বাহা। ইদমগ্নিভ্যঃ।। ৩।। শুনঃশেফর্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণাদয়োদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণং যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কা স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যো, মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ ।। ৪।। শুনঃশেফর্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণোদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমঃ বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্বমগুঁ শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায় ।। ৫।। অনন্তর **নবগ্রহহোম** করিবে।

নবগ্রহহোম।। রবিগ্রহ—''*ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা* বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা।। ১।। **সোমগ্রহ**—ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যেষ্ঠায়, মহতে

জ্ঞানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুস্যপুত্রমমুষ্যৈ বিশ, এষ বোঽমী রাজা, সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ স্বাহা। ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা॥ ২॥ **মঙ্গলগ্রহ**—ওঁ অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাগুঁসি জিন্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা ॥ ৩॥ **বুধগ্রহ**—ওঁ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সগুঁসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা। ইদং বুধগ্রহায়॥ ৪॥ **বৃহস্পতিগ্রহ**—ওঁ বৃহস্পতে অতি অদর্য্যো অর্হাদ দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দিদয়চ্ছবস ঋত প্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা। ইদং বৃহস্পতিগ্রহায়॥ ৫॥ **শুক্রগ্রহ**—ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ম্, বিপাণগুঁ শুক্রমন্ধসং ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং স্বাহা। ইদং শুক্রগ্রহায় ॥ ৬॥ **শনিগ্রহ**—ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা। ইদং শনিগ্রহায় ॥ ৭॥ **রাহুগ্রহ**—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পুরুষ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনুঃ সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা। ইদং রাহুগ্রহায় ॥ ৮॥ **কেতুগ্রহ**—ওঁ কেতুং কৃণন্নকেতবে পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা'' ॥ ৯॥ পরে দিক্‌পালহোম করিবে।

দিক্‌পালহোম॥ **ইন্দ্র**—ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রগুঁ হবে হবে সুহবগুঁ শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শক্রং পূরহূতমিন্দ্রগুঁ স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা॥ ইদমিন্দ্রায়॥ **অগ্নি**—ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নিং রুক্‌থেন বাহসা স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে॥ **যম**—ওঁ অসি যমো অস্যাদিতো অর্ব্বন্নসি, ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা॥ ইদং যমায়॥ **নৈর্ঋত**— ওঁ যন্তে দেবী নৈর্ঋতিরাববন্ধ, পাশং গ্রীবাস্ববিচৃত্যম্। তন্তে বিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূতঃ স্বাহা॥ ইদং নির্ঋতয়ে॥ **বরুণ**—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্তম্ভ সর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ স্বাহা॥ ইদঃ বরুণায়॥ **বায়ু**—ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ স্বাহা॥ ইদং বায়বে॥ **কুবের**—ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্ যথা দান্ত্যনুপূর্ব্বং বিষুয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি, মে বর্হিযো নমঃ উক্তিং যজন্তি স্বাহা॥ ইদং কুবেরায়॥ **ঈশান**—ওঁ তমীশানং জগস্তস্থূষপতিং ধিয়ঞ্জিস্বনবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ বৃণে, রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বাহা॥ ইদমীশানায়॥ **ব্রহ্মা**—ওঁ আ ব্রহ্মণ ব্রাহ্মণেন ব্রহ্মবর্চ্চসি জাতা মা রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাং, দ্রোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়হং তানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, জিষ্ণু রথেগ্নাঃ সভয়ো যুবাস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ওষধয় পচ্যন্তাং, যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাগুঁ স্বাহা॥ ইদং ব্রহ্মণে ॥ **অনন্ত**—ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যোঃ নমঃ স্বাহা॥ ইদমনন্তায়॥'' অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করিবে।

প্রত্যক্ষদেবতার হোম—ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ গণেশায় স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় স্বাহা। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ স্বাহা। ওঁ মহিষাসুরায় স্বাহা। ওঁ নাগপাশায় স্বাহা। ওঁ মূষিকায় স্বাহা। ওঁ ময়ূরায় স্বাহা। ওঁ জয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ বিজয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ লোকপালগণেভ্য স্বাহা। ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো স্বাহা। ওঁ উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তিভ্যো

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি

স্বাহা। ওঁ চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো স্বাহা। ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো স্বাহা। ওঁ বিল্ববৃক্ষায় স্বাহা। ওঁ অস্ত্রেভ্যো স্বাহা। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা। ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ শিবায় স্বাহা। ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা।'' অতঃপর একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ ''মৃড়নামক'' অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। যথা—''ওঁ অগ্নেত্বং মৃড়নামাসি ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' মন্ত্রে আবাহন করিয়া ধ্যান পাঠ করতঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা—''ওঁ এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা॥'' অনন্তর ফলপুষ্পযুক্ত প্রচুর ঘৃত গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ সহকারে আহুতি দিবে। যথা—''ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা, বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিম্। কবিগুঁ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবা স্বাহা॥'' অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা—বামহস্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া ''বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ'' মন্ত্রে কুশবারিদ্বারা শোধন করিয়া ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ'' মন্ত্রে পুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ''এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ'' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠ করিবে। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ হোমকর্ম্মসাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে।'' মন্ত্রে

দক্ষিণান্ত করিয়া—''ওঁ চতুর্ব্বদনসদ্মস্থ চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবকঃ। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে॥ ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপাণাং ধনঞ্জয় নামোঽস্তুতে॥'' মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করিবে। অনন্তর কুশবারি দ্বারা ''ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব'' মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর ''ওঁ অগ্নেত্বং সমুদ্রং গচ্ছ'' মন্ত্রে জলদ্বারা অগ্নির বিসর্জ্জন করতঃ ''ওঁ পৃথ্বিত্বং শীতলা ভব'' মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি দিবে। তৎপরে স্থণ্ডিলের ঈশানকোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে যথাযথ স্থানে তিলকধারণ করিবে। যথা—ললাটে—''ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। কণ্ঠে—ওঁ জগদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্। বাহুমূলে—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্। হৃদয়ে—ওঁ তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্।'' অনন্তর দক্ষিণান্ত, বৈগুণ্যসমাধান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

দক্ষিণাবাক্য—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং অনুকল্পং রৌপ্যখণ্ডং বা হরীতকীফলং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে॥'' অনন্তর বৈগুণ্যসমাধান করিবে। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নাম স্মরণমহং করিষ্যে।'' অতঃপর ''ওঁ বিষ্ণুঃ'' মন্ত্র দশবার জপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ

করিবে। যথা—‘‘কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গীভূত হোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।।’’ প্রতিবচন—‘‘ওঁ অস্তু ।।’’ অনন্তর ভগবৎ প্রণাম করিবে। যথা—‘‘ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।’’ পরে শান্ত্যাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি যজুর্ব্বেদীয় হোম প্রয়োগ।

ঋগ্বেদীয় হোম—হোতা একহস্ত পরিমিত স্থান পরিষ্কার করিয়া উহা গোময়াদি দ্বারা লেপন করতঃ বালুকাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিবে। পরে দক্ষিণহস্তে একখণ্ড যজ্ঞকাষ্ঠদ্বারা স্থণ্ডিলের উপর রেখাঙ্কন করিবে। যথা—স্থণ্ডিলের মধ্যভাগে কিছু পশ্চিমে একটি উত্তরাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া ঐ রেখার দুইপার্শ্বে দুইটি পূর্ব্বাগ্র রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে ঐ পূর্ব্বাগ্রে দুইটির সমসূত্রে স্থণ্ডিলের পশ্চিমাংশে দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটি পূর্ব্বাগ্র রেখা অঙ্কিত করিবে। সমস্ত রেখাগুলি প্রাদেশপরিমিত এবং পরস্পর অসংলগ্ন হইবে। পরে ঐ যজ্ঞকাষ্ঠটি স্থণ্ডিলে পূর্ব্বাগ্র করিয়া স্থাপন করতঃ স্থণ্ডিল জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠটি স্থণ্ডিলের অগ্নিকোণে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর জলস্পর্শ করিয়া দক্ষিণভাগে কাংস্যপাত্র, তাম্রপাত্র অথবা নূতন মৃৎপাত্রে অগ্নি আনয়ন করিয়া—‘‘দমনঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিসংস্কারার্থং জলর্ত্তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।।’’ মন্ত্রে অগ্নি হইতে একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠকে নৈর্ঋতকোণে নিক্ষেপ করিয়া জল স্পর্শপূর্ব্বক পাত্র হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া—‘‘প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।।’’ মন্ত্র পাঠ করিয়া যে স্থানে ছয়টি

রেখা একত্র হইয়াছে, সেইস্থানে স্থণ্ডিলের মধ্যে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—‘‘ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।। দমনঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্য বহতু প্রজানন্।। বসুশ্রুতঋষিঃ অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ জুষ্টো দমুনা অতিথির্দুরোণসদ্ ইমং নো যজ্ঞমুপযহি বিদ্বান্। বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো রিহত্যা শত্রুয়তা মা ভরা ভোজনানি।। বামদেব্যঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা, দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাস্যে অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি, যহো দেবো মর্ত্ত্যা বা বিবেশ।। রাহুগণো গৌতমঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ অগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ এহগ্ন ইহ হোতা নিষীদা দব্ধঃ এতা ভবা নঃ। অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিম্বে যজামহে সৌমনসায় দেবান্।।’’ অনন্তর দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া দুইটি বা তিনটি ঘৃতাক্ত সমিধ গ্রহণ করতঃ—‘‘বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাঙ্গ হোমকর্ম্মণি দ্রব্যদেবতাগ্রহণায় অন্বাধানমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।।’’ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অগ্ন্যাভিমুখে সমিধ ধারণ করিয়া—‘‘ওঁ অস্মিন্নন্বাহিতেঽগ্নৌ অগ্নিং জাতবেদসমিধ্মেন, প্রজাপতিমাঘারাভ্যাং অগ্নিষোমৌ আজ্যভাগাভ্যাং প্রধানদেবতাম্ ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিল্বপত্রৈ হুতশেষেণাগ্নিং স্বিষ্টকৃতং, ইধ্মসন্নহেন রুদ্রম্ অয়ানামানমগ্নিং দেবান্ বিষ্ণুমগ্নিং বায়ুং সূর্যঃ প্রজাপতিঞ্চ সর্ব্বাঃ প্রায়শ্চিত্তর্দেবতা আজ্যেনাহং সদ্যে যক্ষ্যে (পরার্থে—যক্ষ্যামি)।।’’ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রজাপতিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া হস্তস্থিত সমিধ

অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ''ইধ্ম ও বর্হি'' বন্ধন করিবে। যথা—কতকগুলি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ তিন তিনগাছি করিয়া লইয়া গুছি দিয়া বামহস্ত উপরে এবং দক্ষিণহস্ত নীচে রাখিয়া পাক দিয়া রজ্জুর ন্যায় করিবে। পরে ঐ রজ্জুটিকে দক্ষিণাবর্ত্তে তিনফের করিয়া পুনরায় ডানহাত উপরে এবং বামহাত নীচে রাখিয়া পাক দিবে। এই প্রকারে দুইটি রজ্জু প্রস্তুত করিয়া প্রথমটিকে উত্তরাগ্রে আস্তৃত করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশমুষ্টি ছেদন করিয়া ''বর্হি'' নামক ঐ কুশমুষ্টিকে পূর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বকৃত রজ্জুদ্বারা উহাকে রজ্জুমূলকে দুইটি বেষ্টন করিবে, পরে ঐ রজ্জুমূলকে প্রথম ফেরের নীচ দিয়া উপরদিকে তুলিয়া দিবে। ঐরূপ দ্বিতীয় রজ্জুদ্বারা পলাশ, খদির, শমী অথবা বট ইহাদের যে কোন একটি দ্বারা নির্ম্মিত পঞ্চদশটি কাষ্ঠময় ''ইধ্মকে'' একবার বেষ্টন করিবে। অতঃপর অগ্নির ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণক্রমে উত্তরদিক পর্য্যন্ত হস্তে জল লইয়া তিনবার মার্জ্জনা করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাদিক্রমে প্রাদেশপ্রমাণ ১৬ গাছি কুশদ্বারা অগ্নি পরিস্তরণ করিবে। যথা—১৬টি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ লইয়া অগ্নির পূর্ব্বদিকে ঈশানকোণে উত্তরাগ্র করিয়া একটি কুশ স্থাপন করিবে। পরে আর একটি লইয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা দ্বিতীয় কুশের মূল আচ্ছাদন করিবে। অতঃপর দক্ষিণদিকে অগ্নিকোণে পূর্ব্বাগ্র একটি কুশ স্থাপন করিয়া অগ্রদ্বারা তাহার মূল আচ্ছাদন করিয়া একটি এবং ঐভাবে আর একটি স্থাপন করিবে। পরে পশ্চিমদিকে বায়ুকোণে উত্তরাগ্র করিয়া একটি কুশ স্থাপন করিয়া অগ্রদ্বারা তাহার মূল আচ্ছাদন করিয়া একটি এবং ঐরূপে আর একটি স্থাপন করিবে। উত্তরদিকে ঈশানকোণে পূর্ব্বাগ্র করিয়া একটি কুশ স্থাপন করিয়া অগ্রদ্বারা তাহার মূল আচ্ছাদন করিয়া একটি এবং ঐরূপ আর একটি স্থাপন করিবে। পরে অগ্ন্যাদি চারকোণে পূর্ব্বপাতিত কুশগুলির সংযোগস্থলে পূর্ব্বাগ্র করিয়া এই কুশটি এরূপভাবে স্থাপন করিবে যেন উহাদের মূল ও অগ্রভাগ সন্ধিসকল আচ্ছাদিত হয়। এইভাবে কুশগুলি স্থাপনান্তর তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। পরে অগ্নির উত্তরাংশ হইতে আস্তৃত কুশের দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরাংশ পর্য্যন্ত যজ্ঞার্থে আসাদিত দ্রব্যসকল পূর্ব্বাগ্র ও অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। **আসাদিত দ্রব্যাদি**—পবিত্রছেদনার্থ কুশপত্রদ্বয়, পবিত্রার্থ সাগ্রকুশপত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, স্রুব, চমস্, আজ্যপাত্র, ইধ্ম ও বর্হি। অনন্তর পূর্ব্বাসাদিত কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া—''প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রর্দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।।'' মন্ত্রে নখব্যতীত প্রাদেশপ্রমাণ ছিন্ন করিয়া—''প্রজাপতির্ঋষি পবিত্রর্দেবতে পরিমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতেস্থঃ।।'' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে এবং প্রোক্ষণীপাত্র রক্ষা করিয়া জলদ্বারা পূরণ করিবে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত পবিত্রদ্বয়ের অগ্রভাগ বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মূলদেশ এবং দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অগ্রদেশ উত্তানহস্তে গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যভাগ দ্বারা কিছু জল তিনবার উত্তোলন করিয়া উহা প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া অন্যান্য পাত্রসমূহ উত্তান করতঃ ইধ্মবন্ধন উন্মোচন করিয়া সমুদয় পাত্রকে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নির পূর্ব্বদিক হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করতঃ পশ্চিমাস্য হইয়া—''প্রজাপতির্ঋযিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মাসনাবীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ, যোঽস্মাৎ পাকতরঃ॥'' মন্ত্রে ব্রহ্মাসন অবলোকন করিবে। অনন্তর ব্রহ্মার নির্দিষ্ট আসন হইতে একটি কুশপত্র বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা

গ্রহণ করিয়া—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তা পরাবসু।।" মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে নিক্ষেপ করতঃ জলস্পর্শ করিবে। অনন্তর "প্রজাপতির্ঋষিব্রহ্মাদেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমর্বা বসোঃ সদনে সীদামি।।" মন্ত্রপাঠ করিয়া উত্তরাস্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করতঃ—"প্রজাপতির্ঋষির্বৃহস্পতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্মসদন আসিষ্যতে। বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায়।।" মন্ত্রপাঠ করিবেন। (*) অতঃপর হোতা "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" মন্ত্রে কুশকুসুমদ্বারা ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিবেন—"ওঁ ব্রহ্মান্নপঃ প্রণেষ্যামি।" ব্রহ্মা বলিবেন—"প্রজাপতির্ঋষির্বৃহস্পতির্দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ।। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্বৃহস্পতি প্রসূতঃ। ওঁ প্রণয়ঃ।।" (**) পরে হোতা চমস নামক প্রণীতাপাত্র অগ্নির পশ্চিমভাগে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বরক্ষিত পবিত্র সরাইয়া জলদ্বারা জলপাত্র পূরণান্তে পাত্রে গন্ধপুষ্পাদি নিক্ষেপ করিয়া পাত্রটি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ নিজ নাসিকা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি রক্ষা করতঃ কুশদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অনন্তর হোতা নিজাগ্রে কুশাস্তৃত করিয়া তদুপরি আজ্যস্থালী স্থাপন করতঃ দক্ষিণ হস্তে স্রুব গ্রহণ করিয়া জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া অগ্নিতে প্রতপ্ত করতঃ আজ্যস্থালীর উত্তরভাগে বহ্নিতে স্থাপন করিবেন। পরে উক্ত কুশসমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর অগ্নিকে অলঙ্কৃত করিবেন,

* কুশময় ব্রহ্মা স্থাপনেরও এই বিধি।

** কুশময় ব্রহ্মাস্থাপনে হোতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

যথা—ঘৃতসিক্ত সচন্দনপুষ্প গ্রহণ করতঃ মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। যথা—"বসুশ্রুতঋষির্জাতবেদোহগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্ন্যলঙ্করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ, সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্নমনসা গৃণানোহস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্।। ওঁ যস্ত্বা হৃদাকীরিণা মন্যথামানোহমর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদোযশো অস্মাসু ধেহি, প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমস্যাম্।। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নেহকৃণবঃ স্যোনম্। আশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি।।" অনন্তর ইধ্মবন্ধনরজ্জু বামহস্তে বেষ্টন করিয়া ডানহস্তে ইধ্ম গ্রহণ করতঃ উহার মূল মধ্য ও অগ্রভাগ ঘৃতসিক্ত করিয়া—"বামদেব্যর্ঋষির্জাতর্বেদোহগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ ইধ্মাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদং স্তেনধ্যস্ব বর্দ্ধস্ব চেদ্। বর্দ্ধয়াস্মান্ প্রজয়া পশুভিব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সমধেয় স্বাহা।।" মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে স্রুবদ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" মন্ত্রে প্রজাপতিকে চিন্তা করিয়া অগ্নির বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ঘৃতদ্বারা দিবে। পুনরায় ঐ ভাবে স্রুবদ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" মন্ত্র চিন্তা করিয়া অগ্নির নৈর্ঋতকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে। পরে পুনর্ব্বার স্রুবদ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির উত্তরদিকে আহুতি দবে। পুনর্ব্বার স্রুবদ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া "ওঁ সোমায় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে আহুতি দিবে। অতঃপর প্রকৃতকর্ম্ম করিবে।

প্রকতকর্ম্ম—যজুর্ব্বেদীয় হোমের প্রকৃতকর্ম্ম দ্রষ্টব্য (১০৯ পৃঃ)। প্রথমে সঙ্কল্প করিবে, যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে-অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকসঙ্কল্পিত) বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গামহাপূজাকর্ম্মাঙ্গীভূত হোমকর্ম্মণি শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গাশিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহাস্বধা নমোঽস্তুতে স্বাহা॥" ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিল্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥" পরে উদীচ্যকর্ম্ম করিবে।

উদীচ্যকর্ম্ম—প্রকৃতকর্ম্মে যে হুতশেষ রক্ষা করা হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া আহুতি দিবে। মন্ত্র, যথা—"হিরণ্যগর্ভঋষিঃ স্বিষ্টকৃদগ্নির্দেবতা প্রকৃতিশ্ছন্দঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদস্য কর্ম্মনোঽত্যরীরিচং, যদ্বা নূনমিহারকম্। অগ্নিষ্টং স্বিষ্টকৃদ্ বিদ্বানং সর্ব্বস্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে॥ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে, সুহুতহুতে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমদ্ধয়িত্রে সর্ব্বানঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা॥" অনন্তর ইধ্মবন্ধনরজ্জু বামহস্ত হইতে মুক্ত করিয়া "ওঁ রুদ্রায় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। প্রথমে "ওঁ অগ্নেত্বং বিধুনামাসি" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করতঃ "ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ" মন্ত্রে অগ্নির পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রথমে মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া পরে আজ্যদ্বারা হোম করিবে। মন্ত্র, যথা—"বিমদঋষির্বায়োনামাগ্নির্দেবতা পঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্ব ময়া অসি। অয়সা বয়সা কৃতোঽয়া নো হব্যমূহিষেঽয়া

নো ধেহি ভেষজং স্বাহা॥ ১ ॥ মেধাতিথিঋষির্বিষ্ণুর্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো, যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা॥ ২ ॥ মেধাতিথিঋষির্বিষ্ণুর্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়স্য পাংসুলে স্বাহা॥ ৩ ॥ পরমেষ্ঠিপ্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা দৈবীগায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ ৪ ॥ পরমেষ্ঠিপ্রজাপতিঋষিবায়ুর্দেবতা দৈব্যুষ্ণিক্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ ৫ ॥ পরমেষ্ঠিপ্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা দৈব্যনুষ্টুপ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ ৬ ॥ পরমেষ্ঠিপ্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা দৈবীবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা॥ ৭ ॥ অনন্তর অগ্নিতে অমন্ত্রক একটি সমিধ নিক্ষেপ করতঃ ক্রমানুসারে নবগ্রহহোম, দিক্পালহোম ও প্রত্যক্ষদেবতাগণের হোম করিবে।

নবগ্রহহোম—সমস্ত গ্রহের মন্ত্র যজুর্ব্বেদীয়র ন্যায় (পৃঃ ১১২), কেবল শুক্র ও শনিগ্রহের মন্ত্র পৃথক। যথা, শুক্র—"ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রাতে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা। ইদং শুক্রায় গ্রহায় স্বাহা॥ **শনৈশ্চর**—ওঁ শম্গ্নিরগ্নিভিং করচ্ছৎ নস্তপতু সূর্য্যঃ। শং বাতো বাত্বরূপা অপস্ত্রিধঃ স্বাহা। ইদং শনৈশ্চরায় গ্রহায় স্বাহা॥"

দিক্পালহোম॥ ইন্দ্র—"ওঁ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকহস্তু কেবল স্বাহা॥ **অগ্নি**—ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্তিজম্। হোতারং রত্নধাতমং স্বাহা॥ **যম**—ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো

অরংকৃতঃ স্বাহা।। **নৈঋর্ত**—ওঁ মো যুণঃ পরা পরা, নিঋর্তির্দুর্হণাবধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ স্বাহা।। **বরুণ**—ওঁ উদুত্তমং মুমুগ্ধিনো বিপাশং মদ্যমঃ চতুঃ। অবাধমানি জীবসে স্বাহা।। **বায়ু**—ওঁ তব বায়ুবৃতস্পতে ত্বষ্টর্জামাতারদ্ভূত। অবাংস্যা বৃণীমহে স্বাহা।। **কুবের**—ওঁ ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো, গোপা অদাভ্যো ভব। সেধ রাজন্নপ স্রিধো বিবমদে মা নো দুংশংস ঈশতা বিবক্ষসে স্বাহা।। **ঈশান**—ওঁ রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে স্বাহা॥ **ব্রহ্ম**—ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স ব্যুধ্না উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা।। **অনন্ত**—ওঁ আয়ং গৌরং পৃশ্নিরক্রমীসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরঞ্চ প্রজনৎ ওঁ স্বাহা।।"

প্রত্যক্ষদেবতা হোম—"ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় স্বাহা। ওঁ গণেশায় স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় স্বাহা। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায়মহাসিংহায় হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ মহিষাসুরায় স্বাহা। ওঁ নাগপাশায় স্বাহা। ওঁ মূষিকায় স্বাহা। ওঁ ময়ূরায় স্বাহা। ওঁ জয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ বিজয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ শিবায় স্বাহা। ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা।।" অতঃপর "ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া "ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করতঃ "ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজান্তে ফলপুষ্পযুক্ত প্রচুর ঘৃতগ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণাহুতি দিবে। মন্ত্র, যথা—"বামদেব্যঋষিরগ্নির্দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধামন্তে বিশ্বং ভুবনামধিশ্রিতমন্তঃ সমুদ্রেহৃদ্যন্তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুবন্তঃ ত ঊর্ম্মিং স্বাহা।।" অনন্তর ঈশানকোণে দুগ্ধ প্রক্ষেপ করিয়া স্রুবদ্বারা ভস্ম গ্রহণ করতঃ যথাযথ মন্ত্রে

যথাযথ স্থানে তিলক করিবে। যথা—ললাটে—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। কণ্ঠে—ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্। দক্ষিণাংশে—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্।। হৃদি—ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষম্।।" অতঃপর স্রুক ও স্রুব অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রণীতাপাত্র বহ্নির উপর লইয়া উহাকে মন্ত্রপাঠ করতঃ নিজেকে (পরার্থে—যজমানকে) মার্জ্জনা করিবে। যথা—"বেদশ্রবাঋষিরাপোর্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো অস্মান্মাতরঃ শুদ্ধয়ন্ত ঘৃতেন নো ঘৃতপঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী রুদিদাভ্য। শুচিরাপূত এমি।। ১ ।। মেধাতিথিঋষিরাপোর্দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি।। যদ্ বাহমভিদুদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতম্।।২। প্রজাপতিঋষিরাপোর্দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয় সন্তু দুর্ম্মিত্রাস্তস্মৈ ভূয়াসূর্য্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি, যঞ্চ বয়ং দিষ্ম।। ৩ ।।" পরে সংস্থাজপ করিবে, যথা—"হিরণ্যগর্ভঋষিঃ সারস্বতোঽগ্নির্দেবতা স্বরাড়্‌নুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সংস্থাজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওঞ্চ মে, স্বরশ্চ মে, যজ্ঞোপ চ তে নমশ্চ। যত্তে ন্যূনং তস্মৈ ত উপত্তেঽতিরিক্ত তস্মৈ তে নমঃ।।" (ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাপক্ষেও এই মন্ত্র পাঠ্য) অনন্তর পূর্ব্ববৎ অগ্নির পরিসমূহ ও পর্য্যুক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করতঃ যজ্ঞবিসর্জ্জন করিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষিঃযজ্ঞোর্দেবতা যজ্ঞবিসর্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ, স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সুবীরঃ স্বাহা।।" পরে "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভবঃ" মন্ত্রে আচারানুসারে দধিনিষেক করতঃ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্য উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। ইতি ঋগ্বেদীয় হোম।

দশমীকৃত্যম্

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সামান্যার্ঘ্যাদি (পৃঃ ১৪) স্থাপনান্তর ন্যাসাদি করিয়া গণেশাদিপঞ্চদেবতার পূজা করিবে। পরে দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২২) পাঠ করতঃ যথাশক্তি উপচারে দেবীর ও প্রতিমাস্থ অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করিয়া—"এতৎ সোপকর ণ দধিকরম্ব নৈবেদ্যং সায়ুধবাহনপরিবারসহিত হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীভগবতীদুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে দধিকরম্ব নিবেদন করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চ্চিতম্। পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি।। ওঁ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয়বাসিনী। গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরু মে সদা।। ওঁ গ্রহীতুং শারদীং পূজাং মর্ত্তমণ্ডলসংস্থিতাম্। চণ্ডিকে ত্বাং নমামদ্য স্বয়মর্ঘ্যাদি গৃহ্যতাম্।। ওঁ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠা চ লক্ষ্মীস্তস্য সদা স্থিরা। প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্য ত্বং মস্তকোপরি।। ওঁ নির্বীর্য্যো নির্গুণো বাপি সত্যাচার বিবর্জিতঃ। নরঃ পৌরুষমাপ্নোতি যস্য ত্বং মস্তকোপরি।। ওঁ স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্। স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ।। ওঁ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমম্।।" পরে আরত্রিকাদি করিয়া আবরণদেবতা সকল দেবীর অঙ্গে লীন হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে তিনবার যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ ঐ মুদ্রা মস্তকে ধারণ করিয়া "হ্রীং ওঁ দুর্গেদেবি পরিবারগণসহিতে ক্ষমস্ব" মন্ত্রে দেবীঘট চালনা করিবে। পরে সংহারমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণ করিবে। পরে "ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্।।" মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ হৃদয়ে দেবীতেজ গ্রহণ করিবে। পরে ঈশানকোণে ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া "ওঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ" মন্ত্রে নির্ম্মাল্য দ্বারা নির্ম্মাল্যবাসিনী চণ্ডেশ্বরীর পূজা করিয়া সংহারমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—"ওঁ যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পুত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্‌গৃহাণানুকম্পয়া।। ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জনং ন জানামি ত্বং গতিঃ পরেমেশ্বরি।। ওঁ কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্য গতির্ম্মম। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি।। ওঁ মাতর্যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতেঽস্তু সদা ত্বয়ি।। ওঁ দেবীদাত্রী চ ভোক্ত্রী চ দেবী সর্ব্বমিদং জগৎ। দেবি জয়তি সর্ব্বত্র যা দেবী সোঽহমেব চ।। যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বং ক্ষম্যতাং দেবি কস্য ন স্থলিতং মনঃ।। পরে "ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। কুরুষ্ব মম কল্যাণমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহঃ।। ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে। যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে।। ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। শত্রুদর্পবিনাশায় পুনরাগমনায়

যোনিমুদ্রা সংহারমুদ্রা

চ।। ওঁ গচ্ছ দেবী যথাস্থানং দত্ত্বা মে বিপুলাং শ্রিয়ম্। আয়ুমারোগ্যসম্পত্তিং সর্ব্বদা বরদা ভব॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি। সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।। ওঁ দেবি ত্বং সর্ব্বভূতানাং মোক্ষদা কামদা সদা। দত্ত্বা মে সর্ব্বসৌখ্যঞ্চ গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া।। ওঁ ব্রজ ত্বং স্রোতসি জলে তিষ্ঠ গৃহে চ ভূতয়ে। সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥" মন্ত্রে দেবীপ্রতিমা ও নবপত্রিকা কিঞ্চিৎ চালনা করিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যসহকারে দর্পণ জলে স্থাপন করিয়া দর্পণে দেবীপ্রতিমার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে—"ওঁ নিমজ্যাম্ভসি দেবি ত্বং পত্রিকা সহিতাম্বিকে। পুত্রায়ুর্ধন বৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥ ওঁ ক্ষমস্ব বরদে দেবি মঙ্গল্যে পরমেশ্বরি। সর্ব্বগে শুভগে দেবি দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদে।। ওঁ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে। ভুক্ত্বা ভোগান্ বরং দত্ত্বা কুরু ক্রীড়া যথাসুখম্।। ওঁ জলে তিষ্ঠ মহামায়ে নৃণাং সন্তাপনাশিনি। যত এবাগতঃ দেবি তত্রৈব প্রতিগম্যতাম্।।" অনন্তর গণেশ ঘট ও কল্পারম্ভ ঘট "ওঁ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিয়া আচারানুসারে অপরাজিতা (১৩০ পৃঃ) পূজা করিবে। ইতি দশমীকৃত্যম্।

সামবেদীয় শান্তিমন্ত্র—কয়ানশ্চিত্রেত্যস্য বামদেব্যঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোর্দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা।। ওঁ কস্ত্বা সত্যে মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু।। ওঁ অভী ষু ণ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে।। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নঃ বৃহস্পতির্দ্দধাতু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

যজুর্ব্বেদীয় শান্তিমন্ত্র—ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুঃ প্রপদ্যে, সাম প্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শোত্রং প্রপদ্যে, বাগৌজঃ সহৌজোময়ি প্রাণাপানৌ।। ওঁ ছিদ্রং যন্মে চক্ষুষোহৃদয়স্য বাতিতৃর্ণং, বৃহস্পতির্ম্মে দধাতু। শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতি।। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

ঋগ্বেদীয় শান্তিমন্ত্র—ওঁ সদ্দলী পাবয়ন্তে তন্মুঞ্চয়ন্তি বচো যথা। আভ্যাবন্তং যমাধন্তং যত্র বেদমিতি ব্রুবন্।। যায়াকেতুং পুরুস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী। সঞ্জনানামবিহিতো যত্র বেদমিতি ব্রুবন্।। ওঁ ইন্দ্রস্যং কিং বিভুং প্রভূর্ভানুর্নায়ং সরস্বতীম্। যেন সূর্য্যমরোচয়ৎ যেনেমে রোদসি উভে।। ওঁ জুষস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ কান্বং মেধাতিথিমানা। সোমস্য ববৃহৎ শোত স্যনধ্যমোত্তমঃ। জুষস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ শোতস্যুদ্যৈ বরিতমঃ। অপান্তমাশান্তমভি রষ্টিভিঃ শান্তিঃ স্বস্তিমকুর্ব্বতঃ।। ওঁ শন্নঃ কনিক্রদন্দেব পর্জ্জন্যোহভিবর্ষতু। ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাং শন্নো দ্যাবা পৃথিবী চ। শংপ্রজাভ্যঃ শন্নোহস্তু দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে।। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

তন্ত্রোক্ত শান্তিমন্ত্র—ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।। ওঁ আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধক্ষ্যস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালাঃ

পান্তু তে সদা।। ওঁ কীর্তির্লক্ষ্মী ধৃতির্ম্মেধা শ্রদ্ধা পুষ্টিঃ ক্ষমামতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃকান্তি শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সুসংযতাঃ।। ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহু কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।। ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যা ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।।

অপরাজিতা পূজা—দশমীকৃত্য সম্পাদনের পর আচারানুসারে অপরাজিতা পূজা করিতে হয়। রক্তচন্দনলিপ্ত তাম্রপাত্রে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে শ্বেত অপরাজিতা লতা স্থাপনান্তে স্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন করিবে। যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীঅপরাজিতাপূজাকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি। পরে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে দশম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) ক্ষেমকামঃ শ্রীশ্রীঅপরাজিতাপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।।" অনন্তর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া "ঐং" মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—করন্যাস—"আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অঃ অস্ত্রায় ফট্।" অঙ্গন্যাস—"আং হৃদয়ায় নমঃ, ঈং শিরসে স্বাহা, ঊং শিখায়ৈ বষট্, ঐং কবচায় হুং, ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অঃ অস্ত্রায় ফট্।" অনন্তর ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। শিরসি—"ওঁ বেদব্যাস ঋষয়ে নমঃ, মুখে—অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ অপরাজিতায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ ঐং বীজায় নমঃ, পাদয়ো—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ ঐং কীলকায় নমঃ।।" অনন্তর ধ্যান করিয়া মানসপূজা করতঃ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ধ্যান—"ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাম্। বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়ান্বিতাম্।। শঙ্খচক্রবরং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্। পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মসুমালিনীম্।।" অনন্তর পুনরায় ধ্যান পাঠ করিয়া মণ্ডলমধ্যে পুষ্প প্রদান করিয়া দেবীর আবাহন করিবে। যথা—"ঐং শ্রীশ্রীঅপরাজিতাদেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনীমুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (স্থাপনীমুদ্রা), ইহসন্নিধেহি (সন্নিধাপনী মুদ্রা), ইহসন্নিরুধ্যস্ব (সন্নিরোধনী মুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণ মুদ্রা)।" পরে "ওঁ ঐং হ্রীং অপরাজিতাদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাসাধ্য উপচারে পূজা করিবে। অনন্তর উপরোক্ত ক্রমে "ওঁ ক্রিয়াশক্তিজয়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে মুদ্রাদি প্রদর্শন করতঃ আবাহন করিয়া "ওঁ ক্রিয়াশক্তিজয়ায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে—"ইমাং পূজা ময়া দেবি যথাশক্তি নিবেদিতম্। রক্ষার্থন্তু সমাদায় ব্রজ স্বস্থানমুত্তমম্।।" অতঃপর আরত্রিকাদি করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ হারেণ তু বিচিত্রেণভাস্বৎকনকমেখলা। অপরাজিতা রুদ্ররতা করোতু বিজয়ং মম।।" ইতি অপরাজিতা পূজা।

অথ ফর্দ্দমালা

কল্পারম্ভ—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, ঘট ১, কুশুহাঁড়ি ১, দর্পণ, তেকাঠি ১, তীরকাঠি ৪, রক্তসূত্র ১, এক সরা আতপচাউল, সশীষ ডাব ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, শিবের ধুতি ১, কল্পারম্ভের শাড়ি ১, চণ্ডীর শাড়ি ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা, চন্দ্রমালা ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরীয় ৩ প্রস্থ, মধুপর্ক বাটি ৩ প্রস্থ, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি।

নবপত্রিকার দ্রব্যাদি—কলাগাছ ১, কচুগাছ ১, হলুদগাছ ১, জয়ন্তি গাছ ১, বিল্বশাখা ১, ডালিম ডাল ১, অশোক শাখা ১, মানকচু গাছ ১, ধানগাছ ১, শ্বেত অপরাজিতা লতা ১, রক্তসূত্র, আলতা, রন্ধন করিবার পেটো, পট্টরজ্জু ৯ গাছা। প্রতিপদ তিথি হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত দেবীকে বেশ সংস্কার দ্রব্যাদি দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা—প্রতিপদে মাথাঘষা, ফুলের তেল, আতর, চিরুণি ১, গোলাপ জল। দ্বিতীয়াতে—বাঁধিবার পট্টডোর ১। তৃতীয়াতে—দর্পণ, সিন্দূর, অলক্তক। চতুর্থীতে—মধুপর্ক, কাংস্যবাটি, তিলক, অঞ্জন। পঞ্চমীতে—অঙ্গরাগ, পট্টবস্ত্র, যথাশক্তি অলঙ্কার।

বোধন দ্রব্যাদি—ফলযুগ্ম সহিত বেলের ডাল, ঘট ১, একসরা আতপ তণ্ডুল, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, সশীষ ডাব ১, তীরকাঠি ৪, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, বোধনের শাড়ি ১, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, আসনাঙ্গুরীয় ২ প্রস্থ, মধুপর্ক বাটী ২ প্রস্থ, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, ফুল, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, হরীতকী, নৈবেদ্য ২, মাষভক্তবলি ১, কুচানৈবেদ্য ১, ছুরি, চন্দ্রমাল্য, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি।

আমন্ত্রণের দ্রব্যাদি—আমন্ত্রণের শাড়ি ১, আসনাঙ্গুরীয় ১ প্রস্থ, মধুপর্কের বাটী ১ প্রস্থ, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, ফুল, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, তিল ও হরীতকী।

অধিবাস ডালা—মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা (প্রস্তর খণ্ড), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল (অখণ্ড কদলী), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলি), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা (হরিদ্রাবাটা), আমান্ন (আতপ তণ্ডুল), কাঞ্চন (স্বর্ণ), রৌপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ), দর্পণ, আলতা ৪, হরিদ্রা, সূত্র, লৌহ, চামর, দীপ, তীর, আরতি।

সপ্তমীপূজার দ্রব্যাদি—নারায়ণ বরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১, ব্রাহ্মণবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতাবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরীয়ক ৭, বরণের আসন ৩, যজ্ঞোপবীত ২০, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ঘট ২, সশীষ ডাব ২, দু' সরা

আতপ তণ্ডুল, কুণ্ডহাঁড়ি ১, ধূপ, দীপ, ধুনা, তেকাটা ১, প্রধান দীপ ১, দ্বারঘট ২, ডাব (দ্বারঘটের জন্য), বোঁটা সহিত বেল ২, দর্পণ ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, সিন্দূর, ঘটাচ্ছাদন গামছা ২, আরতির গামছা ১, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলাই, জবাপুষ্প, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরীয় ৩৭ প্রস্থ, মধুপর্ক বাটী ৩৭ প্রস্থ, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ১, নবপত্রিকার পরিধেয় শাড়ি ১, দুর্গার শাড়ি ১, সরস্বতীর শাড়ি ১, চণ্ডীর শাড়ি ১, নবপত্রিকার পূজার শাড়ি ১ বা ৯, ধান্যলক্ষ্মীর শাড়ি ১, কার্ত্তিকের ধুতি ও চাদর ১ প্রস্থ, গণেশের ধুতি ও চাদর ১ প্রস্থ, শিবের ধুতি ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, নবগ্রহের ধুতি ১ বা ৯, ময়ূরের ধুতি ১, মূষিকের ধুতি ১, সিংহের ধুতি ১, অসুরের ধুতি ১, বৃষের ধুতি ১, সর্পের ধুতি ১, জয়ার শাড়ি ১, অর্ঘ্য, চন্দ্রমালা, থালা ১, ঘটি ১, ঘড়া ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নথ ১, সিন্দূর চুবড়ী ১, পুষ্পমাল্য ১, রচনা দ্রব্যাদি, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি।

মহাস্নানের দ্রব্যাদি—তৈল, হরিদ্রা, দন্তকাষ্ঠ, অষ্টকলস ৮, সহস্রধারা ১, পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, শিশিরোদক, ইক্ষুরস, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, গজদন্তমৃত্তিকা, বরাহদন্তমৃত্তিকা, চতুষ্পদমৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা, নদীর উভয়কুলমৃত্তিকা, পর্ব্বতমৃত্তিকা, তিলতৈল, বিষ্ণুতৈল, নারিকেলোদক, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, পঞ্চরত্ন মিশ্রিত জল, সাগরোদক, দুগ্ধ, মধু, কর্পূর, অগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম, বৃষ্টিজল, ফলোদক, সরস্বতীজল, নির্ঝরোদক, সপ্তসমুদ্রের জল।

অষ্টমীপূজা—মহাস্নানদ্রব্য—দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, বস্ত্র (পূর্ব্বদিনের ন্যায়), আসনাঙ্গুরী ৩৭ প্রস্থ, মধুপর্ক বাটি ৩৭ প্রস্থ, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৩৭, কুচানৈবেদ্য ১, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমাল্য, থালা ১, ঘড়া বা ঘটি ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নথ ১, রচনা ১, সিন্দূর-চুবড়ী ১। বৃহন্নন্দীকেশ্বর মতে—নবঘট, নবপতাকা, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি। (স্থান বিশেষে যাহাদের বলিদানের প্রথা আছে, তাঁহারা ছাগাদি বলিদান করিবেন। যে স্থানে ছাগ বলিদান প্রথা নাই, তাঁহারা প্রথানুসারে যাহা বলিবিধি আছে, তাহাই বলি দিবেন।)

সন্ধিপূজা—পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধুনা, স্বর্ণাঙ্গুরীয় ১ প্রস্থ, কাংস্যবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, চেলীর শাড়ি ১, প্রধান নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, থালা ১, ঘড়া বা বাটি ১, লোহা ১, নথ ১, মাদুর বা পাটি ১, বালিশ ১, চন্দ্রমাল্য ১, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমাল্য ১, প্রদীপ ১০৮, ষোড়শোপচারদ্রব্য ১ প্রস্থ, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, আরতি।

নবমীপূজা—মহাস্নান দ্রব্য—দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, ত্রিপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, বস্ত্রাদি (পূর্ব্বদিনের ন্যায়), আসনাঙ্গুরী ৩৭ প্রস্থ, মধুপর্ক বাটি ৩৭ প্রস্থ, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ২০, কুচানৈবেদ্য ১, থালা ১, বাটি ১, সিন্দূর চুবড়ী ১, লোহা, নথ, শঙ্খ, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমাল্য, রচনা, পান, পানের মশলা, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি, বলি ও দক্ষিণা।

হোমের দ্রব্যাদি—বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, কুশ, হোমের ঘৃত ৫০০ গ্রাম, হোমের বিল্বপত্র ১০৮ ও পূর্ণপাত্র।

দশমীপূজা—সমস্ত দেবতার দশোপচারে পূজা, গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য, দধি, মুড়কি, চিপিটক, মিষ্টান্ন, সিদ্ধি, পান, পানের মশলা ও আরতি।

॥ ফর্দমালা সমাপ্ত ॥

ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৩৭৯ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ হইতে এস. সি. ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
তনুশ্রী প্রিন্টার্স, ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬ হইতে বি. এন. পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।